ছোটদের রমেশচন্দ্র—

মহারাষ্ট্র-জীবন-প্রভাত

পুষ্পময়ী বসু

প্রকাশক
শ্রীগোপালদাস মজুমদার
ডি, এম, লাইব্রেরী
৪২, বিধান সরণী
কলিকাতা-৬

মুদ্রাকর
শ্রীঅনাদি নাথ কুমার
উমাশঙ্কর প্রেস
১২, গৌরমোহন মুখার্জী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা

নিবেদন

অমর সাহিত্যিক রমেশচন্দ্রের যে অনবদ্য দান বাংলার সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়া তাহার জাতীয় জীবনকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে বাংলার বালসমাজে তাহার পরিচয় দানই এ গ্রন্থ সম্পাদনার উদ্দেশ্য।

বালোপভোগ্য করিবার জন্য এবং বর্ত্তমান সাহিত্য-ধারার সহিত সঙ্গতি রাখিবার জন্য স্থানে স্থানে মূল ভাষার পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন প্রয়োজন হইয়াছে।

শিশুসাহিত্যের রাজা পূজনীয় শ্রীযুক্ত কার্ত্তিকচন্দ্র দাশগুপ্ত মহাশয় পাণ্ডুলিপি দেখিয়া ও তাঁহার মন্তব্য দ্বারা আমাকে সাহায্য করিয়াছেন। তাঁহার স্নেহের দানকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ দ্বারা অমর্যাদা করিব না।

২০শে বৈশাখ, ১৩৪৮ — গ্রন্থকর্ত্রী

মহারাষ্ট্র জীবন প্রভাত

প্রথম

প্রায় পৌনে তিনশ বৎসর চলিয়া গিয়াছে। আর্যাবর্ত্তের
াশে তখন উড়িতেছে মোগল পতাকা। মোগল সম্রাট
ঙ্গজেবের চোখে সারা ভারতে একচ্ছত্র মোগল সাম্রাজ্যের স্বপ্ন।
ক্ষিণাত্যে এখনও কয়েকটি স্বাধীন পাঠান রাজ্য আছে—সম্রাটের
ইহা কাঁটার মত বিঁধিতেছে। এদিকে আবার অতি ক্ষুদ্র
রাষ্ট্র রাজ্য পরম স্পর্ধায় মাথা তুলিয়াছে। সম্রাট ঔরঙ্গজেব
র স্পর্ধা সহ্য করে না।

তাই যুদ্ধের দামামা বাজিয়া উঠিল।

এমনি দিনের একটি বসন্ত সন্ধ্যায় কঙ্কন প্রদেশের পাহাড়ী রাস্তা
য়া তীরবেগে ঘোড়া ছুটাইয়া চলিয়াছে এক তরুণ রাজপুত
দ্ধা। ডান হাতে তার বর্শা—বাঁ হাতে অশ্বের বল্গা ও ঢাল,
ষে অসি। যোদ্ধার বয়স ১৮।১৯এর বেশী হইবে না—কিন্তু তার
গৌর দেহে বীর্যের জ্যোতিঃ লেখা, দৃঢ়বদ্ধ পেশীতে অদম্য
র পরিচয়; দুইটি দীপ্ত আয়ত আঁখিতে অতল সাগরের
রতা। শ্বেত পদ্মের মত মুখখানা বেড়িয়া এক রাশ নিবিড়-কৃষ্ণ
ত কেশ দোলে।

সূর্য তখনও অস্ত যায় নাই। আকাশে দুর্যোগের ঘন ঘটা

নামিয়া আসিয়াছে। পর্বতের ধূসরতায় বনের শ্যামলে আর মে
ছায়ায় মিশিয়া এক হইয়া গিয়াছে। শুধু পাহাড়ী নদীগুলি
কালোর পটভূমিকায় রজত-রেখার মত ঝিক্‌মিক্ করিতেছে। চল
যে সরু পথগুলি আঁকিয়া বাঁকিয়া পাহাড়ের গায়ে জড়াইয়া উঠি
গিয়াছে, সেগুলি আর দেখা যায় না। চারদিকে নীরব থমথমে-
এখনি প্রচণ্ড ঝড় আসিবে বলিয়া ভয়ে যেন জগতের গতি থামি
গেছে।

এ দুর্যোগেও তরুণকে পথে বাহির করিয়াছে কর্তব্যের ডাব
যুবক মহারাষ্ট্র-বীর শিবাজীর একজন হাবিলদার—নাম রঘুনাথজী
প্রভুর কাছ হইতে যুদ্ধের অতি গোপনীয় সংবাদ লইয়া সিংহগড় দু
হইতে সে চলিয়াছে সুদূর তোরণ দুর্গে। অশ্বের কালো শরীর হই
কুন্দ-কুসুম-স্তবকের মত শুভ্র ফেনের রাশি ঝরিতেছে; রঘুনা
বেশ ধূলি ধূসর তার কমনীয় মুখখানায় গভীর অবসাদের ছায়া।

রঘুনাথ ক্লান্ত অশ্বকে বিশ্রাম দিবার জন্য একটু থামি
আকাশের দিকে তাকাইয়া তাহার ভাবনা হইল। ঝড় তো আ
বলিয়া—কোথাও অপেক্ষা করা উচিত—কিন্তু দেরী করি
কর্তব্যের হানি ঘটিবে। রঘুনাথ আর অপেক্ষা করিল না—আ
ভীম বেগে ঘোড়া ছুটাইয়া দিল। অশ্ব-খুরের ধ্বনি নীরবতার বু
প্রতিধ্বনি জাগাইয়া তুলিল।

অল্পক্ষণের মধ্যে প্রবল ঝড় আসিল। আকাশকে চৌ
করিয়া এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত বিদ্যুৎ হানিয়া গে
গাছপালা ভাঙ্গিয়া ধূলায় লুটাইয়া পড়িল; শীর্ণকায়া পাহা

গুলি ফুলিয়া ফাঁপিয়া গর্জিয়া উঠিল। বজ্র ও বায়ুর গর্জনে দিক মথিত হইতে লাগিল। পৃথিবীর বুকে বুঝি প্রলয় দেবতা জের চরণ পড়িয়াছে।

কিছুক্ষণ পরেই মুষলধারে বৃষ্টি আসিল। রঘুনাথ সাবধানে পা য়া চলিতে লাগিল। বিপদ-সঙ্কুল পথ—তায় ঝড়ের বেগ। লন হইলে কোন্ অতলে গড়াইয়া পড়িয়া দেহ চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া ব। বৃক্ষ শাখার আঘাতে রঘুনাথের উষ্ণীষ ছিঁড়িয়া গেল— র কপাল কাটিয়া ফিন্‌কি দিয়া রক্ত ঝরিতে লাগিল। কিন্তু লক্ষ্য করিবার সময় আজ রঘুনাথের নাই— কর্তব্য সম্মুখে।

কয়েক ঘণ্টা বর্ষণের পর আকাশ পরিষ্কার হইল। মেঘের াল হইতে অস্তগামী সূর্য্যের সোণালী রশ্মি উঁকি মারিল। থ দুর্গদ্বারে উপস্থিত হইয়া সিক্ত চুলের রাশি কপাল হইতে ইয়া নীচের দিকে তাকাইল। দৃষ্টির শেষ সীমা-রেখা পর্যন্ত -বিসারী পর্বতশ্রেণী। সোনালী আলোয় নবস্নাত পর্বত-শিখর তেছে, বৃষ্টিধৌত কিশলয় পল্লব ঝল্‌মল করিতেছে ; ঝরণাগুলি া ফুলিয়া নাচিয়া সোনালী আলোর টুক্‌রোগুলি লইয়া লুফি খেলিতেছে। আকাশ নীল রামধনুর রাগে রাঙ্গা হইয়া াছে। রঘুনাথ মুগ্ধ হইয়া খানিকক্ষণ তাকাইয়া রহিল।

তারপর ধীরে ধীরে উঠিয়া দুর্গতোরণে আপনার পরিচয় দিয়া র প্রবেশ করিল। সেই মুহূর্তে ঝন্ ঝন্ শব্দে দুর্গদ্বার রুদ্ধ গেল। প্রহরী কহিল, "আর একটু দেরী হ'লেই প্রাচীর আপনাকে ঢুকতে হ'ত রঘুনাথজী।"

ভগবানের কৃপায় রঘুনাথের সে দেরীটুকু হয় নাই। প্রভুর ক
সে যে সত্য-দান করিয়াছে ভবানীর প্রাসাদে আজ তাহা রাখি
পারিল, কিল্লাদারের কাছে প্রভুর সংবাদ আজই সে নিবেদন করি
পারিবে। সে তৎক্ষণাৎ কিল্লাদারের প্রাসাদের দিকে চলিল।

কিল্লাদার মাউলী জাতীয়, শিবাজীর নিতান্ত অনুগত বি
যোদ্ধা। শিবাজীর পত্রের প্রতীক্ষায় তিনি বসিয়াছিলেন। রঘু
কিল্লাদারের কাছে উপস্থিত হইয়া অভিবাদনপূর্বক কোমর-বন্ধ হই
কয়েকখানি পত্র বাহির করিয়া তাহার হাতে দিল। কিল্লা
রঘুনাথের দিকে না চাহিয়া পত্র পাঠে মন দিলেন। পত্রপাঠ
হইলে তাঁহার দৃষ্টি পড়িল রঘুনাথের দিকে। তরুণ যোদ্ধার কম
মুখের দৃপ্ত ভঙ্গিমা, তার দীপ্ত উদার চোখ দুটি, নিবিড় কা
কেশের রাশি কিল্লাদারের হৃদয় ছুঁইয়া গেল।

সিংহগড় ও পুনার অবস্থা, মহারাষ্ট্রীয় ও মোগল সৈন্যের অ
তন্ন তন্ন করিয়া সমস্ত সংবাদ কিল্লাদার রঘুনাথের কাছ হই
লইলেন। নানা আলাপে পরীক্ষা করিলেন—শিবাজী অযোগ্য প
এ কঠিন কর্তব্যের ভার অর্পন করেন নাই। অতি গোপন সং
শিবাজীকে পাঠাইতে হইবে—যাহা লিপিতে লেখা চলে না ; বি
শত্রু হস্তে পড়িবার সম্ভবনা আছে। রঘুনাথকে এ সংবাদ মৌ
বহন করিবার গুরুভার গ্রহণ করিতে হইবে। কিল্লাদার বুঝিলে
বালক দুর্বলতা লোভ ক্ষুদ্রতার বহু উর্ধ্বে। ঐ তরুণ বুকখা
আড়ালে বীর্য ও বিশ্বাসের যে অমূল্য মণি সঞ্চিত আছে, ত
জ্যোতিঃ বালকের নয়নে। বুঝিলেন শত্রুর হাতে রঘুনাথের

াইতে পারে, কিন্তু বিশ্বাস সে ভাঙ্গিবে না। সুতরাং তিনি িললেন, "যাও হাবিলার, কাল প্রাতে আমার নিকট এ'স সমস্ত াস্তুত থাকবে। আর প্রভু শিবাজীকে আমার হয়ে জানিও, যে রুণ হাবিলদারকে তিনি এ বিষম কার্যের গৌরব দিয়েছেন, সে সই গৌরবের অনুপযুক্ত নয়।"

প্রশংসা শুনিয়া বালক মস্তক অবনত করিল। তার মুখে চোখে ্টিয়া উঠিল কৃতজ্ঞতার স্নিগ্ধ আলো।

তৃতীয়

শিবাজী পিতা শাহজী বিজয়পুরের সুলতানের অধীনে জায়গীরদার ছিলেন। কোনও কারণে শাহজীর সাথে মতের অমিল হওয়ায় মাতা জীজাবাই বালক শিবাজীকে লইয়া পুনায় আসেন। দাদাজী কানাইদেব শাহজীর একজন বিশ্বস্ত মন্ত্রী। ইহাদের দেখাশুনার ভার আসিয়া পড়িল বৃদ্ধ দাদাজীর উপর। তিনি ইহাদের বাসের জন্য পুনাতে গৃহ নির্মাণ করিয়া দিলেন।

কানাই দেবের কাছেই শিবাজীর শিক্ষা। শিবাজী নাম লিখিতেও শিখিলেন না কিন্তু বাল্যকাল হইতেই অস্ত্র বিদ্যায় নিপুণ হইয়া উঠিলেন। বালক শিবাজীর অশ্বারোহণ কৌশলের কাছে পর্বতের দুর্গমতা হার মানিল। নিয়মিত ব্যায়ামে দেহ হইয়া উঠিল লোহার মত শক্ত। অবসর সময়ে দাদাজীর চরণতলে বসিয়া রামায়ণ মহাভারতের কাহিনী শিবাজী মুগ্ধ হইয়া শুনিতেন। শুনিতে শুনিতে বালকের ছোট্ট বুকখানা হিন্দুধর্মের প্রতি গভীর ভালোবাসায় কানায় কানায় ভরিয়া উঠিত, বীরের তেজ তাহার রক্তে জাগাইল

াম্ভীর স্বরে বলিলেন "রাতে দেবীর পায়ে শিবাজীর ইচ্ছা নিবেদন করব, তুমি প্রাতে উত্তর জানতে পারবে।

ব্রাহ্মণকে প্রণাম করিয়া রঘুনাথ ফিরিয়া চলিল। এ দুর্গে সে নূতন, রাত কাটাইবার মত কোন পরিচিত গৃহ এখানে নাই। কোন বৃক্ষের তলায় প্রস্তর উপাধানে ভূমিশয্যায় রাতটা সে কাটাইয়া নিবে; রাত্রির আকাশ অজস্র তারার আঁখি মেলিয়া তাহার দিকে তাকাইয়া থাকিবে। কিন্তু জনার্দন দেব কি ভাবিয়া রিঘুনাথকে ফিরাইয়া জিজ্ঞাসায় জানিলেন দুর্গে পরিচিত তাহার কেহ নাই। সুতরাং পূজারীর অনুরোধে রঘুনাথকে রাত্রির মত তাঁহার গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করিতে হইল।

পরদিন প্রভাতে জনার্দন দেবের নিকট হইতে রঘুনাথ জানিল ভবানীর আদেশ—বিধর্মীর সাথে যুদ্ধে জয়, স্বধর্মীর সাথে যুদ্ধে পরাজয়। ব্রাহ্মণের কাছে বিদায় লইয়া সে সিংহগড় ফিরিয়া গেল।

দ্বিতীয়

তোরণ-দুর্গ জয়ের অল্প পরেই শিবাজী এখানে ভবানীর বিগ্রহ স্থাপন করিয়া অম্বর দেশীয় একজন উচ্চবংশীয় ব্রাহ্মণকে দেব সেবায় নিযুক্ত করিয়াছিলেন। যুদ্ধের সময়ে এই দেবীর পূজা না দিয়া তিনি কোন কাজে হাত দিতেন না।

রঘুনাথ কিল্লাদারের কাছ হইতে বিদায় লইয়া এই মন্দিরের দিকে চলিল। মন্দিরের দ্বারে যখন আসিয়া পৌঁছাইল তখন ক্লান্ত সন্ধ্যা ধরণীর বুকে প্রায় নামিয়া আসিয়াছে। সন্ধ্যা রবির শেষ আভায় শুভ্র মন্দির-প্রাচীরে সোনা ফুটিয়া উঠিয়াছে।

পুরোহিত জনার্দন দেব গৃহে নাই। রঘুনাথ মন্দিরের উদ্যানে বসিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিল। জনার্দন দেব ফিরিয়া আসিলে রঘুনাথ যথাসম্ভ্রমে আসন ত্যাগ করিয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিল। তাহার পর যুদ্ধের সংবাদ ও শিবাজীর প্রণাম জানাইয়া ব্রাহ্মণের পায়ের কাছে কয়েকটি সুবর্ণ-মুদ্রা রাখিয়া নিবেদন করিল, "মোগ-লের সাথে যুদ্ধ বেঁধেছে, প্রভুর ইচ্ছা তাঁর জয়ের জন্য দেবীর পায়ে পূজা দেন। আর এই ভয়ানক যুদ্ধের ফলাফল তিনি পূর্বেই জানবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন।"

জনার্দন কয়েক মুহূর্ত চক্ষু মুদ্রিত করিয়া রহিলেন, তাহার পর

দোলা। ষোল বৎসরের কিশোর শিবাজী পণ করিয়া বসিল অধীনতার শৃঙ্খল ছিন্ন করিয়া মহারাষ্ট্রকে স্বাধীন করিবে, ভারতের আকাশে উড়াইবে হিন্দুধর্মের বিজয় পতাকা।

খুঁজিয়া খুঁজিয়া শিবাজী উৎসাহী তরুণের দলকে জুটাইলেন। কঙ্কন প্রদেশের পর্বতে পর্বতে শিবাজী তরুণের দলকে লইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন—কেমন করিয়া পর্বতের দুর্গমতাকে হাতের মুঠোয় আনা যায়, কোথায় আছে পথ, কোথায় আছে কোন্ দুর্গ— তারি সন্ধানে। দুর্গ জয়ের মন্ত্রণা দুর্গ জয়ের পরিকল্পনা বালকের সমস্ত চিন্তা ভরিয়া রহিল।

দাদাজী ভয় পাইলেন—বিদ্রোহী বালকের ঔদ্ধত্য সুলতানের বরদাস্ত হইবে না; তাঁর কোপে জায়গীর শূন্য হইয়া শিবাজীকে বুঝি বা পথে বসিতে হয়। তিনি তাহাকে ফিরাইতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু যে পথ শিবাজীকে ডাক দিয়াছিল সে পথ হইতে সে আর ফিরিতে পারিল না। বিশ্বাসী মাউয়ালীরাও বীর বালকের ডাকে সাড়া দিল। শিবাজীর মহাব্রতকে আপন ব্রত বলিয়া মানিয়া ব্রতের বেদী-মূলে প্রাণ সঁপিয়া দিতে ছুটিয়া আসিল। ইহাদের মধ্যে শিবাজী পাইলেন বিশ্বস্ত অনুচর, দরদী বন্ধু, অক্লান্ত কর্মী। মাউলী বাজী ফাসলকার, তন্নজীমালশ্রী, যশজীকঙ্ক সেই অবধি ছায়ার মত শিবাজীর সাথে সাথ ফিরিতে লাগিল।

ইহাদের লইয়া দুর্গজয় আরম্ভ হইল। ১৯ বৎসরের বালক শিবাজী দুর্গম তোরণ জয় করিলেন। ইহার পর যেন যাদুর পরশে

একের পর এক দুর্গ তাহার হাতে আসিতে লাগিল। সম্রাট দেখিলেন বালকের স্পর্ধা সীমা ছাড়াইয়া চলিয়াছে। অতএব শিবাজী-দমনের আদেশ বহন করিয়া সেনাপতি সায়েস্তা খাঁ দিল্লী হইতে দাক্ষিণাত্যে আসিলেন। আসিয়া তিনি পুনা, চাকণ প্রভৃতি কয়েকটি দুর্গ অধিকার করেন, কিন্তু পার্বত্য বীরকে আঁটিয়া উঠিতে পারিলেন না। একবৎসর পরে মাড়োয়ার অধিপতি যশোবন্ত সিংহ সম্রাটের আদেশে বিরাট সেনাবাহিনী লইয়া সায়েস্তাখাঁকে সাহায্য করিতে আসিলেন। রাজপুত ও মোগল সেনা পুনা নগরের নিকট শিবির স্থাপন করিল। দাদাজী কানাইদেবের গৃহ—যে গৃহের প্রতি ধুলিকণার সাথে মহারাষ্ট্রবীরের বাল্যের স্মৃতি আজও জড়াইয়া আছে, সেই গৃহে আজ সায়েস্তাখাঁর বাসস্থান।

শিবাজীর চারদিকে বিপদ ঘনায়িত। মহারাষ্ট্রীয় সেনা তখনও রণনীতিতে কুশল লইয়া ওঠে নাই—সম্মুখ যুদ্ধ সম্ভব নয়। তিনি দেখিলেন কৌশল ভিন্ন উপায় নাই। তিনি তাঁর সৈন্য লইয়া সিংহগড় দুর্গে রহিলেন। শিবাজীর চাতুরীর সাথে সায়েস্তাখাঁর পরিচয় হইয়াছিল। তিনি অনুমতি পত্র বিনা কোন মহারায়ের পুনা প্রবেশ নিষেধ করিলেন।

সেদিন সন্ধ্যাবেলায় দাদাজী কানাইদেবের গৃহে মন্ত্রণা সভা বসিয়াছে। ক্ষুদ্র 'পার্বত্য মুষিক' শিবাজীকে কি করিয়া আটিয়া উঠা যায় তারই মন্ত্রণা চলিতেছে। সভায় প্রাচীন যোদ্ধা চাঁদখাঁও আছেন।

তানওয়ারী নামে সায়েস্তাখাঁর একজন মোসাহেব বলিল —"বাদ-

গাহী সেনার সামনে মহারাষ্টিয় সেনা ঝড়ের মুখে শুক্‌ন পাতার মত উড়ে যাবে। নয়ত গর্তে গিয়ে সেঁধুবে জনাব!'

মহারাষ্ট্রীয় সেনা যে ঠিক শুকন পাতা নয় এ খবর চাঁদখাঁর ভাল করিয়াই জানা ছিল। তিনি উত্তর দিলেন, "তা বলতে কি, ওরা বাধ হয় ও ছুটাই পারে।

সায়েস্তা খাঁ—"কেন?"

চাঁদখাঁ—"গত বছর ক'টি মাত্র মহারাষ্ট্রীয় চাকন দুর্গে প্রবেশ করে। আমাদের সমস্ত সৈন্য দুই মাস ধরে যুদ্ধ করে তবে তাদের তাড়িয়ে দুর্গজয় করতে পেরেছিল, তা বোধ হয় জনাবের স্মরণ আছে। আবার এ বছরও আমাদের সৈন্য তো চারদিকেই ছিল। কিন্তু শিবাজীর অশ্বারোহী সেনার সেনাপতি নিতাইজী কোথা দিয়ে উড়ে এসে আরাঙ্গাবাদ ছারখার করে দিয়ে গেল তার কোন হদিসই পাওয়া গেল না।

সায়েস্তা—চাঁদখাঁ বৃদ্ধ হয়েছেন তাই তাঁর পাহাড়ী ইঁদুরকেও ভয়। কিন্তু পূর্বে অমন ভয় তো ছিল না।"

চাঁদখাঁর মুখ রক্তিম হইয়া উঠিল। তিনি কোন উত্তর দিলেন না।

আনওয়ারী—"ঠিক বলেছেন জাঁহাপনা! ও বেটারা সত্যি ইঁদুর। দিব্যি গর্তে সেঁধিয়ে দিনের পর দিন কাটিয়ে দিতে পারে।"

চাঁদখাঁ—"পাহাড়ী ইঁদুর পুনার ভেতর গর্ত খুঁড়ে না বেরুলেই রক্ষে।"

সায়েস্তা—"ভয় নেই খাঁ সাহেব, এখানেও দিল্লীর অনেক বেড়াল আছে, তাদের নখের ধারও কিছু কম নেই।"

বাহবা রবে সভাস্থল মুখরিত হইয়া উঠিল।

সায়েস্তা—"এই প্রদেশে দুর্গ অসংখ্য। যদি একে একে সব দুর্গ জয় করতে হয়, তবে কতদিনে যে সম্রাটের কার্য সিদ্ধি হ'বে, কিংবা কখনও সিদ্ধ হবে কিনা তা কে বলতে পারে।"

চাঁদ—"দুর্গই মহারাষ্ট্রীয়দের বল। ওরা সম্মুখ রণ করবে না। রণে পরাস্ত হলেও ওদের কোন ক্ষতি নেই। কেননা পাহাড়ীদেশ, ওদের সৈন্য একজায়গা হ'তে পালিয়ে কোন দিক দিয়ে আরেক জায়গায় উপস্থিত হবে তার কোন খেই আমরা পাব না। কিন্তু দুর্গগুলি হস্তগত হলে ওদের দিল্লীর অধীনতা স্বীকার করা ছাড়া কোন গতি নেই।

সা—"কেন? ওরা পালালে ওদের পশ্চাদ্ধাবন করা এমনই কি আর কঠিন কাজ। আমাদেরও তো অশ্বারোহী সেনা আছে।"

চাঁদখাঁ—"সম্মুখ যুদ্ধ হলে আমাদের জয় অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু এই পাহাড়ী দেশে কোন মহারাষ্ট্রীয় অশ্বারোহীকে পশ্চাদ্ধাবন করে ধরতে পারে এমন অশ্বারোহী হিন্দুস্থানে নেই। তাছাড়া আমাদের ঘোড়াগুলোও অত্যন্ত বড় আর অশ্বারোহীকেও মেলাই অস্ত্রশস্ত্রে বোঝা বইতে হয়। সমভূমিতে সম্মুখ রণে এদের ঠেকায় কার সাধ্য। কিন্তু পার্বত্য দেশে এরা পঙ্গু। মহারাষ্ট্রীয় অশ্ব ক্ষুদ্র এদের অশ্বারোহীরা উঁচু গিরিশিখরে ছাগের মত অবলীলায় ওঠে, গহ

উপত্যকার মধ্য দিয়ে হরিণের মত চকিতে কোথায় অদৃশ্য হ'য়ে যায়। আমার পরামর্শ গ্রহণ করুন, জাঁহাপনা! শিবজী সিংহগড়ে আছে, হঠাৎ যেয়ে সেস্থান অবরোধ করুন। এক মাসে হোক, দুমাসে হোক, দুর্গজয় হবেই, শিবজীও বন্দী হবেন। কিন্তু এভাবে বসে শুধু অপেক্ষা করলে কোন ফল হবে না। নিতাইজী যখন আমাদের গা ঘেঁসে চলে গিয়ে আওরাঙ্গবাদ ও আহম্মদনগর ছারখার করে দিল, তার পশ্চাদ্ধাবন করা হয়েছিল, কিন্তু বৃথা।"

সায়েস্তা খাঁ সক্রোধে বলিলেন "যারা পশ্চাদ্ধাবন করেছিল, তারা বিশ্বাসঘাতকতা করে শত্রুকে পথ ছেড়ে দিয়েছিল তার বিচার হবে না মনে করোনা। কিন্তু চাঁদখাঁ! আপনিও সম্মুখ রণে ভীত? দিল্লীশ্বরের সেনাদলে কি সাহসের নিতান্তই অভাব ঘটেছে?"

যুদ্ধে যুদ্ধে চাঁদখাঁ চুল পাকিয়েছে। এই মর্মান্তিক বিদ্রূপ শুনিয়া আবার তাহার মুখ রক্তিম হইয়া উঠিল, চোখ জলে ভরিয়া আসিল। মুখ ফিরাইয়া এক বিন্দু অশ্রু মুছিয়া সেনাপতির দিকে চাহিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, "পরামর্শ দিতে পারি এমন ধৃষ্টতা নেই সেনাপতি। হুকুম করুন, তামিল করতে এ দাস পরাঙ্মুখ হবেনা।"

এমন সময় ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল সিংহগড়ের দূত, ব্রাহ্মণ মহাদেওজী ন্যায়শাস্ত্রী আসিয়াছেন। সায়েস্তাখাঁও দূতের অপেক্ষায় ছিলেন। তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে লইয়া আসিতে আদেশ দিলেন। সভাস্থ সকলে দূতকে দেখিবার জন্য উৎসুক হইয়া উঠিল।

মহাদেওজী ন্যায়শাস্ত্রী সভায় প্রবেশ করিলেন। ব্রাহ্মণের বয়স এখনও বোধ হয় চল্লিশ হয় নাই। মহারাষ্ট্রীয়দের দেহ দীর্ঘ হয় না, ইহারও দেহ দীর্ঘ নহে। কিন্তু বিশাল বক্ষ, দীর্ঘ বাহুযুগল, তিলকচন্দন-লিপ্ত-প্রশস্ত ললাট, অপূর্ব সুন্দর মুখ। বুদ্ধির প্রখরতায় দীপ্ত দুইটী গভীর নয়ন ব্রাহ্মণকে মহিমা দান করিয়াছে। তুলার কুর্তিতে দেহ আবৃত, বিশাল উষ্ণীষটিও মুখখানাকে প্রায় ঢাকিয়া ফেলিয়াছে।

সাদরে দূতকে অভ্যর্থনা করিয়া সায়েস্তাখাঁ শুধাইলেন, সিংহগড়ের সংবাদ কি দূত ?”

মহাদেওজী—

“সন্তি নদ্যো দণ্ডকেষু তথা পঞ্চবটী বনে।
সরযূবিচ্ছেদ শোকং রাঘবস্তু কথং সহেৎ ॥

দণ্ডক বনে পঞ্চবটি বনে নদী তো মেলাই আছে। কিন্তু সরযূ নদীর বিচ্ছেদ রামচন্দ্র ভুলতে পারেন না শিবজীর হাতেও দুর্গতে অনেকই আছে কিন্তু পুনা দুর্গ তো তাঁর হাতছাড়া, একথা যে তিনি কিছুতেই ভুলতে পারেন না।”

সায়েস্তা খাঁ সন্তুষ্ট হইলেন। বলিলেন “যাও দূত, তাঁকে বলো, আর কেন। এবারে দিল্লীশ্বরের অধীনতাটুকু তিনি স্বীকার করেই ফেলুন, তাতে বরং আশা আছে।”

ব্রাহ্মণ ঈষৎ হাসিয়া আবার একটি শ্লোক আওড়াইয়া বলিলেন “পিপাসার্ত চাতক মুখ ফুটে বুকের ভাষা মেঘকে জানাতে পারেনা। কিন্তু মেঘ আপনা হইতেই সে নীরব ভাষা বুঝে জলদান

করে। পুনা ও চাকন দুর্গ হারিয়ে লজ্জার বাধাই শিবজীর বড় হয়ে উঠেছে। তাই সন্ধির প্রার্থনা জানাতে তিনি কুণ্ঠা বোধ করছেন। আপনি মহাজন তাঁর প্রার্থনার অপ্রকাশ ভাষা স্বগুণে বুঝে যা দান করলেন শিবজী মাথা পেতে নেবেন।”

সায়েস্তাখাঁ আনন্দে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিলেন। বলিলেন “পণ্ডিত তোমার পাণ্ডিত্যে বড় সন্তুষ্ট হ'লাম। তোমাদের সংস্কৃত ভাষা বড় মধুর। কিন্তু সত্যই কি শিবজী সন্ধিপ্রার্থী?” এবারেও পণ্ডিতজী সংস্কৃত শ্লোকেই উত্তর দিলেন।

সায়েস্তা খাঁ আহ্লাদে আটখানা হইয়া শিবজী যে সন্ধির প্রস্তাব করিতে ব্রাহ্মণকে পাঠাইয়াছেন তাহার নিদর্শন দেখিতে চাহিলেন। ব্রাহ্মণ গম্ভীর ভাবে বস্ত্রের ভিতর হইতে নিদর্শনপত্র বাহির করিলেন। সায়েস্তা খাঁ অনেকক্ষণ ধরিয়া উহা পরীক্ষা করিয়া সন্তুষ্ট হইয়া ফিরাইয়া দিলেন। তারপর সন্ধির সর্ত সম্বন্ধে আলাপ হইল। দূত জানাইল সর্ত তিনি তাঁর প্রভুর কাছে নিবেদন করিবেন এবং যতদিন সন্ধি প্রস্তাব চলিবে ততদিন যুদ্ধ ক্ষান্ত থাকুক ইহাই তাঁহার প্রভুর ইচ্ছা।

সায়েস্তাখাঁ—“কখনও না, ধূর্ত মহারাষ্ট্রদের আমি বিশ্বাস করি না। যতদিন সন্ধি পাকা না হয় যুদ্ধ চলবেই। আমরা তোমাদের যত পারি সর্বনাশ করব। পারতো তোমরাও করো।”

‘এবমস্তু’, বলিয়া ব্রাহ্মণ বিদায় হইলেন। তাঁহার দুই চোখ প্রজ্বলিত অগ্নিশিখার মত জ্বলিতে লাগিল।

তিনি ধীরে ধীরে প্রাসাদ হইতে বাহির হইলেন। তিনি প্রতি দ্বার, প্রতি কক্ষ, তন্ন তন্ন করিয়া দেখিয়া ধীরে ধীরে বাহির হইলেন। একজন মোগল প্রহরী অবাক হইয়া জিজ্ঞাসা করিল "ঠাকুর অত করে কি দেখছ?"

দূত উত্তর করিল, "কি আর দেখব! এখানে প্রভু শিবজী ছোটবেলা খেলা করেছেন তাই দেখছি। এও তোমারা নিলে! সবই নেবে তোমরা। ভগবান্!"

প্রহরী হাসিয়া বলিল "দুঃখ করে আর কি হবে ঠাকুর! নিজের কাজে যাও।"

ঠাকুর পূনা নগরীর জনসমুদ্রে মিশিয়া গেল।

———

চার

ব্রাহ্মণ পথ বাহিয়া চলিলেন। প্রতি স্থান তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখিলেন, কিছু কিনিবার ছলে কোন দোকানে প্রবেশ করিয়া কথায় কথায় নানা খবর লইলেন। তারপর বাজার পার হইয়া একটি গলিতে প্রবেশ করিলেন। রজনী গভীর হইয়াছে। গৃহে গৃহে প্রদীপ নিবিয়া গেছে। নগরের কোলাহলের উপর সুপ্তির নীরবতা নামিয়াছে। অন্ধকার আকাশে তারার আঁখি জাগিয়া আছে।

ব্রাহ্মণ চলিয়াছে হঠাৎ মনে হইল কাহার পায়ের শব্দ পেছনে। ব্রাহ্মণ থামিলেন—শব্দও থামিল। আবার চলিতে লাগিলেন আবার শব্দ। কেহ বোধ হয় অনুসরণ করিতেছে। ব্রাহ্মণের মুখে উদ্বেগের রেখা ফুটিয়া উঠিল। কয়েক মুহূর্ত চিন্তা করিয়া তুলার কুর্তির আস্তিন হইতে একখানা তীক্ষ্ণ ছোরা বাহির করিয়া একপাশে অন্ধকারের দিকে তাকাইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। কেহ নাই—কেবল অন্ধকার জমাট বাঁধিয়া রহিয়াছে।

ব্রাহ্মণের মনের সন্দেহ ঘুচিল না। তিনি বাজারে ফিরিয়া গেলেন। কেনাবেচা তখনও চলিতেছে। ভিড়ের মধ্যে মিশিয়া যাইবার চেষ্টা করিলেন। আবার সেখান হইতে একগলিতে, তারপর আর এক গলিতে; এমনি করিয়া নগর প্রান্তে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানে নিশ্চল

হইয়া খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলেন। কোথাও কোন শব্দ নাই। পথ, ঘাট, কুটির, অট্টালিকা সব আঁধারের আঁচল গায়ে দিয়া ঘুমাইয়া। হঠাৎ সেই নিস্তব্ধতা কাঁপাইয়া একটা চীৎকার উঠিল। মহাদেওজীর বুক কাঁপিয়া উঠিল। আবার সেই শব্দ। এবারে বুঝিলেন নগরীর প্রহরী পাহারা দিতেছে। প্রহরী সেই গলিতেই আসিল। মহাদেওজী দৃঢ় মুষ্টিতে ছোরা লইয়া নিঃশ্বাস বন্ধ করিয়া অন্ধকারে মিশিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন তাঁহার দেহ স্বেদসিক্ত হইয়া উঠিল। প্রহরী গলি পার হইয়া চলিয়া গেল।

মহাদেও গলি হইতে বাহির হইয়া একটি দ্বারে আঘাত করিলেন। সায়েস্তাখাঁর একজন মহারাষ্ট্রীয় সেনা বাহির হইয়া আসিল। দুইজনে চুপি চুপি নগরের একটি অতি গোপন মনুষ্যের অগম্য স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসা করিলেন, "সব প্রস্তুত? অনুমতি পত্র পেয়েছ?"

সেনা—'পেয়েছি, সব প্রস্তুত।'

আবার অস্পষ্ট পদশব্দ। মহাদেওজী ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া ছোরা হস্তে অগ্রসর হইলেন। অন্ধকারে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিলেন, কোথাও কিছু নাই। ধীরে ধীরে ফিরিয়া আসিলেন আবার তাহাদের কথাবার্তা চলিতে লাগিল।

মহাদেও—"বিবাহ কবে?"

সেনা—"কাল।"

মহাদেও—"কতজন লোকের অনুমতি পেয়েছ?

সেনা—"বাদ্যকর দশজন ও অস্ত্রধারী ত্রিশজন, এর বেশী অনুমতি পাওয়া গেল না।"

মহাদেও—"এই যথেষ্ট। কাল কোন সময়ে বিবাহ?"

সেনা—"রাত্রি একপ্রহরে।"

মহাদেও—"এদিক হ'তে বরযাত্রা আরম্ভ হবে। বাদ্যকরেরা খুব জোরে জোরে যেন বাদ্য বাজায়, আর যত পারবে আত্মীয়স্বজন জড় করবে।"

সেনা—"সবই স্মরণ আছে"

মহাদেওজী মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "মনে আছে তো আমি সেই শুভ কার্যের পুরোহিত। এ বিবাহের ঘটা সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়বে।"

হঠাৎ একটি তীর আসিয়া ব্রাহ্মণের বুকে লাগিল। কিন্তু তাঁহার কুর্তির নীচের লৌহবর্মে লাগিয়া তীর পড়িয়া গেল। তার পরেই একটি বর্শা। বর্শার আঘাতে মহাদেও মাটিতে পড়িয়া গেলেন, কিন্তু দুর্ভেদ্য বর্ম এবারও তাহাকে রক্ষা করিল। মহাদেও উঠিলেন। দেখিলেন নিষ্কোষিত অসি হস্তে সম্মুখে চাঁদখাঁ। চাঁদাখাঁর অসিও ব্রাহ্মণের বর্মে প্রতিহত হইল। মহাদেওজী হাসিয়া বলিলেন "কুক্ষণে আমার অনুসরণ করেছিলে।" তারপর হাতের ছোরাখানা আমূল তাহার বুকে বসাইয়া দিলেন। অপমানিত বৃদ্ধ চাঁদখাঁর দেহ মাটিতে লুটাইয়া পড়িল।

আজ সভায় চাঁদখাঁকে শুনিতে হইয়াছিল সে ভীরু। এ

মর্মান্তিক বেদনা কাহাকেও জানাবার নয়। অন্তরের গভীরে সে ক্ষত চাপিয়া চাঁদখাঁ সঙ্কল্প করিয়াছিলেন কার্য দ্বারা এ অপযশ স্খালন করিবেন নয়ত এ জীবনের অবসান এখানেই ঘটুক। সভায় মহাদেওজীর উপরে তাঁহার সন্দেহ হইয়াছিল; শিবজীর কোন পরিচয়ই তাঁহার অজানা ছিল না। শিবাজীর অসাধারণ ক্ষমতা, হিন্দুরাজ্য স্থাপনের স্বপ্ন, স্বাধীনতা রক্ষার পণ, এসব চাঁদখাঁর জানা ছিল। মোগলের সহিত যুদ্ধের আরম্ভেই তিনি সন্ধির প্রস্তাব করিয়া বসিবেন, এ অসম্ভব। কিন্তু ব্রাহ্মণ তো শিবজীর নিদর্শনপত্রও দেখাল। তবে কে এক মহারাষ্ট্রীয়দের নিন্দা শুনিয়া ব্রাহ্মণের চোখে আগুন জ্বলিয়া উঠিয়াছিল তাহাও চাঁদখাঁর দৃষ্টিতে ধরা পড়িয়াছিল।

কিন্তু কোন সন্দেহের কথাই সায়েস্তাখাঁর নিকট তিনি প্রকাশ করিলেন না। সত্য কথা বলিয়া আবার কেন তিরস্কারের পথ পরিষ্কার করা? কিন্তু সেই হইতে ব্রাহ্মণের অনুসরণ করিতে লগিলেন, এক মুহূর্ত চোখের আড়াল করিলেন না, সৈনিকের সহিত ব্রাহ্মণের যে আলাপ হয় তাহা শুনিলেন। মনে মনে ভাবিলেন দূতকে হত্যা করিয়া, সেনাকে বন্দী করিবেন, এবং ষড়যন্ত্রের কথা প্রকাশ করিয়া আপন নষ্ট যশ উদ্ধার করিবেন। কিন্তু আশা মায়াবিনী!

মহাদেওজী অধরে দাঁত চাপিয়া বলিলেন "সায়েস্তাখাঁ! মহারাষ্ট্রীয়ের নিন্দার এই প্রথম ফল। দ্বিতীয় ফল ফলবে কাল।"

সেনা গভীর বিস্ময়ে পাথরের মূর্তির মত দাঁড়াইয়া ছিল। তাহাকে চাঁদখাঁর মৃতদেহ নিকটস্থ কূপে নিক্ষেপ করিতে আদেশ দিয়া ও আগামী কালের কথা পুনরায় স্মরণ করাইয়া ব্রাহ্মণ নিঃশব্দে পুনা হইতে বাহির হইয়া গেলেন। সায়েস্তা খাঁর অনুমতি পত্র বলে কোন বিপদ তাহাকে বাধা দিল না।

পাঁচ

রাত্রি দ্বিপ্রহর। শিবিরে মাড়োয়ারপতি যশোবন্ত সিংহ মহারাষ্ট্রদূতের জন্য একাকী অপেক্ষা করিতেছেন। তিনি গভীর চিন্তায় মগ্ন। সম্মুখে একটি প্রদীপ জ্বলিতেছে। দৌবারিক আসিয়া সংবাদ দিল, মহারাষ্ট্র দূত মহাদেওজী ন্যায়শাস্ত্রী আসিয়াছেন। যশোবন্ত সিংহের আদেশে দৌবারিক তৎক্ষণাৎ দূতকে লইয়া আসিল।

রাজা ব্রাহ্মণকে সাদরে অভ্যর্থনা করিলেন। কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া যশোবন্তসিংহ বলিলেন "আপনার প্রভুর পত্র আমার হস্তগত হয়েছে। পত্রের বিষয় ছাড়া অন্য কোন কথা আছে।"

মহাদেওজী উত্তর করিলেন, "প্রভু কোন প্রস্তাব করতে আমায় পাঠান নি, পাঠিয়েছেন তাঁর খেদ আপনাকে জানাতে।"

যশোবন্ত—"কেবলমাত্র পুনা ও চাকন দুর্গ হারিয়েই খেদ?"

মহাদেও—"দুর্গনাশে ক্ষুন্ন তিনি নন, রাজন্। দুর্গ তাঁর আরো আছে।

যশোবন্ত—"মোগলের সাথে যুদ্ধে।কি তবে তিনি বিপন্ন?"

মহাদেও—"বিপদে পড়ে খেদ করা তাঁর অভ্যাস নয়।

যশোবন্ত—"তবে কিসের দুঃখ দূত?

মহাদেও—"মহারাজ, যিনি হিন্দু রাজতিলক, ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ যিনি, হিন্দু-ধর্মের প্রধান স্তম্ভ যিনি, তিনি আজ ম্লেচ্ছের দাস। প্রভুর এ বেদনা রাখবার স্থান নাই।"

যশোবন্ত সিংহের মুখ লজ্জায় আরক্ত হইয়া উঠিল। মহাদেওজী বলিয়া চলিলেন—"উদয়পুরের রাণার বংশ যাঁর শ্বশুরকুল, মাড়োয়ারের রাজচ্ছত্র যাঁর মাথার উপর, সিপ্রাতীরে র বিক্রম ঔরংজেবকে ভীত বিস্মিত করেছিল, দেশে দেশে, গ্রামে, নগরে, প্রতি মন্দিরে দেবতার দুয়ারে যাঁর জয়ের জন্য প্রতি, হিন্দু মিনতি জানায়, তিনি আজ মুসলমানের হ'য়ে হিন্দুর বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরেছেন। এ বেদনা শিবাজীর বুক ভেঙ্গে দিয়েছে মহারাজ! আমি সামান্য দূত, কি বলতে কি বলেছি, মার্জনা করবেন। কিন্তু কেন এ রণ-সজ্জা? এ বিজয় পতাকা জয় বিঘোষিত করছে কার? ভেবে দেখুন একবার।"

যশোবন্ত অধোবদন। মহাদেও আরও বলিতে লাগিলেন, "আপনি রাজপুত, মহারাষ্ট্রীয়েরা রাজপুত পুত্র। পিতা পুত্রে যুদ্ধ? স্বয়ং ভবানী এ যুদ্ধ নিষেধ করেছেন। আপনি আজ্ঞা করুন, আমরা শিরে বহন করব। রাজপুতের গৌরব ভারতের মাথার মণি। রাজপুতের মহান্ আদর্শ আজও ভারতকে মহাজীবনের ইঙ্গিত দেয়। ক্ষত্র-কুল তিলক! রাজপুত-শোনিতে আমাদের খড়্গ রঞ্জিত হবার পূর্বে যেন মহারাষ্ট্র নাম ধরণী হ'তে মুছে যায়!"

যশোবন্ত সিংহ দৃষ্টি উঠাইয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, "সমস্ত

সত্য। কিন্তু আমি দিল্লীশ্বরের অধীন। মহারাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অস্ত্র-ধারণ করব বলেই এসেছি। সে অঙ্গীকার ভঙ্গ করবনা, দূত।”

মহাদেওজী “কিন্তু ও অস্ত্রের আঘাতে যে শত শত হিন্দুর ছিন্ন মস্তক ধূলায় লোটাবে। ক্ষত্রিয়ের শোনিত-ধারায় ক্ষত্রিয়ের শোনিত মিশবে। সেই মিলিত শোনিতের জয়-টীকা মোগল সম্রাটের কপালেই শোভা পাবে।”

যশোবন্তের অন্তর নড়িল। কিন্তু বাহিরে কিছু প্রকাশ না করিয়া পরুষ কণ্ঠে বলিলেন, “কেবল সম্রাটের জয়ের জন্যই যুদ্ধ নয়। শিবজী বিদ্রোহী, চাতুরী তার স্বভাব, আজেকার অঙ্গীকারের মূল্য কাল সে রাখেনা। তার সাথে মিত্রতা সম্ভব নয়।”

এবার ব্রাহ্মণের দুই নয়নে বহ্নি শিখা জ্বলিয়া উঠিল। আত্মসংযম করিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, “ভিত্তিহীন অপবাদ আপনার মুখে শোভা পায়না মহারাজ! শিবজী হিন্দুর কাছে কৃত অঙ্গীকার করে লঙ্ঘন করেছে? শত শত গ্রাম, শত শত দেবালয় আছে, অনুসন্ধান করুন, হিন্দুর কাছে সত্যদান করে শিবাজী তা ভেঙ্গেছে কিনা। হিন্দুর রক্ষায়, হিন্দুর সেবায় শিবজী পরাঙ্মুখ নয়। তবে মোগলের সঙ্গে যুদ্ধ! আমাদের অমূল্য রত্ন—দেশের স্বাধীনতা আজ দেড়শ বৎসর হ’ল তারা হরণ করেছে। আমাদের বল, মান, দেশ, গৌরব, ধর্ম আজ তাদের অত্যাচারে জর্জরিত। তাদের সাথে সখ্য? আমাদের সেই হারানো মণি ফিরে পাবার যে

উপায়, সে উপায় কেবলই চাতুরী মহারাজ? মুসলমানের চোখে আমাদের সাধনার সেই সিদ্ধিপথ চাতুরী হয় হোক্, কিন্তু মহারাজ আপনি একবার ভাল করে দৃষ্টি মেলে চেয়ে দেখুন।"

মহাদেওজীর জ্বলন্ত নয়ন ব্যথায় ম্লান হইয়া আসিল।

যশোবন্তের অন্তরে বড় বাজিল। তিনি বলিলেন, "দূত-প্রবর, আপনাকে বেদনা দিয়ে থাকলে মার্জনা করুন। আমি শুধু এই বলতে চেয়েছিলাম যে স্বাধীনতার সংগ্রামে রাজপুত গণ সম্মুখ-রণ ছাড়া অন্য উপায় জানেনা; মহারাষ্ট্রের পক্ষে কি তা সম্ভব নয়?"

মহাদেওজী—"মহারাজ, রাজপুতনার বহু যুগের স্বাধীনতা আছে, বিপুল অর্থ আছে, বহু শতাব্দীর রণ শিক্ষা আছে। দুর্গম পর্বত, দুস্তর মরু, রাজস্থান আগ্‌লে আছে। মহারাষ্ট্রের কি আছে? মহারাষ্ট্র দীন, চিরপরাধীন। এই প্রথম তাদের রণশিক্ষা। দিল্লীশ্বরের বিপুল বাহিনী, অপূর্ব রণসম্ভার, কামান-বন্দুকের সাথে সম্মুখ রণে মহারাষ্ট্র সেনা এক ফুৎকারে উড়ে যাবে। আজ পর্বত যুদ্ধ ভিন্ন তাদের উপায় কি বলুন? কিন্তু মহারাষ্ট্র জাতি বেঁচে থাকলে, রাজ-পুতের মহা আদর্শ অনুসরণ করবার মত দিন তাদের আসবে।"

যশোবন্ত সিংহ করতলে মস্তক রাখিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন। মহাদেব দেখিলেন তাঁর বাক্য বৃথা হয় নাই। তিনি আবার বলিলেন "হিন্দু শ্রেষ্ঠ! হিন্দুর পুনঃ প্রতিষ্ঠা

ছাড়া শিবাজীর আর কোন আকাঙ্খা নাই। এ কাজে আপনার সহায়তা পাওয়ার সৌভাগ্য যদি তাঁর নাই ঘটে, তবে সে কাজ আপনি স্বহস্তে গ্রহণ করুন। আপনি এদেশের রাজত্ব গ্রহণ করুন আপনার অধীনে সেনাপতি হয়ে থাকাকে তিনি গৌরবের মনে করবেন।"

উচ্চাভিলাষী যশোবন্ত দেখিলেন প্রস্তাব মন্দ নয়। কিন্তু চিন্তা করিয়া দেখিলেন মাড়ওয়ার মহারাষ্ট্রে ব্যবধান অনেক, এক রাজার শাসনে দুই রাজ্য থাকা সম্ভব নয়। ঔরংজেবের সাথে যুদ্ধ করিয়া এদেশ রাখিতে পারে এমন আত্মীয় বা সেনাপতিও তাঁহার নাই। তবে?

মহাদেওজী—"তবে, যিনি এ মহৎ কার্য সাধনের ব্রত গ্রহণ করেছেন, তাঁর সহায় হ'ন। আপনার আশীর্বাদে শিবাজীর সাধনা সিদ্ধ হবে।"

যশোবন্ত—"কিন্তু দিল্লীশ্বর বিশ্বাস করে আমাকে এ যুদ্ধে পাঠিয়েছেন সে ভাঙ্গা কি উচিত হবে?"

মহাদেওজী—"দিল্লীশ্বর যেদিন কাফের বলে হিন্দুর মাথায় জিজিয়া করের গুরুভার চাপিয়েছেন, সেদিন কি তা উচিত হয়েছিল, দেশে দেশে হিন্দু মন্দির ভাঙ্গা সে কি উচিত মহারাজ? কাশীর পবিত্র মন্দির চূর্ণ করে সেই পাথর দিয়ে গড়লেন মস্‌জীদ্। এই কি উচিত?

যশোবন্ত সিংহ ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন। কম্পিত স্বরে বলিলেন, "আর বলবেননা, যথেষ্ঠ হয়েছে। আজ হ'তে শিবাজী

আমার মিত্র, শিবাজীর পণ আর আমার পণ আজ হ'তে এক। আজ কোথায় সেই মহাপ্রাণ! কাছে থাকলে, তাঁকে আলিঙ্গন করে বুকের জ্বালা দূর করতাম।"

দূতের ছদ্মবেশ খসিয়া পড়িল। যশোবন্ত সিংহ দেখিলেন—সামনে স্বয়ং মহারাষ্ট্র বীর শিবাজী। নতমস্তকে শিবাজী বলিলেন "ছদ্মবেশের অপরাধ মার্জনা করুন। শিবাজী আপনার পদতলে।"

রাজা বিস্ময়ে আনন্দে অভিভূত হইয়া সজল নয়নে পরম শত্রুকে মিত্রতার আলিঙ্গনে বাঁধিলেন।

সমস্ত রাত্রি যুদ্ধের বিষয় আলোচনা করিয়া শিবাজী বিদায় লইলেন। বিদায়ের সময় বলিলেন, "মহারাজা, কাল কোন ছলে পুনার বাইরে থাকলে ভাল হয়। একটি বিবাহোৎসব আছে, মহারাজ থাকলে তার বাধা ঘটবে।

যশোবন্ত—"বিবাহের মন্ত্র ন্যায়শাস্ত্রী মহাশয়ের স্মরণ আছে তো?"

শিবাজী—"আছে বৈকি! আমার শাস্ত্রবিদ্যা দেখে আজ মোগল সেনাপতি মুগ্ধ হয়েছেন, আবার কাল আর এক রকম বিদ্যা দেখবেন।

ছয়

ঊষা পূব আকাশের গায়ে ফাগের আলপনা আঁকিয়াছে। এমন সময় শিবজী সিংহগড়ে ফিরিয়া আসিলেন। উষ্ণীষও তুলার কুচি ছুঁড়িয়া ফেলিলেন; বর্ম, খড়্গ লাল আলোয় ঝল্‌মল করিয়া উঠিল।

পেশোয়া মুরেশ্বর ত্রিমুল শিবজীর পিতার সময় হইতে কাজ করিয়া আসিতেছেন। শিবজী একদিকে তাঁর প্রভু, আর একদিকে পুত্ররূপে তাঁর স্নেহসিক্ত বুকখানা ভরিয়া রাখিয়াছেন। সমস্ত রাত্রি শিবজীর জন্য বৃদ্ধের বড়ই উদ্বেগে কাটিয়াছে, এখনও তাহারই পথ চাহিয়া বসিয়াছিলেন শিবজীকে দেখিতে পাইয়া আনন্দে ছুটিয়া আসিলেন। শিবজী রাত্রির ঘটনা সমস্ত বর্ণনা করিলেন। শুনিয়া মুরেশ্বর বলিলেন, "ভবানীর জয় হোক্। এক রাতে আপনি যে কাজ করে এলেন, তা সহস্রের অসাধ্য। কিন্তু, প্রভু অমন অসমসাহসের কাজে আর প্রবৃত্ত হবেন না। আপনার অমঙ্গলে মহারাষ্ট্রের অমঙ্গল।

শিবজী—"পেশোয়াজী! বিপদে ভয় করলে আজও জায়গীরদারই থাক্‌তে হ'ত আমায়। বিপদের সাথে মিতালী পাতিয়েছি, সেই বাল্যকাল হ'তে। চিরজীবন বিপদ আমায় ঘিরে থাকুক ক্ষতি নাই, কিন্তু ভবানী করুন, মহারাষ্ট্র যেন স্বাধীন হয়।"

তারপর শিবাজী গেলেন যেখানে দুঃখিনী মা জীজী নির্জনে বসিয়া পুত্রের জন্য দেবতার পায়ে মিনতি জানাইতেছেন। জীজী শিবাজীকে বুকে জড়াইয়া ধরিলেন। তাঁর দুই চোখে সাত সাগরের জল উথলাইয়া উঠিল। কণ্ঠে স্নেহ ভরিয়া বলিলেন, "বৎস দীর্ঘজীবী হও। ঈশানী তোমাকে রক্ষা করুন।" শিবাজীর দুই চোখ ছল ছল করিয়া উঠিল; কম্পিত স্বরে বলিলেন, "মা, অন্য ঈশানী জানিনে, তুমিই আমার ঈশানী। আজীবন তোমার পায়েই ভক্তির ডালি নিবেদন করে এসেছি। তোমার আশীর্বাদ বর্ম হয়ে সকল বিপদে আমায় ঘিরে থাকবে।"

জীজীবাই রুদ্ধ কণ্ঠে বলেন, "তাই হোক বাছা। হিন্দু-ধর্মকে বাঁচাও, মা ঈশানী তোমার সহায় হবেন। এমন দিন আসবে যেদিন মহারাষ্ট্র তোমায় রাজার আসন দেবে।"

শিবাজী ফিরিয়া গেলেন যেখানে সজ্জিত সেনা তাঁহার অপেক্ষায় উন্মুখ হইয়া আছে। নিঃশব্দে তিনি অশ্বারোহণ করিলেন, তাঁহার ইঙ্গিতে নিঃশব্দে সেনা দুর্গ হইতে বাহির হইল। এমন সময় এক তরুণ যোদ্ধা ছুটিয়া আসিয়া শিবাজীর সম্মুখে মাথা নীচু করিয়া দাঁড়াইল। শিবাজী দেখিলেন—রঘুনাথজী হাবিলদার। জিজ্ঞাসা করিলেন, "রঘুনাথ কি তোমার প্রার্থনা?"

রঘুনাথ উত্তর করিল "প্রভু, যে দিন তোরণ দুর্গ হ'তে পত্র এনেছিলাম, সেদিন পুরস্কার অঙ্গীকার করেছিলেন।"

শিবাজী—"আজ যখম মরণের মুখে পা বাড়িয়েছি তখন এসেছ পুরস্কারের যাচ্ঞা নিয়ে।"

রঘু—"এই সঙ্কটের দিনে আপনার অনুসরণ করবার অনুমতি আমায় দিন। সেই হবে আমার সবার বাড়া পুরস্কার।"

শিবাজী—"বালক, কেন ধ্রুব মরণের মুখে তোমার তরুণ প্রাণ-টুকু এগিয়ে দিচ্ছ?"

রঘু—"আপনার সাথে থাকলে প্রাণের ভয় করি না। আর মরণ যদি আসেই, আমার জন্য এক বিন্দু অশ্রু ফেলবার কেউ নেই।"

রঘুনাথের কৃষ্ণ কেশগুচ্ছ তাহার চোখদুটির উপর পড়িয়াছে। সরল উদার কচি মুখখানায় যোদ্ধার স্থির প্রতিজ্ঞা। শিবাজী সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে সঙ্গে যাইতে অনুমতি দিলেন। রঘুনাথ ছায়ার মত সঙ্গে সঙ্গে চলিল।

সিংহগড় হইতে পুনার সমস্ত পথে পথে সন্ধ্যার অন্ধকারে নিঃশব্দে শিবাজী সৈন্য সন্নিবেশ করিতে করিতে চলিলেন। কেহ দেখিতে পাইল না। ক্রমে রাত্রি হইল, পৃথিবী কালোর পারাবারে ডুবিয়া গেল। শিবাজী, তন্নজী ও যশজী ২৫ জন মাত্র সৈন্য লইয়া পুনার নিকটে একটি প্রকাণ্ড আম্রকাননে লুকাইয়া রহিলেন।

ধীরে ধীরে পুনার কোলাহল থামিয়া গেল, দীপ নিভিল। নিস্তব্ধ নগরীতে কেবল শৃগালের চীৎকার ও প্রহরীদের পাহারার শব্দ জাগিয়া রহিল। হঠাৎ ঢং ঢং-করিয়া শব্দ হইল। শিবাজী চমকাইয়া তাকাইয়া দেখিলেন দীপ ও বাদ্যভাণ্ড লইয়া একটি শোভাযাত্রা আসি-তেছে। বুঝিলেন এই সেই বিবাহের বরযাত্রা।

তাহার নিকটে আসিল। নানা রকম বাজনার উচ্চ রোলে চারদিক মথিত। পথ জনাকীর্ণ। শিবজী নিঃশব্দে তন্নজী ও যশজীকে আলিঙ্গন করিলেন। হয়ত এই শেষ বিদায়, তাহাদের চোখের নীরব ভাষায় এই কথাই ফুটিয়া উঠিল। তারপর সকলের অলক্ষ্যে সদলে মহারাষ্ট্র-বীর ভিড়ের মধ্যে মিশিয়া গেলেন।

বরযাত্রা সায়েস্তা খাঁর বাড়ীর নিকট দিয়া চলিল। বাড়ীর মেয়েরা আসিয়া জানালায় দাঁড়াইল। শোভাযাত্রা চলিয়া গেল তাহারা শুইতে গেল। যাত্রীদের মধ্যে প্রায় ত্রিশজন খাঁ সাহেবের বাড়ীর প্রাচীরের পাশে গা ঢাকা দিয়া রহিল, তাহা কেহ দেখিতে পাইল না।

সায়েস্তা খাঁর রন্ধন-শালার উপর একটি জানালা ছিল। গভীর রাত্রিতে সেখানে অল্প অল্প শব্দ হইতে লাগিল। সে শব্দ কাহারও কাণে গেল না। ইটের পর ইট পড়িতে লাগিল। ঝর্ ঝর্ করিয়া বালু পড়িতে লাগিল। এইবারে শব্দ কয়েকজন মহিলার কাণে গেল। তাঁহারা উঠিয়া আসিয়া দেখিলেন—ছিদ্রের ভিতর দিয়া একজন একজন করিয়া অসংখ্য যোদ্ধা প্রবেশ করিতেছে। চীৎকার করিয়া তাঁহারা সায়েস্তা খাঁকে সংবাদ দিতে ছুটিলেন।

সায়েস্তা খাঁ তখন স্বপ্ন দেখিতেছিলেন শিবজী সন্ধী প্রার্থনা করিতেছেন। জাগিয়া উঠিয়া শুনিলেন তিনি তাঁর প্রাসাদ আক্রমণ করিয়াছে, সন্ধি প্রার্থনার পালা বোধহয় এবার সায়েস্তা খাঁর।

খাঁ সাহেব দেখিলেন মহারাষ্ট্র সৈন্যরা একেবারে ভিতরে আসিয়া পড়িয়াছে, অতএব যুদ্ধ করিবা লাভ নাই, তাহা অপেক্ষা পলায়ন

করিয়া দামী প্রাণটা বাঁচানোই ভাল। তিনি পালানোই স্থির করিলেন। এক দরজায় আসিলেন—সেখানে বর্মধারী মহারাষ্ট্র যোদ্ধা সাক্ষাৎ যমদূতের মত দাঁড়াইয়া; অন্য দরজায় গেলেন, সেখানেও তাই ভয়ে সমস্ত দরজা বন্ধ করিলেন। জানালা দিয়া লাফাইয়া পড়িতে গেলেন, এমন সময় শুনিতে পাইলেন পাশের ঘরে —'হর হর মহাদেও'। মোগল প্রহরীগণ কেহ পালাইল, কেহ হত হইল, কেহ ভীষণ আহত হইয়া মাটিতে পড়িয়া ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিল। শিবজী বর্শার আঘাতে দরজা ভাঙ্গিয়া সায়েস্তাখাঁর শয়নগৃহে আসিয়া পড়িলেন।

সেনাপতির বিপদ দেখিয়া কয়েকজন মোগল রক্ষী সেই দিকে ছুটিয়া আসিল। শিবজী দেখিলেন সম্মুখে মৃত চাঁদখাঁর পুত্র শমসের খাঁ। পিতা যাঁর দ্বারা অপমানিত হইয়া প্রাণ দিল, তাহারই জন্য বুক পাতিয়া দিয়াছে পুত্র। শিবজী স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন তাহার পর খড়্গ কোষবদ্ধ করিয়া বলিলেন—"যুবক, তোমার পিতার রক্তে এখনও আমার হাত রাঙ্গা। তোমার উপর অস্ত্রধারণ করব না আমি।"

শমসের খাঁ কোন কথা বলিল না, কেবল তাহার দুই চোখে ধক্‌ করিয়া আগুন জ্বলিয়া উঠিল। শিবজী সাবধান হইবার পূর্বেই শমসেরের খড়্গ তাঁর মাথার উপর আসিয়া পড়িল। শিবজী প্রাণের আশা ছাড়িয়া ভবানীর নাম স্মরণ করিলেন। হঠাৎ দেখিলেন একটি বর্শা কোথা হইতে আসিয়া শমসেরে বুকের লাগিল তাহার দেহ মাটিতে লুটাইয়া পড়িল। শিবজী পিছন ফিরিয়া

দেখিলেন রঘুনাথজী হাবিলদার, বলিলেন—"রঘুনাথ, আমার প্রাণ দিলে তুমি। এ আমার স্মরণ থাকবে।"

শিবাজী অগ্রসর হইয়া চলিলেন। সায়েস্তা খাঁ কোনো মতে দড়ির মই বাহিয়া জানালা দিয়া পলায়ন করিলেন। কয়েক জন মহারাষ্ট্রীয় সেনা সেই দিকে ছুটিল। তাহাদের একজনের খড়্গের আঘাতে সায়েস্তাখাঁর হাতের একটি আঙ্গুল ছিন্ন হইল। প্রাসাদের মধ্যে ঘোর যুদ্ধ বাধিল। সায়েস্তাখাঁর পুত্র আব্দুল ফতেখাঁ ও সমস্ত প্রহরী প্রাণ দিল। রক্তের স্রোত বহিল; কয়েক মুহূর্ত আগে যে প্রাসাদ রূপে, সজ্জায় স্বপ্নের মায়াপুরীর মত ছিল—সেখানে জাগিয়া উঠিল শ্মশানের বীভৎসতা। কোথাও মৃতদেহ, কোথাও ছিন্নমুণ্ড, কোথাও ছিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ। মশালের অস্পষ্ট আলোকে এ দৃশ্য আরো ভীষণ হইয়া উঠিল।

দুর্গ জয় হইল। আবার রাত্রির অন্ধকারে ফিরিয়া যাওয়া। পুনার বাহিরে আসিয়া শিবাজী মশাল জ্বালাইবার আদেশ দিলেন। সায়েস্তাখাঁ পুনা হইতে দেখিলেন শিবাজী সসৈন্যে সিংহগড়ে উঠিলেন। পরদিন মোগল সৈন্য সিংহগড় আক্রমণ করিল, কিন্তু গড়ের কামানের সম্মুখে তাঁহারা দাঁড়াইতে পারিল না।

আট

শিবাজীর হাতে মোগল সৈন্যের দুর্দশার কথা সম্রাট আওরঙ্গজেব শুনিলেন। তিনি সায়েস্তাখাঁ ও রাজা যশোবন্ত সিংহকে দিল্লীতে ডাকিয়া পাঠাইলেন এবং শাহজাদা মোয়াজেমকে দাক্ষিণাত্যে পাঠাইলেন। কিন্তু ইনিও বিশেষ কিছু করিয়া উঠিতে পারিলেন না।

এদিকে শাহজী এপারের হিসাব চুকাইয়া চলিয়া গেলেন। শিবাজী রায়গড়ে গিয়া রাজা উপাধি গ্রহণ করিলেন। সম্রাটের অসহ্য হইয়া উঠিল এ স্পর্ধা। অথচ কেহই এই ক্ষুদ্র পার্বত্য মুষিককে আঁটিয়া উঠিতে পারিতেছে না। প্রায় একটা বৎসর বিনা যুদ্ধে কাটিয়া গেল। এবারে সম্রাট শাহজাদাকে অন্যত্র পাঠাইয়া অম্বররাজ ও জয়সিংহ সেনাপতি দিলওয়ার খাঁকে দক্ষিণে পাঠাইলেন। জয়সিংহ পুনা আসিয়াই দিলওয়ার খাঁকে পুরন্দর দুর্গ আক্রমণ করিতে আদেশ দিলেন এবং নিজে বিরাট বাহিনী লইয়া রায়গড়ের দিকে চলিলেন।

শিবজী হিন্দুর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিবেন না, ভবানীর আদেশ। বিশেষ করিয়া রাজা জয়সিংহের নাম ও প্রতাপের কথা তাঁহার জানা ছিল। তিনি দেখিলেন বিপদ ঘনাইয়া আসিয়াছে। বার বার তিনি জয়সিংহের কাছে সন্ধির প্রস্তাব পাঠাইতে লাগিলেন। কিন্তু তীক্ষ্ণবুদ্ধি জয়সিংহ এ সব বিশ্বাস করিলেন না। অবশেষে শিবজীর

বিশ্বস্ত মন্ত্রী রঘুনাথপন্থ ন্যায়শাস্ত্রী দূতবেশে জয়সিংহের কাছে আসিয়া তাঁহাকে বুঝাইলেন, শিবাজীর এ সন্ধি প্রস্তাবে কোন ছলনা নাই। ব্রাহ্মণের সত্য কথা অবিশ্বাস করিতে পারিলেন না। তিনি আশ্বাস দিলেন সম্রাট শিবাজীকে ক্ষমা করিবেন, কেবল তাই নয়, তাঁহার যোগ্য মর্য্যাদা দিতেও সম্রাট কুণ্ঠিত হইবেন না। দূতকে বলিলেন "আপনার প্রভুকে বলবেন, আমি রাজপুত, রাজপুতের বাক্য লজ্ঘন হয় না। মহারাষ্ট্রবীরের মিত্রতা সম্রাটের গৌরবের বস্তু হবে।"

এর কয়েকদিন পরে রাজা জয়সিংহ শিবিরে সভাসদ্‌গণ পরিবেষ্টিত হইয়া বসিয়া আছেন। প্রহরী আসিয়া সংবাদ দিল রাজা শিবাজী শিবিরদ্বারে উপস্থিত; তিনি মহারাজের দর্শনপ্রার্থী। রাজা জয়সিংহ নিজে গিয়া অতিথিকে অভ্যর্থনা করিয়া লইয়া আসিলেন এবং আলিঙ্গন করিয়া তাঁহাকে রাজগদীতে নিজেন পাশে বসাইয়া "রাজন্! আপনার আগমনে আমার শিবির ধন্য হ'ল। এ শিবির আপনারই গৃহ মনে কববেন।"

শিবাজী—"মহারাজ শিবাজী আপনার দাস।"

অনেকক্ষণ আলাপ হইল। রাজা শিবাজীকেও জানাইলেন, রাজপুতের বাক্য লজ্ঘন হয় না—সম্রাট তাহাকে ক্ষমা করিবেন এবং যোগ্য সম্মানে ভূষিত করিবেন।

সভা ভঙ্গ হইল। একে একে সভাসদ্‌বর্গ চলিয়া গেলেন শিবিরে কেবল জয়সিংহ ও শিবাজী। শিবাজী করতলে মুখ রাখিয়া গভীর চিন্তায় মগ্ন। এতক্ষণ মুখে কপট আনন্দের যে আবরণ ছিল তাহা

কোথায় মিলাইয়া গেছে। জয়সিংহ দেখিলেন মহারাষ্ট্রবীরের দুই চক্ষে গভীর বেদনার ছায়া ঘনাইয়া উঠিয়াছে।

তিনি বলিলেন, "রাজন্, আত্মসমর্পণ কি আপনাকে বেদনা দিল? তাই যদি হয়, আমার অশ্বশালা হ'তে অশ্ব বেছে নিয়ে আজ রাতেই ফিরে যান। আপনি নিরাপদে এসেছেন, ফিরে যাবার পথও আসনার তেমনই নিরাপদ থাকবে। আমার আদেশে কোন রাজপুত আপনার কেশও স্পর্শ করবে না। পরে যুদ্ধে জয়লাভ করি ভাল, না৫ যদি করি ক্ষত্রিয়ের ধর্ম বিস্মৃত হব না।"

শিবাজী—"আপনার মত মহাপ্রাণের কাছে পরাজয় স্বীকার করে আত্মসমর্পণ—সে তো দুঃখের নয়। তবে আমার বুকের ঘা কোথায় শুনবেন মহারাজ! বাল্য হ'তেই হিন্দুধর্ম্মের জন্য, হিন্দুর গৌরব প্রতিষ্ঠার জন্য প্রাণপণ করেছিলাম। আজ সে সবের সমাধি ঘটল। আমার এ বেদনার পার নেই। কিন্তু সে বিষয়েও আজ বুক বেঁধেই আপনার কাছে এসেছিলাম।

জয়সিংহ—"তবে আপনার বেদনার কারণ কি রাজা?"

শিবাজী—"বাল্য হ'তে রাজপুতের গৌরব গাঁথা গাইতে ভালবেসেছি। আজ দেখলাম সে গাঁথা মিথ্যে নয়। জগতে কোথাও যদি সত্য ধর্ম থাকে তবে সে রাজপুত জাতির মধ্যে মূর্তি নিয়েছে। কিন্তু আমার আবাল্যের সেই ধ্যানের দেবতা রাজপুত আজ যবনের দাসত্ব শৃঙ্খল পায়ে জড়িয়ে থাকবে? রাজপুত-শিরোমণি মহারাজ জয়সিংহ আজ যবন সেনাপতি—এ বেদনা রাখবার আমার ঠাঁই নেই।

জয়সিংহ—"ক্ষত্রিয়রাজ! জানি এ বেদনার কারণ সত্য। কিন্তু রাজপুত জাতি তো সহজে দাসত্বের শৃঙ্খল পায়ে পরেনি যতদিন সাধ্য দিল্লীর সাথে যুঝেছে। তারপর বিধির নির্বন্ধে আজ সে স্বাধীনতা হারিয়েছে। বীর প্রতাপের অসাধ্য সাধনের ইতিহাস মেবারের প্রতি ধূলিকণায় লেখা, কিন্তু দুর্দৈবে তাঁর বংশধরও আজ মোগলের করদ সামন্ত মাত্র।"

শিবাজী—"জানি। তাই কৌতূহল চিরজীবনের সেই শত্রুর কার্যে মহারাজ এত যত্নশীল কেন?"

জয়সিংহ—"দিল্লীশ্বরের সেনাপতিত্ব যেদিন গ্রহণ করেছি, সেদিনই তাঁর কার্য সাধনের জন্য সত্যদান করেছি। সে সত্য পালন করব।"

শিবাজী—"সব সত্য কি সব সময় পালন করতেই হবে? দেশের শত্রু, ধর্মের শত্রু যাঁরা তাঁদের সাথে সত্যের সম্বন্ধ কোথায়, মহারাজ?"

জয়সিংহ—"রাজপুতের শাস্ত্র অন্যরকম। পাঠ করুন তাদের ইতিহাস। তারা বহু শত বৎসর ধরে মুসলমানের সাথে যুদ্ধ করেছে কিন্তু সত্য ভঙ্গ করেনি কখনও। জয়ে, পরাজয়ে, সম্পদে, বিপদে সর্বদা সত্যপালন করেছে। আমাদের চিরগৌরবের স্বাধীনতা হারিয়েছি সত্য, কিন্তু সত্য পালনের গৌরব কেউ কেড়ে নিতে পারেনি।"

শিবাজী—"মহারাজ যশোবন্ত সিংহ হিন্দুধর্মের একজন প্রধান প্রহরী। তিনি মুসলমানের জন্য হিন্দুর বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করতে অসম্মত হয়েছিলেন।"

জয়সিংহ—"যশোবন্ত বীরশ্রেষ্ঠ, হিন্দুশ্রেষ্ঠ সন্দেহ নাই। তাঁর মারওয়ার সেনার মত কঠোর জাতি ও সাহসী সেনা জগতে নাই।

যশোবন্ত যদি সেই সেনা নিয়ে হিন্দু স্বাধীনতা রক্ষার ব্রত গ্রহণ করতেন, আমি তাঁর প্রশংসা করতাম। যদি জয়ী হয়ে দিল্লীর আকাশে হিন্দুপতাকা উড্ডীন করতেন আমি তাঁকে সম্রাট বলে সম্মান করতাম। যদি পরাস্ত হয়ে স্বদেশ ও স্বধর্মের বেদীতে প্রাণবলী দিতেন তাঁকে দেবতা বলে পূজা করতাম। কিন্তু যেদিন তিনি দিল্লীর সেনাপতিত্ব গ্রহণ করেছেন, সেদিন থেকে তিনি সম্রাটের কার্য-সাধনে সত্যবদ্ধ। সে সত্যের অবমাননায় ক্ষত্রিয় ধর্মের মর্যাদা রক্ষা হয়নি সিপ্রাতীরে ঔরঙ্গজেবের কাছে পরাজয় তাঁকে তাঁর প্রতি বিদ্বেষী করে তুলেছে, তাই যশোবন্তের দ্বারা এ কাজ সম্ভব হয়েছে।"

চতুর শিবাজী দেখিলেন জয়সিংহ যশোবন্ত সিংহ নহেন। কয়েক মুহূর্ত পরে আবার বলিলেন—"মহারাজ, হিন্দুকে ভাই বলে ডেকে তার বিপদের দিনে তার দিকে হাত বাড়িয়ে দেওয়া তাহলে অপরাধের "

জয়সিংহ—"আমি তাতো বলি নাই। যশোবন্ত সিংহ কেন ঔরঙ্গজেবের কার্য ত্যাগ করে জগতের সাক্ষাতে, ভগবানের সাক্ষাতে আপনার সঙ্গে যোগ দিলেন না; সম্রাটের কাজে থেকে তাঁর বিরূদ্ধচরণ করে তিনি বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন। বিশ্বাসঘাতকতা ক্ষত্রিয়োচিত নয়।"

শিবাজী—"তিনি প্রকাশ্যে যোগ দিলে সম্রাট অন্য সেনাপতি পাঠাতেন, সম্ভবতঃ আমরা দুজনেই পরাস্ত হতাম।"

জয়সিংহ—"যুদ্ধে মরণ ক্ষত্রিয়ের সৌভাগ্য।"

শিবাজীর মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল। তিনি বলিলেন—"মহা-

রাষ্ট্রীয়েরাও মৃত্যুকে ভয় করেনা, রাজন্। এ ক্ষুদ্র প্রাণের বিনিময়ে হিন্দুর গৌরব যদি আবার ফিরে আসে, তবে এই মুহূর্তে হাসতে হাসতে ভবানীর পায়ে এ প্রাণ বলি দিতে পারি। নয়ত মহারাজ আপনিই বর্শা ধারণ করুণ, হাসতে হাসতে বুক পেতে দেবো। কিন্তু অবাল্য হিন্দুগৌরব প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন বুকে বাসা বেঁধে আছে। আমার সে স্বপ্নের সাধনায় শত যুদ্ধে যুঝেছি শত শত্রুকে পরাজিত করেছি, এই বিশ বৎসর পর্বতে, অরণ্যে, উপত্যকায়, শিবিরে, শত্রুব্যূহে, শয়নে, জাগরণে একই ধ্যান করেছি। আজ আমার সেই সাধনার ধন অন্তর থেকে উপড়ে ফেলতে বড় বাজে।"

শিবজীর চক্ষুতে আবার রাজ্যের বেদনা ঘনাইয়া উঠিল। জয়সিংহ দেখিলেন। কিন্তু স্থির ভাবে উত্তর দিলেন—"সত্য পালনে যদি সনাতন ধর্মের রক্ষা না হয় তবে সত্য লংঘনে কি তা হবে? বীরের রক্তে যদি স্বাধীনতার বীজ অঙ্কুরিত না হয় তবে বীরের চাতুরীতে হবে না।"

শিবাজী পরাজয় মানিলেন। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, "বাল্যে যখন কঙ্কন প্রদেশের পাহাড়ে পাহাড়ে ফিরেছি, মনে হ'ত সাক্ষাৎ ভবানী আমাকে স্বাধীনতার জন্য, ধর্মের জন্য অস্ত্রগ্রহণ করতে আদেশ করছেন। সেই স্বপ্নের মায়ায় ভুলে সদর্পে খড়্গ ধরলাম। মহারাষ্ট্রবীরদের সঙ্ঘবদ্ধ করে দুর্গ জয় করতে লাগলাম। যৌবনেও সেই স্বপ্নই দেখছি—হিন্দু-স্বাধীনতা সংস্থাপনের স্বপ্ন। সেই স্বপ্ন আমার বাহুতে দিয়েছে বল, প্রাণে দিয়েছে তেজ। ক্ষত্রিয়রাজ! আপনি আমার পিতৃতুল্য! উপদেশ দিন পুত্রকে, বলুন আমি কি কেবল মিথ্যার জাল বুনেছি!"

রাজা জয়সিংহের মুখ দিয়া কথা সরিল না। কিছুক্ষণ পরে ধীর গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "না শিবাজী, যে ব্রত আপনি গ্রহণ করেছেন, এর চাইতে মহত্তর ব্রত অমি জানিনা। পুত্র রামসিংহের সামনে আপনারই আদর্শ তুলে ধরেছি আমি। আপনার স্বপ্নও মিথ্যা নয়। যত দেখি, যত ভাবি, মনে হয়, মোগল সাম্রাজ্যের সবসানের দিন বুঝি ঘনিয়ে এ'ল। মোগল রাজ্য কলঙ্কে পূর্ণ হয়েছে; বিলাস-প্রিয়তা এদের ভিত্তি শিথিল করে দিয়েছে। আজ হোক কাল হোক এ বিশাল রাজ্য ধূলোর সাথে মিশে যাবে-একদিন। তারপর আবার হিন্দুপ্রাধান্য। মহারাষ্ট্রীয় জীবন অঙ্কুরিত হচ্ছে। সে জীবনের তেজে সারা ভারত প্লাবিত হবে।"

উৎসাহে আনন্দে শিবাজীর দেহে রোমাঞ্চ জাগিল। তিনি আবার জিজ্ঞাসা করিলেন—"মহারাজ, তবে এ ঘুনে-ধরা মোগল-সাম্রাজ্যের স্তম্ভস্বরূপ কেন হয়ে রয়েছেন আজও!"

জয়সিংহ—"সত্যপালন করতেই হবে।"

শিবাজী—"কপটাচারী ঔরঙ্গজেবের কাছেও সত্যপালন! কিন্তু আমি তো ঔরঙ্গজেবের কাছে কোন সত্য করিনি। যদি বুদ্ধিবলে তাকে পরাস্ত করে দেশের গৌরব ফিরিয়ে আনতে পারি তবে কি তা অন্যায়?"

জয়সিংহ—"যোদ্ধার কাছে চাতুরী সর্বকালে নিন্দনীয়। বিশেষ করে চাতুরী দ্বারা মহৎ উদ্দেশ্য সাধন হয়না। মহারাষ্ট্রীয়দের প্রতিষ্ঠা অনিবার্য; হয়ত তাদের বীর্যে ভারত তাদের পদানত হবে একদিন কিন্তু আজ আপনি তাদের যে শিক্ষা দেবেন সে শিক্ষা তারা কখনও

ভুলবে না। আজ নগর লুণ্ঠন করতে শিখালে কাল তারা ভারত লুণ্ঠন করবে। আজ চাতুরী দ্বারা জয়লাভ করতে শিখলে সম্মুখ যুদ্ধ তারা কখনই শিখবে না। অদূর ভবিষ্যতে যে জাতি ভারতের অধীশ্বর হবে, সে জাতির বাল্যগুরু আপনি। বৃদ্ধ রাজপুতের বাক্য গ্রহণ করুন, মহারাষ্ট্রকে সম্মুখ রণ শিক্ষা দিন। চতুরতা তারা ভুলে যাক। মহারাষ্ট্রের শিক্ষাগুরু! সাবধান! আপনার প্রত্যেক কাজের ফল দেশে দেশে যুগে যুগে ব্যপ্ত থাকবে।"

শিবাজী কিছুক্ষণ স্তম্ভিত হইয়া থাকিয়া উত্তর দিলেন—"পিতঃ, আপনার আদেশ শিরোধার্য। কিন্তু বলুন আজ তো ঔরঙ্গজেবের অধীনতা স্বীকার করলাম মহারাষ্ট্রকে শিক্ষা দেব কবে?"

জয়সিংহ—"জয় পরাজয়ের কথা বলতে কে পারে? চাকা ঘুরে যেতে পারে। আজ আপনি অধীন, কাল স্বাধীন হতে পারেন।"

শিবাজী—"জগদীশ্বর তাই করুন। কিন্তু আপনি সেনাপতি থাকতে স্বাধীনতার আশা বৃথা। হিন্দুর সাথে রণ স্বয়ং ভবানীর নিষেধ।"

জয়সিংহ হাসিয়া উত্তর করিলেন—"এ বৃদ্ধেরও সময় ফুরিয়ে এসেছে। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন মহারাষ্ট্রের গৌরব, হিন্দুর প্রাধান্য অনিবার্য। সে দিনের আর দেরী নেই।"

শিবাজী ছলছল চোখে জয়সিংহকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন—

"তাই যেন হয়। আপনার সাথে রণের অবসান হ'ল। কিন্তু যদি স্বাধীনতা অর্জন করতে পারি, আর একবার আপনার চরণতলে বসে উপদেশ গ্রহণ করব।"

নয়

যুদ্ধ থামিয়াছে। মোগলের সাথে মহারাষ্ট্রের সন্ধি হইয়াছে।

জয়সিংহ এখন দৃষ্টি ফিরাইলেন পাঠানরাজ্য বিজয়পুরের দিকে। শিবাজীও তাঁর সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিলেন সম্রাটের কাজে। তিনি এখন জয়সিংহের দক্ষিণ হাত। শিবাজী অল্পদিনের মধ্যেই বিজয়-পুরের অধীন বহু দুর্গ জয় করিলেন। আজ রুদ্রমণ্ডল দুর্গের পালা।

কোন্‌দিন শিবজী কোন্ দুর্গজয়ের অভিযানে বাহির হইবেন, এক মুহূর্ত পূর্বেও সে সংবাদ তাঁহার কোন অনুচর জানিতে পারিত না। আজও এক সহস্র মাউলী ও মহারাষ্ট্র সেনা সন্ধ্যার সময় কেবল প্রস্তুত থাকিবার আদেশ পাইল। ইহাতে তাহারা অভ্যস্ত, কাজেই কেহ বিস্মিত হইল না।

এক প্রহর রাত্তির অন্ধকারে শিবজী তাহাদের ডাকিয়া বলিলেন "বন্ধুগণ, অগ্রসর হও। আজ রুদ্রমণ্ডল দুর্গকে তোমাদের বিক্রমের পরিচয় দিতে হবে।"

নিঃশব্দে এক সহস্র সেনা তিমিরের বুক চিরিয়া পথ বাহিয়া চলিল, তিমিরের আবরণে তাহারা দুর্গতলে আসিয়া পৌঁছিল।

চারিদিক সমতল। মাঝখানে একটি উঁচু পাহাড়ের ওপরে রুদ্রমণ্ডল দুর্গ। পাহাড়ে উঠিবার একটি মাত্র পথ; যুদ্ধের সময় সেই পথও রুদ্ধ। অন্য সবদিক গভীর জঙ্গলে ও শিলারাশিতে দুর্গম। আদেশ হইল এই দুর্গমাতাকে জয় করিয়াই দুর্গে আরোহণ

করিতে হইবে। মাউলী ও মহারাষ্ট্রীয় সেনা পাহাড়ী বিড়ালের মত বৃক্ষের শাখা ধরিয়া ঝুলিয়া ঝুলিয়া, এক শিলা হইতে অন্য শিলায় লাফাইয়া পাহাড়ের গা বাহিয়া উঠিতে লাগিল।

অর্ধেক পথ উঠিলে শিবজী দেখিতে পাইলেন দুর্গ প্রাচীরের উপর মশাল জ্বলিয়া উঠিল। তবে কি শত্রুরা তাহার আগমনের সংবাদ জানিতে পারিয়াছে? নইলে হঠাৎ আলো জ্বলিল কেন? মশালের আলো নীচ পর্যন্ত আসিয়া পড়িয়াছে। শিবজী সৈন্যদের আরও সতর্কভাবে গাছ ও পাথরের আড়ালে গা ঢাকা দিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে আদেশ দিলেন। তাহারা নিঃশব্দে ঝোপঝাড়ের আড়াল দিয়া বুকে হাঁটিয়া চলিল। এতটুকু পত্র মর্মরের শব্দও হইল না।

অল্পক্ষণের মধ্যেই সৈন্যদল একটা পরিষ্কার জায়গায় আসিয়া উপস্থিত হইল। দুর্গপ্রাচীরের আলো এখানে স্পষ্ট আসিয়া পড়িয়াছে; এই স্থান দিয়া গেলে দুর্গ হইতে দেখা যাইবে। শিবজী গাছের আড়ালে দাঁড়াইয়া চারিদিক দেখিতে লাগিলেন। সামনে অনেকটা জায়গা শূন্য, তাহার পরে গাছের সারি। কিন্তু এতটা শূন্য স্থান কি করিয়া পার হওয়া যায়? পাশে তাকাইলেন—পথ নাই। এদিকে অনেকটা পথ উঠিয়া আসিয়াছেন, আবার নীচে নামিয়া অন্য পথ ধরিয়া ওপরে আসিতে হইলে দুর্গে পৌঁছিবার পূর্বেই ভোরের আলোয় রাত্রির আবরণ সরিয়া যাইবে।

শিবাজী অনেকক্ষণ ভাবিলেন। তাহার পর বাল্যবন্ধু তন্নজী মালশ্রীকে ডাকিয়া তাহার সহিত পরামর্শ করিলেন। তন্নজী

কোথায় চলিয়া গেলেন, শিবাজী অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। সৈন্যগণ প্রস্তর মূর্তির মত নিঃশব্দে ভবিষ্যতের দিকে তাকাইয়া রহিল উন্মুখ প্রতীক্ষায়। অল্প পরেই তন্নজী ফিরিয়া আসিয়া শিবাজীকে কিছু বলিলেন। শিবাজী মুহূর্ত মাত্র চিন্তা করিয়া বলিলেন, "তাই হোক, অন্য উপায় নেই।"

পাহাড়ের গায়ে একটি জায়গা বৃষ্টি ধারায় কাটিয়া গভীর প্রণালীর সৃষ্টি হইয়াছে। তাহার দুই দিকে উঁচু পাড়ের আড়াল। এই প্রণালীর ভিতর দিয়া বুকে হাঁটিয়া গেলে শত্রুর দৃষ্টি সেই আড়ালে বাধা পাইবে। সমস্ত সৈন্য ধীরে ধীরে সেই প্রণালীর মধ দিয়া চলিল। এমনি করিয়া সকলে ওপরের বৃক্ষশ্রেণীর অন্ধকারে আসিয়া পৌঁছিল।

হঠাৎ শিবাজীর পাশের একজন সেনা মাটিতে লুটাইয়া পড়িল তিনি তাকাইয়া দেখিলেন সেনার বুকে তীর বিদ্ধ। সঙ্গে সঙ্গে অসংখ্য তীর ছুটিয়া আসিতে লাগিল।

শত্রুগণ তাহা হইলে জাগিয়া আছে এবং সমস্ত জানিতে পারিয়াছে। শিবাজীর সেনাবাহিনী গাছের আড়ালে আসিয়া পড়িল তীর বর্ষণও থামিল।

শিবাজী তখন দুর্গ হইতে অল্প দূরে। দুর্গের দিকে তাকাইয় দেখিলেন সেখানে আরো অনেক আলো জ্বালিয়াছে, প্রাচীরের ওপরে প্রহরীদের নড়াচড়াও চোখে পড়িতেছে। বুঝিলেন দুর্গের সৈন্যগণ প্রস্তুত বিনা যুদ্ধে দুর্গ হস্তগত হইবে না। তন্নজী সবই দেখিলেন তারপর ধীরে ধীরে কহিলেন, "রাজা এখনও নেমে যাবার সম

আছে। দুর্গজয় আজ না হয় কাল হবেই। কিন্তু আজের চেষ্টা মিছেই মরণ ডেকে আনবে।"

শিবাজী গম্ভীরভাবে বলিলেন, "জয়সিংহের কাছে পণ করেছি। সে পণ রক্ষা করব। হয় আজ রুদ্রমণ্ডল জয় হবে, নয় এ যুদ্ধে প্রাণ দেওয়া ছাড়া শিবাজীর অন্য পথ নেই বন্ধু।"

সৈন্যবাহিনী আবার অগ্রসর হইতে লাগিল। শিবাজী শত্রুকে ভুলাইবার জন্য একশত সৈন্যকে দুর্গের অন্যদিকে যাইয়া গোলমাল করিতে বলিলেন। অল্পক্ষণের মধ্যেই সেই দিক :হইতে বন্দুকের শব্দ শোনা গেল। সেই দিক হইতে দুর্গ আক্রান্ত হইয়াছে ভাবিয়া প্রহরীগণ সেইদিকেই ছুটিয়া গিয়াছে। এদিকে প্রাচীরের ওপরকার মশাল নিবিয়া গেল। তখন শিবাজী সৈন্যদিগকে ডাকিয়া বিললেন, "বন্ধুগণ, শতযুদ্ধে তোমরা আপন শৌর্যের পরিচয় দিয়েছ; শিবাজীর নাম রেখেছ। আজ আর একবার সে পরিচয় দাও। তন্নজী, বাল্য বন্ধুত্বের পরীক্ষা আজ তোমার সামনে।"

সকলের বুক সাহসে, উৎসাহে স্ফীত হইয়া উঠিল। অন্ধকারের মধ্য দিয়া কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই সৈন্যগণ দুর্গ প্রাচীরের নীচে আসিয়া পড়িল। রাত্রি দ্বিপ্রহর—আকাশে আলোর রেশ নাই; কোথাও কোন শব্দ নাই। কেবল রাতের বাতাস পাতায় পাতায় কাঁপন জাগাইয়া কোথায় চলিয়া যাইতেছে।

রুদ্রমণ্ডলের প্রাচীর হইতে প্রায় ২০ হাত দূরে আছেন এমন সময় শিবাজী দেখিলেন প্রাচীরের উপর একজন প্রহরী। একজন মাউলীর

তীরে প্রহরীর মৃতদেহ প্রাচীরের বাহিরে লুটাইয়া পড়িল। সেই শব্দে বহু সেনা প্রাচীরের ওপরে ও নীচে ছুটিয়া আসিল। শিবাজী দেখিলেন আর লুকাইয়া থাকিবার উপায় নাই। তাঁহার আদেশে মহারাষ্ট্রীয় সেনার একদল প্রাচীর লঙ্ঘন করিবার জন্য ছুটিল। আর একদল গাছের আড়ালে থাকিয়া বাণ সন্ধান করিতে লাগিল। তাহাদের 'হর হর মহাদেও' ধ্বনি আকাশ বাতাস কাঁপাইয়া তুলিল। মুসলমানগণ 'আল্লা হো আকবর' গর্জনে শত্রুর মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িল।

প্রাচীরের তলে ও বৃক্ষছায়ার অন্ধকারে ঘোর রণ বাধিয়া উঠিল। রাশি রাশি মৃতদেহে মাটির বুক ঢাকিয়া গেল। সেই মৃতদেহের উপর দাঁড়াইয়াই সৈন্যগণ যুদ্ধ করিতে লাগিল। রক্তের স্রোতে পাহাড়ের গেরুয়া লাল হইয়া গেল। আড়াল হইতে মহারাষ্ট্রীয়দের অব্যর্থ তীর-সন্ধানে মুসলমানদের সংখ্যা ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইতে লাগিল।

হঠাৎ রণকোলাহল ডুবাইয়া প্রাচীরের ওপরে বজ্রনাদে ধ্বনিত হইল, 'শিবাজী কি জয়!'

সকলে তাকাইয়া দেখিল শত্রুসৈন্য ভেদ করিয়া রক্তাক্ত বর্শার ওপর ভর দিয়া একজন রাজপুত যোদ্ধা এক লাফে প্রাচীরের ওপর উঠিল। তারপর পাঠান পতাকা ভূলুণ্ঠিত হইল ও পতাকাধারী প্রহরীর শির তাহার খড়্গের আঘাতে ছিন্ন হইল।

হিন্দু ও মুসলমান সকলেই স্তম্ভিত হইয়া গেল। তাহাদের বিস্মিত দৃষ্টি তারার আলোয় সেই দীর্ঘ মূর্তি দর্শন করিল। যোদ্ধার লৌহ

শিরস্ত্রাণ সেই ম্লান আলোতেও জাগিয়া রহিয়াছে। দেহে এখনও কয়েকটি তীর বিদ্ধ, রক্তে রাঙ্গা দীর্ঘ হস্তে রক্তাক্ত দীর্ঘ বর্শা, নিবিড় কালো কেশের আড়ালে দীপ্ত দুটি চোখ। শত্রুরা ভয়ে সম্ভ্রমে যোদ্ধার আশপাশ হইতে সরিয়া গেল। মুহূর্তে মনে হইল রণদেব বুঝি আকাশ হইতে নামিয়া আসিয়াছেন।

যোদ্ধা রঘুনাথজী হাবিলদার।

কয়েক মুহূর্ত মাত্র সকলে নিস্তব্ধ। পরক্ষণেই আফগানগণ রঘুনাথকে ঘিরিয়া ফেলিল। রঘুনাথের বিক্রম মাউলীগণের রক্তে আগুন জ্বালিয়া দিল। উল্কার মত তাহারা ছুটিল, লাফ দিয়া প্রাচীর পার হইয়া ঝাঁপাইয়া পড়িল শত্রুর ওপর। তাহাদের ভীম অস্ত্রের আঘাতে পাঠানদের সারি ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল। মহানাদে দুর্গ প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। সহস্র মহারষ্ট্র সেনার গতিরোধ করা কয়েক শত মাত্র পাঠান সৈন্যের পক্ষে সম্ভব হইল না।

পথ পরিষ্কার হইল। মহারাষ্ট্র সেনা এবারে দুর্গের মধ্যে প্রবেশ করিল। শিবাজীর আদেশে সৈন্যগণ প্রহরীদিগকে মারিয়া কিল্লাদারের প্রাসাদ বেষ্টন করিল। শিবাজী বজ্রনাদে কিল্লাদারকে বলিলেন, "দ্বার খোল, নইলে অগ্নিশিখা তোমার এ দ্বার খুলবে।"

নির্ভীক কিল্লাদার উত্তর দিল "অগ্নির দাহ বরং সইব, কিন্তু কাফেরের সামনে দ্বার খুলব না।"

আগুন জ্বলিল। উপর হইতে কিল্লাদার তীর ছুড়িতে লাগিলেন। অনেক মশালধারী মহারাষ্ট্রীয় সেনা সেই তীরে প্রাণ হারাইল।

আগুন চারিদিকে ছড়াইতে লাগিল। প্রথমে দরজা, জানালা,

পরে কড়িকাঠ, ক্রমে সমস্ত প্রাসাদ। আগুনের লেলিহান শিখা ভীষণ শব্দে তিমির সাগর তোলপাড় করিয়া আকাশের দিকে উঠিল। বহু দূর হইতে সে দীপ্তি দেখা গেল, সে শব্দ শোনা গেল। সকলে জানিল শিবাজীর দুর্ধর্ষ সেনা মুসলমান দুর্গ জয় করিয়াছে।

বীর পাঠান কিল্লাদার রহমৎখাঁ বীরের মত যুদ্ধ করিলেন, এখন বাকী বীরের মত মরণ। ক্রমে আগুন তাঁহার ঘরখানাও গ্রাস করিলে রহমৎ খাঁ সঙ্গীসহ ছাদ হইতে লাফ দিয়া নীচে পড়িলেন। তাহাদের হাতে খড়্গ বায়ুবেগে ঘুরিতে লাগিল। সেই খড়্গের আঘাতে বহু মহারাষ্ট্রীয় সেনা প্রাণ দিল।

চারিদিকে মহারাষ্ট্র সেনার দুর্ভেদ্য ব্যূহ—মুষ্টিমেয় পাঠান। এক এক করিয়া তাহাদের বীর শোণিত মাটির বুককে রাঙ্গা করিয়া তুলিল। রহমৎ খাঁর আহত দেহ ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে—তখনও তিনি সিংহ বিক্রমে লড়িতেছেন। বহু সংখ্যক মহারাষ্ট্র খড়্গ তাহার মাথার ওপর উঠিল, আর জীবনের আশা নাই। এমন সময় শিবাজীর গম্ভীর আদেশ শোনা গেল "বীরের প্রাণ সংহার করো না, কিল্লাদারকে বন্দী কর।"

কিল্লাদার বন্দী হইলেন।

মহারাষ্ট্রীয় সেনা প্রাসাদের আগুন নিবাইতেছে এমন সময় দেখা গেল, দুর্গের অপর দিকে কৃষ্ণ মেঘের ন্যায় পাঁচশত আফগান সেনা পাহাড়ের গা বাহিয়া উঠিতেছে। দুর্গ আক্রমণ আরম্ভ হইলে যে মহারাষ্ট্র সেনাদলকে দুর্গের অপরদিকে পাঠান হয়, সেই দিকেই দুর্গের অধিকাংশ সেনা ছুটিয়া যায়।

মহারাষ্ট্রীয় সেনা কৌশলে আড়াল হইতে যুদ্ধ করিতে করিতে পলায়ন করিতে আরম্ভ করে তাহাদেরই পাশ্চাদ্ধাবন করিতে করিতে এই সেনাদল বহুদূর চলিয়া যায়। এদিকে দুর্গের এই দুর্ভাগ্যের কথা তাহারা জানিতে পারে নাই।

প্রজ্জ্বলিত প্রাসাদের আগুন এখন তাহাদের সে খবর দিল। তাহারা পণ করিল শত্রুকে প্রাণ লইয়া ফিরিতে দিবে না। শিবাজী কয়েকজন মাত্র সেনাকে পরাস্ত করিয়া দুর্গ জয় করিয়া ছিলেন। কিন্তু এখন এই বিশাল বাহিনী দেখিয়া তাঁহার মুখে গাম্ভীর্যের ছায়া নামিয়া আসিল।

দুর্গের মধ্যে কিল্লাদারের প্রাসাদ সর্বাপেক্ষা দুর্গম স্থান। চারিদিকে দৃঢ় পাষাণ প্রাচীর; আগুনেও সে প্রাচীরের কিছু হয় নাই। শিবাজী দেখিলেন এই বিরাট বাহিনীর সাথে নিজের মুষ্টিমেয় সেনা লইয়া লড়িবার উপযুক্ত স্থান এই। এক নিমিষে তাঁহার সব পরিকল্পনা স্থির হইয়া গেল। তিনি এই খানেই সৈন্য সমাবেত করিলেন।

প্রাচীরের পাশে, দ্বার ও গবাক্ষে তীরন্দাজ এবং ছাদের ওপর বর্শাধারী সেনা সন্নিবেশিত হইল। কোন স্থানের ভগ্ন স্তূপ পরিষ্কার করা হইল, কোথাও আরও প্রস্তর স্তুপীকৃত হইল। এক মুহূর্তে যেন যাদুবলে সমস্ত প্রস্তুত হইয়া গেল।

পাঠান সৈন্য পাহাড়ের গা বাহিয়া উঠিতেছে। আক্রমণের এই সময়। তন্নজীকে ভগ্ন প্রাসাদটী রক্ষার ভার দিয়া শিবাজী শত্রুকে আক্রমণ করিতে ছুটিলেন। কিন্তু তন্নজী বাধা দিয়া বলিলেন,

"তন্নজীর এ স্থান নয়, প্রভু। এ স্থান রক্ষার ভার গ্রহন কর স্বয়ং তুমি। এই একমুঠো শত্রুকে তাড়াতে তোমার ভৃত্যেরাই সক্ষম।"

শিবাজী মৃদুহাস্যে বলিলেন, "তাই হোক, তন্নজী! সম্মুখে শত্রু দেখে লোভ সামলাতে পারিনি।" তারপর সকলের দিকে তাকাইয়া বলিলেন, "আমার হাবিলদারের মধ্যে কে আছে যে মাত্র দুইশত সৈন্য নিয়ে এই পাঠানদের সম্মুখীন হবার সাহস রাখে?"

অনেক হাবিলদার একসঙ্গে দাঁড়াইয়া গোল করিয়া উঠিল। রঘুনাথ একপাশে নীরবে নতমস্তকে দাঁড়াইয়া রহিল। শিবাজী ধীরে ধীরে সকলের মুখ দেখিলেন। তারপর রঘুনাথকে বলিলেন, "রঘুনাথ, বয়সে তুমি কনিষ্ঠ, কিন্তু তোমার ঐ বাহুতে অসুর বীর্য। তোমার বিক্রম আমাকে মুগ্ধ করেছে। আজের এ দুর্গ জয় আরম্ভ করেছ তুমি, সমাপ্তও তুমিই কর।"

রঘুনাথ আ-ভূমি শির নত করিয়া অভিবাদন জানাইয়া সৈন্য লইয়া বিদ্যুৎ গতিতে ছুটিয়া গেল। শিবাজী খানিকক্ষণ তাহার দিকে তাকাইয়া রহিলেন। অদ্ভূত এই রাজপুত বালক। এর আকৃতি ব্যবহার এর উচ্চ বংশের পরিচয় দেয়। কিন্তু আপন পরিচয় সম্বন্ধে সে নীরব। নীরবে কর্তব্য করিয়া চলিয়াছে কেবল। কি অদ্ভুত বীরত্বে আপন প্রাণ তুচ্ছ করিয়া শিবাজীর প্রাণ রক্ষা করিল আজ। আজের দুর্গজয়ের গৌরব ও তারই প্রাপ্য। কোন পুরস্কার সে কোন দিন যাঞ্চা করে নাই। কাল রাজ-সভায় রাজা জয় সিংহের সম্মুখে রঘুনাথের উপযুক্ত পুরস্কার দিতে হইবে।

পাঠানগণ রঘুনাথের অতর্কিত আক্রমণে পরাজিত বিধ্বস্ত হইয়া পলায়ন করিল। দুর্গজয় সম্পূর্ণ হইল।

উষার আলো যখন পৃথিবীর বুকে নামিয়া আসিল, রাত্রির অন্ধকারের প্রলয় তাণ্ডবের উপর তখন গভীর শান্ত নীরবতা নামিয়া আসিয়াছে।

———

দশ

পরদিন অপরাহ্ন। বিজিত দুর্গেই সভা বসিয়াছে। চারিদিকে অপরূপ শোভা। চারটি রজত স্তম্ভের উপর রক্ত-বর্ণের চন্দ্রাতপ। রক্তবর্ণের রাজগদীর উপর রাজা জয় সিংহ ও রাজা শিবাজী আসীন। চারপাশে বন্দুকধারী সৈনিকগণ সারি সারি শ্রেণীবদ্ধ ভাবে দাঁড়াইয়াছে। তাহাদের বন্দুকের কিরীচ হইতে রক্তবর্ণের পতাকা বায়ুহিল্লোলে নাচিতেছে। দিল্লীশ্বর, জয়সিংহ ও শিবাজীর জয়ধ্বনিতে সভা মুখরিত। জয়সিংহ স্মিতহাস্যে বলিলেন, "শিবাজী আপনার উপকার দিল্লীশ্বর স্মরণ রাখবেন। এক রাত্রের মধ্যে এ দুর্গ-জয় সম্ভব হবে আশা করিনি।"

শিবাজী—"যেখানে জয়সিংহ সেখানে জয়। কিন্তু যতটা সহজে কাজ হাসিল হবে ভেবেছিলাম, ততটা সহজে হয় নাই। দুর্গ ঘুমন্ত পাব ভেবেছিলাম। কিন্তু দেখলাম সকলেই প্রস্তুত, সজ্জিত। কোন দুর্গ জয় করতে আমার এত সৈন্য ক্ষয় হয়নি।

জয়সিংহ—"শিক্ষা পেয়ে এরা সতর্ক হয়ে উঠেছে। কিন্তু সতর্ক থাকুক আর নাই থাকুক শিবাজীর গতিরোধ করে কার সাধ্য।"

সহস্র সেনার মধ্যে দুই তিন শত বিশ্বস্ত চির-অনুগত সৈন্য কাল শিবাজী হারাইয়াছেন। এই হারানোর ব্যথায় শিবাজীর বুকখানা বিধুর হইয়া রহিয়াছে। দুর্গজয়ের গৌরব রাজা জয়সিংহের প্রশংসা সে বেদনার ওপর প্রলেপ দিতে পারিল না।

বন্দীদের সভায় আনা হইল। রহমৎখাঁর সহস্র সেনার মধ্যে মাত্র দুইশত বন্দী হইয়াছে; বাকী সেই যুদ্ধে প্রাণ দিয়াছে, কেহ বা পলায়ন করিয়াছে। শিবাজীর আদেশে বন্দীদের বন্ধন মুক্ত হইল। তিনি বলিলেন, "আফগানবীরগণ! বীরের নাম রেখেছ তোমরা। সে বীরত্বের অমর্যাদা শিবাজী করবে না। মুক্ত তোমরা। ইচ্ছা হয় তোমাদের সহযোগিতা দিয়ে দিল্লীশ্বরের সেনাদলকে গৌরব দান কর; ইচ্ছা হয় বিজয়পুরে ফিরে যাও। কেউ তোমাদের কেশাগ্রও স্পর্শ করবেনা।"

তাহার পর বন্দী বীর রহমৎ খাঁকে আনা হইল। তাঁর দুই হাত পশ্চাতে বাঁধা, কপালে খড়্গের আঘাত, বাহুতে তীরের ক্ষত। বীর সদর্প-পদ-ক্ষেপে সভায় আসিলেন। শিবাজী স্বয়ং আসন ত্যাগ করিয়া খড়্গ দিয়া বন্দীর বন্ধন মোচন করিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, "যুদ্ধের নিয়মানুসারে আপনার এক রজনীর বন্দীত্ব। আমার অপরাধ মার্জনা করুন। আজ হ'তে আপনি স্বাধীন। জয় পরাজয় ভাগ্যের খেলা, কিন্তু আপনার মত বীরের সাথে যুদ্ধ করার গৌরব লাভ করে আমি ধন্য।"

রহমৎ খাঁ জানিতেন বন্দীর বিচার প্রাণদণ্ড। এতক্ষণ তাঁর চোখের একটি পত্রও কম্পিত হয় নাই। কিন্তু বিজেতার এই উদার হৃদয়ের পরিচয়ে তাঁহার দুই চোখ অশ্রুতে ঝাপসা হইয়া আসিল। মুখ ফিরাইয়া ঝরিয়া-পড়া অশ্রু গোপন করিয়া বলিলেন,—"ক্ষত্রিয়-রাজ! কাল আপনার বাহুবলে পরাস্ত হয়েছি। আজ আপনার মহত্বে আমার সব চাইতে বড় হার-মানা।"

জয়সিংহ—"পাঠান সেনাপতি, আপনার পদের মর্যাদা আপন হাতে অক্ষুণ্ণ রয়েছে। আপনার মত সেনা পেলে সম্রাট ধন্য হবে৷ তাঁকে কি লিখিতে পারি বীর শ্রেষ্ঠ রহমৎ খাঁ তাঁর সেনাদল অলংকৃ করতে সম্মত হয়েছেন।"

রহমৎ—"মহারাজ আপনার প্রস্তাবে আমি সম্মানিতহলা৷ কিন্তু আজীবন যাঁর সেবা করেছি তাঁকে জীবনের এই সাঁঝে এ পরিত্যাগ করবনা। যতদিন এ হস্ত অস্ত্র ধারণ করতে পার৷ ততদিন বিজাপুরের জন্যই ধরবে।"

শিবাজী—"তাই হোক সেনাপতি! আজ আপনি বিশ্র করুন। কাল আমার অনুচরেরা আপনাকে বিজাপুরে রে৷ আসবে।"

এ উদারতার কি প্রতিদান রহমৎ খাঁ দিবেন! আজ তিনি দী নিঃস্ব! সৌজন্যের প্রতিদান একটুখানি সৌজন্য ছাড়া দিবার ত৷ কিছু নাই। দুর্গ আক্রমণের সংবাদ রহমৎ খাঁ পূর্বেই পাইয়া ছিলে৷ তাই তাঁর সৈন্যগণ প্রস্তুত ছিল। সংবাদ-দাতা শিবাজীরই কে কর্মচারী। মহৎ শত্রুর প্রতি এ বিশ্বাস-ঘাতকতা -- আপনার স৷ প্রয়োজনেই আসুক—গোপন করিতে আজ পাঠান সেনাপতি৷ বিবেকে বাধিল। তাই তিনি শিবাজীকে এ সংবাদটুকু দিলে৷ বিশ্বাস-ঘাতকের নাম প্রকাশ করিতে পারিলেন না, সত্যলজ্ঘ হইবে।

শিবাজী ক্রোধে প্রচণ্ড হইয়া উঠিলেন। দুই চক্ষু হইতে অ স্ফুলিঙ্গ বাহির হইতে লাগিল। সমস্ত শরীর কাঁপিতে লাগি৷

ভাস্ত সকলে বুঝিল—প্রমাদ। জয়সিংহ সৈন্যগণকে লক্ষ্য করিয়া
লিলেন,—"এই দুর্গ আক্রমণের সময় তোমরা কখন জেনেছিলে ?"
তাহারা জানাইল, রাত্রি এক প্রহরের সময় তাহারা কেবল
ইটুকু জানিয়াছিল যে কোনও একটা দুর্গ-জয়ের অভিযানে
হাদিগকে বাহির হইতে হইবে। কিন্তু সে যে কোন দুর্গ তাহা
'নিয়াছিল দুর্গে পৌঁছাইয়া—রাত্রি দেড় প্রহরের সময়।
কিন্তু সেই এক প্রহর হইতে দেড় প্রহর রাত্রির মধ্যে সৈন্যদের
হ কি অনুপস্থিত ছিল? যদি কেহ থাকিয়া থাকে, বিদ্রোহী
ই। সৈন্যগণ তাঁহার সন্ধান দিক। একের অপরাধে বহুর গ্লানি
সুচিত।

চন্দ্ররাও নামে শিবাজীর একজন জুমলাদার অগ্রসর হইয়া
নাইলেন তাঁর অধীনস্থ হাবিলদারকে যুদ্ধ যাত্রার সময় খুঁজিয়া
'ওয়া যায় নাই। দুর্গতলে পৌঁছাইবার পর সে আসিয়া যোগ
য়।

কে এই বিদ্রোহী নাম জানিবার জন্য সভা বিক্ষুব্ধ সাগরের মত
ল হইয়া উঠিল। ঘন নিশ্বাসে শিবাজীর বুক প্রবলভাবে উঠিতেছে
ড়িতেছে। এই নিস্তব্ধতার বুকে চন্দ্ররাওয়ের স্থির গম্ভীর পুরুষকণ্ঠে
নিত হইল—"সে রঘুনাথজী হালদার!

গভীর বিস্ময় সকলের ভাষা হরণ করিল। শিবাজী পাথরের
তিমার মত নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। একি স্বপ্ন? রঘুনাথ,
নাথ! তোমা হ'তে এ সম্ভব হ'ল? দুর্দমনীয় তেজে যে রঘুনাথ
গ প্রাচীর লঙ্ঘন করিয়া দুর্গ প্রাকারে বিজয়-কেতন উড়াইল,

দুইশত মাত্র সেনা লইয়া অবহেলায় পাঁচশত সৈন্যকে বিধ্বস্ত কি
ফিরিয়া আসিল, সেই রঘুনাথ বিশ্বাস-ঘাতক !

রঘুনাথ ধীর কোমলকণ্ঠে উত্তর দিল, "এ ঘৃণ্য অপরাধে অপর
আমি নই।"

দীর্ঘকায় নির্ভীক তরুন যোদ্ধা শিবাজীর অগ্নিদৃষ্টির সম্মুখে নি
পর্বতের মত দাঁড়াইয়া আছে। সকলের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি তাহার দিে
সে অবিচলিত স্থির। কেবল থাকিয়া থাকিয়া তাহার প্রশস্ত বুক
দীর্ঘ নিশ্বাসে ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতেছে।

শিবাজী গর্জন করিয়া বলিলেন, "তবে কি জন্য আমার আজ্ঞা ল
করে এক প্রহর রজনীর সময় অনুপস্থিত ছিলে ?"

রঘুনাথের ওষ্ঠ ঈষৎ কাঁপিয়া উঠিল কিন্তু ভাষা সরিল ন
রঘুনাথকে নির্বাক দেখিয়া শিবাজীর সন্দেহ আরও দৃঢ় হইল। ে
কম্পিত স্বরে বলিলেন,—

"এরই জন্য অমন বীরত্ব প্রকাশ করেছিলে ?"

রঘুনাথ স্থির অবিকম্পিত স্বরে কহিল, "রাজা ! ছলনা, কপটা
আমাদেরবংশেররীতিনয়তা প্রভু চন্দ্ররাওজানেন।" রঘুনাথের এই
ভাবে শিবাজীর ক্রোধ আরও বাড়িল। তিনি গর্জন করিয়া উঠিলে

"পাপিষ্ঠ, ক্ষুধার্ত সিংহের গ্রাস হ'তেবাঁচা সহজ, কিন্তু শিবা
জ্বলন্ত ক্রোধ হ'তে পরিত্রাণ নাই।"

রঘুনাথ তেমনি ধীরে ধীরে উত্তর করিল, "মহারাজের কাছে পরি
প্রার্থনা করিনা ; আমার ক্ষমা চাওয়া মানুষের কাছে নয়। ক্ষমা
যিনি ওপরে বসে সব দেখছেন তাঁর কাছে।"

উন্মত্ত শিবাজীর হাতে উদ্যত বর্শা ঝলমল করিয়া উঠিল
দ্রোহীর শাস্তি প্রাণদণ্ড।"

রঘুনাথ দেখিল শিবাজীর বজ্রমুষ্টিতে উদ্যত তীক্ষ্ণ বর্শা। তখনও
কণ্ঠ পূর্বের মত ধীর, স্থির, অবিচলিত। তেমনি দৃঢ়ভাবে সে
ল—

"যোদ্ধা মরণে প্রস্তুত, কিন্তু বিদ্রোহাচরণ সে করে নাই।"
ার বাঁধন ছিঁড়িয়া গেল। হাতে বর্শা কাঁপিতে লাগিল—এই
র্ত হয়ত রঘুনাথের বুকে বিদ্ধ হইবে। এমন সময় জয়সিংহ
য়া তাঁর হাত ধরিলেন। শিবাজী ক্রোধে রাজা জয়সিংহের
চও উপযুক্ত সম্মান ভুলিলেন। কর্কশ স্বরে কহিলেন—"হাত
ন। রাজপুতদের কি নিয়ম জানিনা। কিন্তু মহারাষ্ট্রের সনাতন
ম—বিদ্রোহীর শাস্তি প্রাণদণ্ড।"

জয়সিংহ ক্ষুদ্ধ না হইয়া বলিলেন, "রাজা, আজ যা করবে, কাল
পারবে না ফেরাতে। অবিচারে এই তরুণ যোদ্ধার প্রাণদণ্ড-
ান যদি আজ করো, চিরকাল অনুতাপের অগ্নি তোমায় দহন
রে। যুদ্ধ করে আমার এ কেশ শুক্ল হ'ল। বৃদ্ধের কথা গ্রহণ
া, এ যোদ্ধা বিদ্রোহী নয়। কিন্তু সে বিচারে প্রয়োজন নাই।
াকে এই তরুণের প্রাণ ভিক্ষা দিয়ে তোমার বন্ধুত্বের পরিচয়

জয়সিংহের এই শান্ত সৌজন্য শিবাজীকে লজ্জা দিল। তিনি
হলেন—

"আমার কঠোর বাক্য মার্জনা করুন, পিতঃ। আপনার আদেশ

অবহেলা করব না। কিন্তু শিবাজী বিদ্রোহীকে ক্ষমা করবে কখন মনে ভাবে নাই। রঘুনাথ! রাজা জয়সিংহ তোমার প্রাণরক্ষ করিলেন। কিন্তু আমার সম্মুখ হতে দূরে হও। শিবাজী বিদ্রোহী মুখ দর্শন করে না।"

রঘুনাথ শিবাজীর আদেশ শিরোধার্য করিয়া সভা ছাড়িয় চলিয়া যাইবার জন্য পা বাড়াইল। শিবাজী আবার বলিলেন—

"দাঁড়াও রঘুনাথ! দু বৎসর আগে তোমার ঐ কোষের অ আমি দিয়েছিলাম। বিদ্রোহীর হাতে আমার অসির অবমান আমি দেখব না। প্রহরিগণ, অসি কেড়ে নাও।"

প্রহরিগণ অসি কাড়িয়া লইল। প্রাণদণ্ডের আদেশে রঘুনাথে একটি কেশও কম্পিত হয় নাই। এখন তাহার দেহ কাঁপিতে লাগি দুই চক্ষু জ্বলিয়া উঠিল। কিন্তু উত্তেজনা দমন করিয়া শিবাজী দিকে একবার তাকাইল, তারপর নতশিরে অভিবাদন জানাইয় নীরবে চলিয়া গেল।

সন্ধ্যার ছায়া নামিয়াছে। একলা এক পথিক পাহাড় বহিয় নামিয়া আসিল। সম্মুখে সীমাহীন প্রান্তর। প্রান্তর পার হইয় গ্রাম—গ্রামের ওপার আবার প্রান্তর। তারপর গভীর অন্ধকা কোথায় হারাইয়া গেল সে পথিক।

———

এগার

রঘুনাথ—রাজপুত্র রঘুনাথ—দৈবে বাল্যে রাজপ্রসাদ হইতে ছিটকাইয়া যেখানে পড়িয়াছিল সেখানে আশ্রয়ের মধ্যে তাহার মিলিয়াছিল উপরে স মাহীন আকাশ ও নীচে কঠিন মাটি। তাহার শৌর্য আর বাহুবল তাহার কপালে পরাইয়াছিল গৌরবটিকা। কিন্তু আজ আবার সে ফিরিয়া আসিল নিরুদ্দেশ পথের একটি প্রান্তে। চন্দ্ররাও জুমলাদার তার প্রতিহিংসার যজ্ঞে আজ শেষ আহুতি দিল।

চন্দ্ররাওয়ের অসাধারণ বুদ্ধি, অসাধারণ দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, অসীম ধৈর্য। ক্ষুদ্র ভাস্বর দুই চোখ, দেহখান যেন লৌহ-নির্মিত। চন্দ্ররাও অল্পভাষী, ক্রোধী। যাহারা তাহাকে জানে তাহারা সহজে তাহার সাথে বিবাদ করে না। তাহার আকশ-চুম্বী উচ্চাভিলাষের পথে যে আসিয়া পড়িয়াছে, তৃণের মত সে উড়িয়া গিয়াছে।

রঘুনাথ ও আজ তাহার পথে আসিয়া পড়িয়াছে—তাই পথ ছাড়িয়া তাহাকে সরিয়া যাইতে হইল। চন্দ্ররাওয়ের কোন পরিচয়ই কেহ জানিত না, তেমনি রঘুপতির পরিচয় ও রহস্যের আড়ালেই ছিল।

বাল্যে অনাথ চন্দ্ররাও যশোবন্ত সিংহের প্রধান সেনানী গজপতি সিংহের ভৃত্য ছিল—গজপতির সাথে যুদ্ধে যুদ্ধে ফিরিত। গজপতির পুত্র রঘুনাথের পাশেই ছিল তার স্থান। চন্দ্ররাও এর যখন পনেরো বৎসর বয়স, তার দুর্দমনীয় তেজ, গভীর চিন্তা ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞায়

সন্তুষ্ট হইয়া গজপতি তাহাকে আপন অধীনে সৈনিকের কাজে নিযুক্ত করিলেন। অল্পদিনেই তাহার অসাধারণ তেজস্বিতা চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। তাহার পদোন্নতি ও মর্যাদাবৃদ্ধি হইল, সঙ্গে সঙ্গে তাহার উচ্চাভিলাষ ও বাঁধন ছাড়াইয়া গেল।

এক যুদ্ধে চন্দ্ররাও গজপতিকে বড় বিপদ হইতে উদ্ধাব করে গজপতি সকলের সম্মুখে তাহাকে ডাকিয়া পুরস্কার প্রার্থনা করিতে বলিলেন।

চন্দ্ররাও গজপতি-কন্যা লক্ষ্মীদেবীকে প্রার্থনা করিয়া বসিল শুনিয়া গজপতি ক্রোধে থরথর্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল—অসি অর্ধেক কোষমুক্ত হইল। কিন্তু আপনাকে সংযত করিয়া বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া বলিলেন—

"পুরষ্কার দেব অঙ্গীকার করেছি। সে অঙ্গীকার পালন অবশ্যই করব। কিন্তু তোমার জন্ম মহারাষ্ট্রে। রাজপুত দুহিতার বনে থাকার অভ্যাস নেই। লক্ষ্মীর উপযুক্ত বাসের বন্দোবস্ত কর। তা ছাড়া দস্যু নাম ঘুচিয়ে যোদ্ধা নামের অধিকারী হও তারপর রাজপুত দুহিতার পানি পার্থনা জানিও আপাততঃ অন্য যাঞ্চা থাকলে জানাও।"

চন্দ্ররাওএর অন্য কোন কামনা নাই। তারপর অনেকদিন অতীতের গর্ভে লীন হইয়া গেল। গজপতি ভুলিলেন, সকলে ভুলিল এদিনের কথা। কিন্তু চন্দ্ররাও ভুলিল না তাহার হিসাবের খাতায় এ অপমান ঋণের ঘরে জমা হইয়া রহিল।

ঔরঙ্গজেবের সাথে যশোবন্তের যুদ্ধে গজপতি প্রাণ দিলেন

ঘুনাথের বয়স তখন বার বৎসর, লক্ষ্মীর নয় বৎসর। অনাথ বালক বালিকা মারওয়ার হইতে মেবারে চলিয়াছে। সাথে পুরাতন ভৃত্য। পথে হঠাৎ একদল দস্যু ভৃত্যকে নিহত করিয়া তাহাদিগকে মহারাষ্ট্রে লইয়া আসিল। বালক দস্যু শিবির হইতে পলায়ন করিল; বালিকাকে দস্যুপতি বলপূর্বক বিবাহ করিল। এই দস্যুপতি চন্দ্ররাও

গজপতির সংসার হইতে আনা অর্থবলে চন্দ্ররাও মহারাষ্ট্র দেশে আপন প্রতিষ্ঠা জমাইয়া বসিলেন। তারপর নিজ বাহুবলে শিবাজীর অধীনে জুমলাদারের পদও লাভ করিলেন।

সেই দস্যু শিবির হইতে পলায়ন করিয়া দিনের পর দিন রঘুনাথের কাটিল বনে, প্রান্তরে, পর্বতগুহায়। সংসারের অকুল সাগরে অনাথ বালক ভাসিয়া চলিল—অবলম্বন কখনও ভিক্ষা, কখনও পরের দুয়ারে দাসত্ব। কিন্তু পূর্ব গৌরবের কথা, পিতার বীরত্ব-কাহিনীর স্মৃতি, এই দঃখের মধ্যেও রঘুনাথকে বাঁচাইয়া রাখিল। অভিমানী বালক নীরবে অন্তরের গোপন মণিকোঠায় আপনার বেদনার দীপ জ্বালাইয়া রাখিল। আপন দুঃখের ইতিহাস সে কাহাকেও জানিতে দিল না। রাজপুতের মর্যাদা, রাজপুতের গৌরব তাহার ধ্যানের ধন হইয়া রহিল। সন্ধ্যাবেলা কখনও নির্জন প্রান্তরে কখনও গিরিশৃঙ্গে, কখনও নদীর তটে বসিয়া বালক রঘুনাথ প্রাণ ভরিয়া চারণদের গান গাহিত; কখনও নীরব অশ্রুতে তাহার বুক ভাসিয়া যাইত। এমনি করিয়া ছয় বৎসর চলিয়া গেল।

মহারাষ্ট্রের দীক্ষা-গুরু বীর শিবাজী যুবক রঘুনাথের আরাধ দেবতা হইয়া উঠিলেন। রঘুনাথ তাঁহার কাছে সাধারণ সৈনিক পদে প্রার্থনা লইয়া আসিয়া দাঁড়াইল।

শিবাজী লোক চিনিতেন। অল্পদিনের মধ্যে রঘুনাথ অপরিচিত ভগ্নিপতি চন্দ্ররাওএর অধীনে হাবিলদারী পদে উন্নীত হইল তাহার শৌর্য, তাহার যশ চন্দ্ররাওএর যশকে ম্লান করিয়া দিল তাই জুমলাদার তাহার পথ করিয়া লইল।

*   *   *   *   *

যে দিন লক্ষ্মী স্বামীর নিকট হইতে জানিল রঘুনাথ তাহার অধীনে কার্য করে সেদিন সংসারে একমাত্র আপনার জন এই দাদাটিকে স্নেহের দৃষ্টিতে দেখিবার জন্য লক্ষ্মী তাহার কাছে করুণ মিনতি জানাইল। চন্দ্ররাওএর মুখ মেঘাছন্ন হইয়া উঠিল। লক্ষ্মী তাহার স্বামীকে জানিত—সে বুঝিল চন্দ্ররাওএর প্রসন্ন-দৃষ্টি লাভ ভাইটির ভাগ্যে ঘটে নাই। তাহার মমতা-ভরা বুকখানা কাঁপিয়া উঠিল। সেদিন হইতে রঘুনাথের কথা লক্ষ্মী আর স্বামী সম্মুখে উচ্চারণ করিল না।

তারপর আজ চন্দ্ররাও বাড়ী আসিয়া লক্ষ্মীকে কহিল "লক্ষ্মী অনেক দিনের একটি ঋণ আজ পরিশোধ হ'ল।"

কি যেন অজানা আশঙ্কায় লক্ষ্মী শিহরিয়া উঠিল।

বারো

জুমলাদার চন্দ্ররাওএর বাড়ী হইতে কয়েক ক্রোশ দূরে একটি পাহাড়ের চূড়ায় অতি প্রাচীন ঈশানী মন্দির। প্রস্তর-খোদিত সোপান-শ্রেণী মন্দিরের দ্বার হইতে আঁকিয়া বাঁকিয়া পাহাড়ের গা বাহিয়া নীচে নামিয়াছে। সেই সোপান-শ্রেণীর পদ ধৌত করিয়া একটি পার্বত্য তরঙ্গিনী কুল কুল গান গাহিয়া বহিয়া যাইতেছে। সেই পুরাকাল হইতে পূণ্যলোভীর ভিড় এই তরঙ্গিনীর পূণ্য জলে স্নান করিয়া এই সোপান-শ্রেণী বাহিয়া মন্দিরের দ্বারে অর্ঘ্য নিবেদন করিয়াছে। আজও করে। কত রণতাণ্ডব মহারাষ্ট্রের বুকের উপর আপন ইতিহাস আঁকিয়া গেছে—কিন্তু এই শান্ত মন্দিরের বিগ্রহে কোন ক্রূর হস্তের স্পর্শ লাগে নাই। কত যুগের প্রাচীন বৃক্ষরাজি আপন সুদূর-বিসারী ঘন-সন্নিবিষ্ট শাখা-প্রশাখার আড়ালে মায়ের স্নেহে যেন মন্দিরটিকে আগলাইয়া রাখিয়া কালের ঝড়-ঝঞ্ঝা আপন বক্ষে পাতিয়া লইতেছে।

বিটপী-শ্রেণীর সুস্নিগ্ধ ঈষৎ অন্ধকার ছায়ায় পূজারীদের ক্ষুদ্র শান্ত কুটির। অনাবিল শান্তি এই মন্দির-প্রাঙ্গণের প্রতি অণু, প্রতি পরমাণুতে জড়াইয়া রহিয়াছে।

রজনী এক প্রহর। এই শান্ত কাননের মধ্যে এক পথিক চঞ্চল-চরণে পদচারণা করিতেছে। প্রশস্ত ললাটে তার কুঞ্চণ, চোখে রোষের জ্বালা, অন্তরেরকঠোর সংগ্রামের চিহ্ন মুখে আঁকা।

রঘুনাথ আজ উন্মত্ত-প্রায়। শরীর অবসন্ন, কিন্তু বুকের আগুন বুঝি সাত সাগরের জলেও নিভিবে না। মন্দির-প্রাঙ্গনে পুরাণ পাঠ হইতেছে। যুগে যুগে পুরাণের এই পুণ্য কথা ভারতকে সঞ্জীবিত করিয়াছে। গৌরবের দিনে এই গীত আমাদের পূর্ব-পুরুষদের দিয়াছে উৎসাহ, দুর্দিনে এই গান গাহিয়া সমর, সংগ্রাম, প্রতাপ হাসিতে হাসিতে দেশের বেদী- মূলে প্রাণ দিয়াছেন। এই গান গাহিয়া শিবাজী আবার প্রাচীন-গৌরব ফিরাইয়া আনিবার জন্য সর্বস্ব পণ করিলেন। পুণ্য-সঙ্গীতের গম্ভীর শান্ত সুর সেই শান্ত নিশীথে শান্ত কাননে অমৃতের প্রলেপ বুলাইয়া দিল।

রঘুনাথের বুকের জ্বালাও শান্ত হইয়া আসিল। মিলাইয়া গেল আপনার দুঃখ, আপনায় সুখ, আপনার ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান। এ বিরাট বিশ্বে কত ক্ষুদ্র রঘুনাথ! কি তার বীরত্বের দাম!

ধীরে ধীরে রঘুনাথ তাহার অবসন্ন দেহ খানি শীতল মাটির কোলে এলাইয়া দিল। নিদ্রা আসিয়া সোনার কাঠি বুলাইয়া দিল তাহার চেতনায়। রঘুনাথ স্বপ্ন দেখিতে লাগিল...। জীবনের সব সুখ স্বপ্ন তো ভাসিয়া গেল...গৌরবের স্বপ্ন, বীর্যের স্বপ্ন, একে একে সব টুটিয়া গেল। আশার দীপ নিবিয়া গেছে—ভবিষ্যতের আকাশ তারই ধোঁয়া কালিতে আঁধার।......পিছনে-ফেলিয়া-আসা দিনের এক সুখময় নীড়ের স্মৃতি আজ কালের স্রোত ঠেলিয়া ভাসিয়া আসিল। স্নেহময়ী মায়ের স্নেহমাখা মুখ খানা, পিতার দীর্ঘ, সুঠাম, বলিষ্ঠ দেহ—তাঁর প্রশস্ত ললাট সেই সূর্য-মহল—যার ধূলি আজও হয়ত রঘুনাথের শৈশবের হাসি-খেলার স্মৃতিগুলি বুকে

জড়াইয়া রাখিয়াছে। আর জাগিয়া উঠিল আদরের বোন লক্ষ্মীর শান্ত-ধীর, শিশির-ধোয়া ফুলকলির মত মুখখানা। কোথায় সে লক্ষ্মী আজ? কোথায় পড়িয়া রহিল সেই সোনার সংসার—সেই সুখের দিন! নিদ্রিত রঘুনাথের চক্ষু হইতে দুই ফোঁটা অশ্রু গড়াইয়া পড়িল।

একখানা কোমল হাত রঘুনাথের অশ্রু মুছাইয়া দিল। চোখ খুলিয়া রঘুনাথ দেখিল—একি! এযে লক্ষ্মীই তাহার কোলে তাহার মাথাখানা লইয়া মূর্তিমতী স্নেহের মত বসিয়া আছে। রঘুনাথ তাহার হাত দুইখানা বুকে চাপিয়া ধরিল—মুখে কথা সরিল না। তাহার বেদনার সাগর উথলাইয়া উঠিল।

তারপর অনেক কথা · দুইজনের সুদীর্ঘ কালের যত করুণ ইতিহাস। রঘুনাথ শুনিল লক্ষ্মী এক সম্ভ্রান্ত জায়গীরদারের ঘর আলো করিয়াছে—সে সুখে আছে। স্বামীর নাম নারীর ধরিতে নাই তাই লক্ষ্মীর স্বামীর নাম রঘুনাথের অজানা রহিয়া গেল। লক্ষ্মী শুনিল ভাইয়ের পরম দুঃখের কাহিনী...শুনিল জীবন অপেক্ষা যে সুনাম সৈনিকের প্রিয়, মৃত্যুর চাইতে যে কলঙ্ক কষ্টদায়ক—রঘুনাথের সে সুনাম হারাইয়াছে, তাহার সৈনিক নামে বিদ্রোহী নামের কালিমা পড়িয়াছে। সুতরাং এ জীবনের বোঝা রঘুনাথ কি করিয়া বহিবে?

লক্ষ্মী—"সে কলঙ্ক ধুয়ে ফেলার চেষ্টা করো ভাই। শিবাজীর কাছে ফিরে যাও। মহানুভব তিনি, তাঁর ক্রোধ দূর হ'লে সত্য যা তাঁর চোখে পড়বেই"।

রঘুনাথের চোখে আবার অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ দেখা দিল। লক্ষ্মী বুঝিল, পিতার অভিমান তেজ লইয়া রঘুনাথ পৃথিবীতে আসিয়াছে—প্রাণ থাকিতে মাথা নত করিয়া ভিক্ষা সে করিবে না। তাই সে আবার কহিল—"থাক ভাই, নাই গেলে ফিরে তোমার দণ্ড দাতার কাছে। পিতা বলতেন, 'সেনার সাহস ও প্রভুভক্তির প্রমাণ কার্যে।' বিদ্রোহী অপবাদ যদি সে নামকে কলঙ্কিত করেই থাকে, তবে অসি হস্তে তা খণ্ডন করো।"

উৎসাহে রঘুনাথের বুক নাচিয়া উঠিল। সে শুধাইল—"কেমন করে এ সম্ভব হবে লক্ষ্মী?"

লক্ষ্মী—শুনেছি শিবাজী দিল্লী যাবেন। সহস্র বিপদের সম্ভাবনা সেখানে। এই তো দৃঢ় প্রতিজ্ঞ সৈনিকের আত্মপরিচয় দানের সুযোগ।"

রঘুনাথ অনেক্ষণ চিন্তা করিল। তার মুখ নব মহিমায় ঝলমল করিয়া উঠিল। তারপর সে কহিল—"তাই হোক লক্ষ্মী! রঘুনাথ বিদ্রোহী নয়, ভীরু নয়। ভগবান তার সহায় হবেন—আর তোমার ভালবাসা আমার বর্ম হবে।"

উভয়ে নিস্তব্ধ, কোন কথা নাই। কিছুক্ষণ পরে লক্ষ্মী ধীরে ধীরে মুখ তুলিয়া কহিল—"আমার আর একটি প্রার্থনা আছে...কিন্তু—"

রঘুনাথ স্নেহ-কোমল স্বরে কহিল—"ভয় কি লক্ষ্মী! তোকে অদেয় আমার কি আছে!"

লক্ষ্মী বড় ভয়ে বড় দ্বিধায় মিনতি করিয়া কহিল—"দাদা! চন্দ্ররাও জুমলাদার বোধ হয় তোমার এ মহা-ক্ষতির মূল...

কিন্তু তবু বলো ভাই তোমার দ্বারা তার কোন অনিষ্ট ঘটবে না।”

রঘুনাথের মুখ রক্ত বর্ণ হইয়া উঠিল, কিন্তু নিজেকে সংযত করিয়া লইয়া নির্বাক হইয়া চিন্তা করিতে লাগিল। লক্ষ্মী আবার কহিল—

“কোনদিন তোমার কাছে কিছু চাইনি ভাই! যদি আমায় ভালবসো তবে এ ভিক্ষাটি দিও।”

এ অনুরোধে রঘুনাথের হৃদয় গলিয়া গেল লক্ষ্মীর হাত ধরিয়া মমতায় ভরিয়া কহিল—

“সেদিন সন্দেহ হয়নি। কিন্তু আজ আমার মনে হচ্ছে চন্দ্ররাওই আমার সর্বনাশের মূল। কিন্তু যাই হোক—এই ঈশানী মন্দিরে প্রতিজ্ঞা করছি চন্দ্ররাও এর কোন অনিষ্ট করব না। তার অপরাধ আমি মার্জনা করলাম, জগদীশ্বরও তাকে মার্জনা করুন।”

———

তেরো
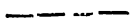
রায়গড় দুর্গ। রজনী দ্বিপ্রহর প্রকাণ্ড রাজসভা বসিয়াছে। মন্ত্রী, পুরোহিত, সেনাপতি, কর্মচারী, সকলেই আজ সভায় সমবেত। কিন্তু আজ রাজসভা নীরব। ঘন বিষাদের ছায়ায় চারিদিক ম্লান। মহারাষ্ট্র বীরগণ আজ মহারাষ্ট্র-গৌরব-লক্ষ্মীর নিকট বিদায় লইতে আসিয়াছে।

শিবাজী পেশোয়া মুরেশ্বরকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"পেশোয়াজী, আপনারও পরামর্শ শিবাজী সম্রাটের অধীনে জায়গীরদার মাত্র হ'য়ে থাকবে।"

মুরেশ্বর—"মানুষের যা সাধ্য, তা আপনি করেছেন। বিধির বিধান কে খণ্ডাবে?"

শিবাজী—"স্বর্ণদেব!"

ব্যথিত কণ্ঠে স্বর্ণজী উত্তর দিলেন—"ভবানীর আদেশে স্বদেশের জন্য অস্ত্র ধারন করেছিলেন; তাঁরই আদেশে সে অস্ত্র ত্যাগ করতে হ'ল। স্বয়ং ঈশানী হিন্দু সেনাপতির সাথে যুদ্ধ নিষেধ করেছেন।"

অন্নজী—"এ বিধান মাথা পেতে নিতেই হবে, রাজন্! এখন দিল্লী যাওয়া সম্বন্ধে চিন্তা করুন। সম্রাট্ স্বয়ং তো আপনাকে সাদর আহ্বান করেছেন।"

শিবাজী—"অন্নজী, সে কথা সত্য। কিন্তু সেই বাল্য হ'তে অন্তরের মনিকোঠায় যে স্বপ্নের জাল বুনে রেখেছি, তাকি এত

সহজে ছেঁড়ে? সামনে ঐ পর্বত জ্যোৎস্নায় মায়াময় হ'য়ে উঠেছে—বাল্যে তারই শৃঙ্গে বসে কত দুরাশার মালা গেঁথেছি—মহারাষ্ট্র স্বাধীন হবে, ভারতের আকাশে আবার হিন্দুর পতাকা উড়বে। হায় ঈশানী! যদি সে স্বপ্ন মিথ্যা হবে, কেন অমন করে সেদিন বালককে পাগল করেছিলে।”

প্রতি প্রাণে কি যে বেদনার ঝঙ্কার উঠিল, প্রতি আঁখিতে কি যে বিষাদের ঘন ছায়া নামিয়া আসিল। সভা নীরব। সে নীরবতা ভেদ করিয়া সভাগৃহের এক আঁধার কোণ হইতে হঠাৎ মন্দ্র স্বরে ধ্বনিত হইল—

“ঈশানী প্রবঞ্চনা করেন না, রাজন্! মানুষের বুকে সাহস ও বাহুতে যদি বল থাকে তিনি সহায়তা দান করতে কুণ্ঠিত হন না।”

চকিত হইয়া শিবাজী তাকাইয়া দেখিলেন সীতাপতি গোস্বামী। কয়েক দিন পূর্বেই কোথা হইতে এই গোস্বামীর আবির্ভাব। বয়সে নবীন, কিন্তু তার সুদীর্ঘ ঋজু দেহে অপূর্ব মহিমা, চোখে মুখে অপূর্ব দ্যুতি শিবাজীর নয়নে উৎসাহের হিল্লোল খেলিয়া গেল। তিনি বলিলেন “গোঁসাইজী, অবসন্ন প্রাণে আবার উদ্যম জাগিয়ে দিলে। ধমনীতে যে রক্ত ঘুমিয়ে পড়েছিল তাকে আবার তুললে নাচিয়ে। দাদাজী কানাইদেব মৃত্যু-শয্যায় বলে গেছেন ‘ঈশানী তোমায় যে পথ দেখিয়েছেন সে পথই তোমার পথ। দেশের স্বাধীনতা ফিরিয়ে আনো’ হিন্দুকে রক্ষা করো।’ আজ বিশ বছর পরে কি তাঁর সেই বাণী তোমার কণ্ঠে ফিরে এ'ল? কিন্তু তিনিও বুঝি আমায়

প্রবঞ্চনাই করেছিলেন।" আবার গোস্বামীর উদাত্ত কণ্ঠ বাজিয়া উঠিল—

"না রাজন্, তিনি সত্য কথাই বলেছিলেন। কিন্তু আমরা যদি ভগ্নোৎসাহ হ'য়ে মাঝপথে থমকে দাঁড়াই, সে তো আমাদেরই ভীরুতা। সন্ন্যাসীর বাচালতা ক্ষমা করুন। আপনার বীর হৃদয়কেই শুধান আমার কথা সত্য কিনা। যিনি জায়গীরদার-এর স্তর হ'তে আজ রাজপদে আসীন; অসি হস্তে যিনি স্বাধীনতার পথ পরিষ্কার করেছেন; পর্বতে, উপত্যকায়, গ্রামে, অটবীতে যাঁর বীরত্বের চিহ্ন আঁকা, তিনি কি সে বীরত্ব ভুলে যাবেন? অর্জিত স্বাধীনতা ধুলায় লুটিয়ে দেবেন? হিন্দুরাজ্যের সৌভাগ্য-আকাশে অরুণোদয়ের আভা দেখা দিয়াছে। সে আভা অকালে সাঁঝের আঁধারে লীন হ'য়ে যাবে রাজা?"

সভাস্থ সকলে নিরুত্তর। শিবাজীও নীরব—কেবল তাঁহার নয়ন দুটি জ্বলিতেছে। অনেক্ষণ পরে তিনি গোস্বামীর দিকে তাকাইয়া কহিলেন, "গোস্বামী, আপনার সাথে পরিচয় আমার অল্প দিনের, দেবতা না মানুষ আপনি জানি না। কিন্তু দৈব বাণী হ'তেও আপনার বাণী দীপ্ত। আপনার বাণী আমার হৃদয়ে জাগিয়েছে আলোড়ন। কিন্তু একটা কথা বলুন। হিন্দু সেনাপতির প্রবল প্রতাপ, অতুলনীয় রণ-কৌশল, অগণিত সেনা। তাঁর সাথে যুঝবার যোগ্যতা আমার কোথায়?"

সীতাপতি—"রাজপুতগণ বীর। কিন্তু মহারাষ্ট্রীয়েরাও দুর্বল হস্তে অসি ধরে না। পরাজয় আশঙ্কা করলেই পরাজয় হয়।

বিপদকে তুচ্ছ করে, দৈবকে সহায় করে পথে এগিয়ে চলুন। জয়লক্ষ্মী স্বয়ং আপনাকে বরণ করে নেবেন।"

শিবাজী—"কিন্তু হিন্দুর অসির মুখে হিন্দুর রক্ত ঝরবে—এতে কি কল্যাণ হবে' সন্ন্যাসী?"

সীতাপতি—"এ অপরাধ কার? যে স্বজাতির জন্য, স্বধর্ম্মের জন্য যুদ্ধ করে তার? না যিনি মুসলমানের দাস হ'য়ে স্বজাতির বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেন তাঁর?"

শিবাজীর মনে কত লক্ষ চিন্তার ঢেউ খেলিয়া গেল—কত ছবি জাগিয়া উঠিল। কিন্তু না—স্বজাতির সাথে যুদ্ধ কিছুতেই নয়—ভবানীর নিষেধ। মহারাষ্ট্র আবার স্বাধীন হইবে' অবার যুদ্ধ হইবে। কিন্তু সে যুদ্ধের দিন আসে নাই। আজ জয়সিংহের সাথে যে সন্ধি হইয়াছে তাহার মর্যাদা রাখিতেই হইবে। জয়সিংহ বলিয়াছিলেন 'সত্যপালনে যদি হিন্দুধর্ম্ম রক্ষা না হয়, সত্য লঙ্ঘনেও হইবে না।' শিবাজী তাহা ভোলে নাই। আরংজেব যদি সন্ধি লঙ্ঘন করে তবে সীতাপতি গোস্বামীর উপদেশ শিবাজী মাথা মাতিয়া লইবে, তখন সে দুর্বল হস্তে অসি ধরিবে না।

সুতরাং দিল্লী যাওয়াই স্থির হইল। স্বয়ং জয়সিংহ বাক্যদান করিয়াছেন সেখানে কোন বিপদ ঘটিবে না। অন্নজী কহিলেন, 'আরংজেব আপনাকে কোন্ উদ্দেশ্যে আহ্বান করেছে কে জানে। দি সেখানে আপনাকে সে বন্দী করে বা হত্যা করে জয়সিংহ তা কি করে রোধ করবেন?"

শিবাজী—"অন্নজী, মহারাষ্ট্রে বীরের অভাব নেই। সম্রাট যদি

শঠতা করেনই তবে এখানে যে আগুণ জ্বলবে তাতে মোঘল সাম্রাজ্য ধ্বংস হয়ে যাবে।"

শিবাজীর স্থির প্রতিজ্ঞা দেখিয়া আর কেহ কিছু বলিল না। রাজকার্য্যের ভার মুরেশ্বর, অন্নজী ও স্বর্ণদেবের উপর অর্পিত হইল। তখন মালশ্রী আসিয়া কহিল—

"রাজা, তোমার সঙ্গ ছাড়িনি কোন দিন। আজও অনুমতি কর দিল্লী যাব তোমার সাথে।"

সজল নয়নে শিবাজী অনুমতি দিলেন। সীতাপতি গোস্বামী বিদায় লইলেন ; ব্রতপালনের জন্য তাঁহাকে বহু তীর্থে যাইতে হইবে।

একটা বিরাট দীর্ঘনিশ্বাস শিবাজীর বুক মথিত করিয়া বাহির হইল, গোস্বামীজীর মত আর এক জনকে তিনি দেখিয়াছিলেন।

———

চৌদ্দ

পাঁচশত অশ্বারোহী ও এক সহস্র পদাতিক লইয়া শিবাজী দিল্লী নগরের কিছু দূরে শিবির সংস্থাপন করিলেন। তাঁহার হৃদয় আজ সহস্র চিন্তায় আলোড়িত। সেনাদল বিশ্রাম করিতেছে। অস্থির হৃদয় লইয়া তিনি পদচারণা করিতেছেন আর ভাবিতেছেন দিল্লী আসা কি ভাল হইল? সঙ্গে কেবল নয় বৎসরের পুত্র শম্ভুজী। পিতার গম্ভীর মুখের লেখা হয়ত সে কিছু কিছু বুঝিতেছে। অধীনতা স্বীকারে বীর পিতার বুকে যে ব্যথা বাজিয়াছে বালক তাহা আপন অন্তরে-অনুভব করিতেছে।

দূরে দেখা যায় দিল্লীর শেষ হিন্দুরাজা পৃথীরজের দুর্গ-প্রাচীর। ঐ ভগ্ন. দুর্গ একদিন ছিল হিন্দুরাজার প্রাসাদ, বহু-জনাকীর্ণ বিশাল নগর। এই দুর্গের আকাশে একদিন উড়িয়াছিল হিন্দুর পতাকা। সুদূর কঙ্কন প্রদেশে বসিয়াও বাল্যে শিবাজী চাঁদ কবির গানে শুনিয়াছেন ঐ রাজার কীর্তি-গাঁথা······

যোদ্ধৃগণ বেষ্টিত হইয়া রাজা সভায় বসিয়া আছেন। পথে ঘাটে, প্রতিগৃহে, নদীতীরে উৎসবের হিল্লোল। প্রাসাদের সম্মুখে সজ্জিত সেনা—বাদ্যধ্বনিতে মুখরিত। প্রভাত-সূর্যের সোনালী রশ্মিতেও উৎসবের অজস্রতা। এমন সময় মহম্মদ ঘারীর দূত আসিয়া রাজসভায় প্রবেশ করিল।

দূত পৃথ্বীরাজকে নিবেদন করিল—"মহারাজ, মহম্মদ ঘোরী

আপনার রাজ্যের অর্ধেক মাত্র গ্রহণ করে সন্ধিস্থাপন করতে সম্মত আছেন। আপনি সম্মতি দান করুন।"

পৃথ্বীরাজ উত্তর করিলেন—"যেদিন আকাশে আর একটি সূর্যের স্থান হবে সেদিন পৃথ্বীরাজ স্বীয় রাজ্যে অন্য রাজাকে স্থান দেবেন, দূত!"

দূত আবার বলিল—"মহারাজ আপনার শ্বশুর মহাশয় মহম্মদ ঘোরীর সাথে সন্ধি স্থাপন করেছেন। যুদ্ধক্ষেত্রে রাঠোর ও মোগল সেনা একত্রই দেখতে পাবেন।"

পৃথ্বীরাজ বলিলেন—"শ্বশুর মহাশয়কে আমার প্রণাম নিবেদন করে জানাবেন, আমি স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রেই তাঁর পদধূলি গ্রহণ করব।"

* * *

তারপর আজিকার ঐ ভগ্ন দুর্গ হইতেই সমুদ্রতরঙ্গের মত অসংখ্য চৌহান সেনা বাহির হইয়া আসিল। পৃথ্বীরাজের শৌর্যের তরঙ্গে কোথায় ভাসিয়া গেল রাঠোর—মুসলমান। মহম্মদ ঘোরী আহত হইয়া পলায়ন করিল।

স্বপ্নের মত সে সব দিন চলিয়া গেছে।

* * *

রাত্রির অন্ধকারের পর সোনালী রাগে আবার আকাশ রাঙ্গা হইয় উঠে। কিন্তু হিন্দুর গৌরবাকাশে রাতের যে কালো ছাইয়া আছে তাহার কি আর অবসান হইবে না?

না না, আসিবে, প্রভাত আবার আসিবে। এই বিশাল কীর্তি

ক্ষেত্র চিরদিন তিমিরাবৃত থাকিবে না। ভারতের গৌরব আবার ফিরিয়া আসিবে।

জয়সিংহের পুত্র রামসিংহ ও একজন সৈনিক সম্রাটের আদেশে শিবাজীকে দিল্লীতে আহ্বান করিয়া লইয়া যাইতে আসিয়াছেন। শম্ভুজীর দুই চোখ ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিল।
সে বলিল—

"পিতা, আপনাকে নিয়ে যেতে কেবলমাত্র দুইজন সৈনিক পাঠালেন!" শিবাজীও ক্ষুব্ধ হইলেন। কিন্তু সে ক্ষোভ প্রকাশ না করিয়া দূতদিগকে সাদরে শিবিরে অভ্যর্থনা করিলেন। রামসিংহ পিতার মতই তেজস্বী, পিতার মতই ধর্মপরায়ণ ও সত্যাশ্রয়। যুবকের সরল মুখখানির ছবি তাহার মুখেই প্রতিফলিত। ঔরঙ্গজেবের কোন অভিসন্ধি আছে কিনা কথাচ্ছলে জানিতে চেষ্টা করিয়া শিবাজী দেখিলেন রামসিংহ কিছুই জানেন না বরং নির্ভীক যুবক তাঁহার প্রশ্নে ঈষৎ হাসিয়া কহিল,—

"মহারাজ, আপনার অবস্থায় হ'লে অসির ওপর ভর করে চিরকাল পর্বতে বাস করতাম। কিন্তু পিতা আপনাকে যখন দিল্লী আসতে পরামর্শ দিয়াছেন তখন এসে ভালই করেছেন। আপনার বিপদ হবেনা বলে পিতা বাক্য দান করেছেন। সে সম্বন্ধে তিনি আমাকেও উপদেশ দিয়াছেন। রাজপুতের বাক্য লঙ্ঘন হয় না। পিতার বাক্য যাতে বিফল না হয় এ দাস সে বিষয়ে যত্নবান থাকবে"।

শিবাজীর মন কিছু স্থির হইল। বেলা বাড়িতেছে, সঙ্গে সঙ্গে গরম বাড়িতেছে তাই তখনই সকলে দিল্লী অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

পথের দুইদিকে প্রাচীন মুসলমান-প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ। মুসলমানেরা প্রথম দিল্লী জয় করিয়া পৃথ্বীরাজের দুর্গের পাশেই রাজধানী স্থাপন করিয়াছিল। সে রাজধানী আজ নাই, আছে প্রথম সম্রাটদের নির্মিত মস্‌জিদ্‌, প্রাসাদ ও সমাধি-মন্দিরের ভগ্নাবশেষ। আর তারই বুকে জগদ্বিখ্যাত কুতুবমিনার মেঘলোকে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছে। তারপর নূতন নূতন সম্রাটগণ নূতন প্রাসাদ তৈরী করিতে লাগিলেন। এমনি করিয়া নগর উত্তর দিকে সরিয়া যাইতে লাগিল।

তারপরে লোদীবংশীয় সম্রাটদের প্রকাণ্ড সমাধী-মন্দির। পাঠান রাজত্বের সময়েদিল্লী এইখানে সরিয়া আসিয়াছে। প্রত্যেক রাজার কবরের উপর এক একটি গম্বুজ। তারপরে হুমায়ুনের সমাধি-মন্দির ইহার কিছু কিছু দূরে 'চৌবট্‌ খাম্বা' অর্থাৎ ৬৪টি খাম্বার উপর নির্মিত বিশাল অট্টালিকা। তাহার পশ্চাতে অসংখ্য গোরস্থান। পৃথ্বীরাজের দুর্গ হইতে আধুনিক দিল্লী পর্য্যন্ত আসিতে আসিতে মনে হইল এই পথেই ভারতের ইতিহাস লেখা।

দিল্লীর প্রাচীরের নিকট আসিলে রামসিংহ সগর্ব্বে একটি মন্দির দেখাইলেন—রাজা জয়সিংহের তৈরী মান-মন্দির। বহু দেশের পণ্ডিতেরা রজনীতে নক্ষত্রগণনার জন্য এখানে সমবেত হন।

দিল্লীর তোরণে প্রবেশ করিবার সময় শিবাজীর বুক কাঁপিয়া উঠিল। তিনি অশ্ব থামাইলেন। ভাবিয়া দেখিলেন এখনও স্বাধীন

য়াছেন ; পরক্ষণেই বন্দী হইতে পারেন। কিন্তু তখনই মনে পড়িল য়সিংহের বাক্যদান ; তাকাইয়া দেখিলেন রামসিংহের উদার খমণ্ডলের দিকে আর কোষস্থ অসি ভবানীর দিকে। তারপরে দ্বারে প্রবেশ করিলেন।

শুধু দেবতা জানিলেন সেই মুহূর্ত হইতে শিবাজী বন্দী হইলেন।

পোনের

দিল্লীতে আজ মহা সমারোহ। আরংজেব নিজে জাঁকজমক প্রিয় না হইলেও শিবাজীকে মোঘল-সম্রাটের অর্থবল ও বির শক্তির পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন বোধ করিলেন. মোগলের কা মহারাষ্ট্র কত তুচ্ছ তাহা শিবাজী বুঝুন; আর বুঝুন সর্ব-শক্তিমা দিল্লীশ্বরের সাথে তাঁর যুদ্ধ করা কেবল নিরর্থক স্পর্ধা। সে জন্য আজ দিল্লীতে মহাসমারোহ।

বিপনিতে বিপনিতে আজ মহামূল্য পণ্যের সারি। পথে পা সুসজ্জিত নাগরিক, হস্তী, অশ্ব, শিবিকা, গজের ভীড়; কাতা কাতারে অসংখ্য অশ্বারোহী ও পদাতিক সেনা। দূর হইতে জুম মস্‌জিদের শুভ্র গম্বুজ দেখা গেল। সম্রাট সাজাহান বিপুল অর্থব্য এই মস্‌জিদ নির্মাণ করেন। মসজিদের রক্ত-প্রস্তরের প্রাচীর বহুদূ বিসারী, মিনার দুইটী আকাশের বুক চিরিয়া উঠিয়াছে মেঘলোকে মস্‌জিদের অনতিদূরে প্রাসাদ।

'দেওয়ান্‌ ই আম্‌' এ আজ সভা বসে নাই, বসিয়াছে 'দেওয় ই খাস্‌' এ। শ্বেত মর্মরে তৈরী এই সভাগৃহখানি বিচিত্র কা কার্যের রূপলীলায় মায়াময়। রত্ন-মাণিক্য-খচিত ময়ুরসিংহাস সম্রাট ঔরঙ্গজেব আসীন। তাঁহার চারিদিকে রজত-বেষ্টনী তাহার বাহিরে ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান রাজগণ, মনসবদার, আমী ওমরাহ্‌ ও সেনাপতিগণ নিঃশব্দে দণ্ডায়মান।

রামসিংহ ও শিবাজী সভায় উপস্থিত হইলেন। রামসিংহ তাঁহার পরিচয় দিয়া সম্রাটের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। দিল্লীর উৎসব সমারোহ দেখিয়াই শিবাজী আরংজেবের মনোভাব বুঝিতে পারিয়াছিলেন; এখন তাহা আরও ভাল করিয়া বুঝিলেন। মহারাষ্ট্র শিরোমণি একজন সামান্য কর্মচারীর ন্যায় নতশিরে রাজসদনে দণ্ডায়মান। শিবাজীর শিরায় শিরায় উষ্ণ রক্তের স্রোত বহিতে লাগিল। কিন্তু তিনি নিরুপায়। সামান্য কর্মচারীর ন্যায় তস্‌লিম করিয়া তাঁহাকে নজর দিতে হইল। নির্লিপ্ত ঔদাসীন্যের সহিত সম্রাট নজর গ্রহণ করিলেন। তারপর তাঁহার স্থান নির্দিষ্ট করিলেন পাঁচহাজারী মনসব্‌দারদের মধ্যে। শিবাজীর দুই চক্ষু জ্বলিতে লাগিল' ক্রোধে দেহ কাঁপিতে লাগিল। দাঁতে দাঁত চাপিয়া অস্পষ্ট স্বরে বলিয়া উঠিলেন "শিবাজী পাঁচহাজারী! সম্রাট মহারাষ্ট্রে গেলে দেখতে পাবেন কত পাঁচহাজারী শিবজীর ইঙ্গিতে প্রাণ দিতে প্রস্তুত। সম্রাট মনে রাখবেন শিবাজী দুর্বল হস্তে অসি ধারণ করে না!"

প্রয়োজনীয় কার্যের পর সভা ভঙ্গ হইল। রোষে অপমানে জর্জরিত হইয়া শিবাজী সন্ধ্যার সময় তাঁহার নির্দিষ্ট গৃহে ফিরিলেন। অল্পক্ষণ পরেই সংবাদ আসিল দরবারে অশিষ্ট ব্যবহারের জন্য শাস্তি-স্বরূপ শিবাজী রাজদর্শন হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন। রাজসভায় আর তাঁহার স্থান হইবে না।

শিবাজী বুঝিলেন বিপদের মেঘ ঘনাইয়া আসিতেছে। ঔরংজেব তাহাকে বন্দী করিবার জন্য ধীরে ধীরে জাল পাতিতেছেন। আজ

মনে পড়িল সীতাপতি গোস্বামীর কথা—যুদ্ধ করিবার পরামর্শ দিয়াছিলেন তিনি ।

সাবধান ঔরংজেব। তোমার এই চাতুরী দিয়ে মহারাষ্ট্রে যে সমরানল জ্বালিয়ে তুলবে, বিপুল এই মোগল সাম্রাজ্য তাতে ধ্বংশ হয়ে যাবে।

———

ষোল

কয়েকদিনের মধ্যেই শিবাজী স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন তিনি চিরকালের মত আরংজেবের বন্দী। আরংজেব তাঁর কারাগারে শিবাজীর সাথে সাথে মহারাষ্ট্রের স্বাধীনতাও বন্দী করিবেন এই তাঁর উদ্দেশ্য। শিবাজী দেখিলেন ক্রোধে লাভ নাই, এ বন্দিত্ব হইতে মুক্তির উপায় চিন্তা করাই এখন বুদ্ধির কাজ। তিনি বিশ্বস্ত মন্ত্রী রঘুনাথ পন্থের সহিত আলোচনা করিতে লাগিলেন। অনেক যুক্তির পর স্থির হইল প্রথমে সম্রাটের নিকট দেশে ফিরিয়া যাইবার অনুমতি প্রার্থনা করাই উচিত। প্রার্থনা প্রত্যাখ্যাত হইলে অন্য ব্যবস্থা করিতে হইবে।

ন্যায় শাস্ত্রী পণ্ডিত—তিনিই শিবাজীর দৌত্য গ্রহণ করিলেন। তিনি স্বয়ং আবেদনপত্র রচনা করিয়া সম্রাটের নিকট লইয়া গেলেন। পত্রে লিখিত অন্যান্য সমস্ত বিষয়ের উত্তর সম্রাট দিলেন কেবল শিবাজীর স্বদেশে ফিরিয়া যাওয়া সম্বন্ধে নীরব রহিলেন।

সুতরাং এবার পলায়নের পালা। সে পথ আবিষ্কারের চিন্তাই এখন শিবাজীর নিদ্রা জাগরণের সাথী।

কয়েকদিন পরে। শিবাজী গবাক্ষের পাশে বসিয়া আছেন। অন্তরে চিন্তার সীমাহীন তরঙ্গ। সূর্য অস্ত গিয়াছে, দিনের আলো ধীরে ধীরে রাতের কালোয় মিলাইয়া যাইতেছে। রাজপথে জন-সমুদ্র।

ক্রমে রাত্রি হইল। রাজধানীর কোলাহল শান্ত হইয়া আসিল' পথে লোকের আনাগোনা বিরল হইতে লাগিল ; দোকান-পাট এক এক করিয়া বন্ধ হইল। আকাশের নীল পটে দু একটি করিয়া তারার চুমকি ফুটিয়া উঠিল। শিবাজী পূবের দিকে তাকাইয়া দেখিলেন যমুনা নদী সন্ধ্যার শান্তি অঙ্গে মাখিয়া সাগরের পানে চলিতেছে।

জুম্মা মস্‌জিদ হইতে আজানের মন্ত্র গভীর ধ্বনি ঘরে ঘরে কোন অজানার ডাক পাঠাইয়া ধীরে ধীরে উর্দ্ধলোকে উঠিয়া গেল। শিবাজী স্তব্ধ হইয়া সে ধ্বনি শুনিলেন—তাঁহার অন্তরও বুঝি স্পন্দিত হইয়া উঠিল। চাহিয়া দেখিলেন কালো আকাশের পটে মস্‌জিদের শুভ্র গম্বুজের অস্পষ্ট ছায়া-রেখা আঁকা—কিছু দূরে দুর্গের রক্তবর্ণ মেঘচুম্বী প্রাচীর আকাশপ্রান্তে পর্বতশ্রেণীর মত আপনাকে বিস্তার করিয়া দিয়াছে।

রাত্রি আরও গভীর হইল—শিবাজী তখনও চিন্তামগ্ন। কত ছবি আজ স্মরণে ভাসিয়া আসিল। মনে পড়িল বাল্যের স্বপ্ন, বাল্যের আশা, ভরসা, সাথিদের কথা ; বীর পিতার কথা, পিতৃতুল্য দাদাজী কানাইদেবের কথা যাঁর চরণতলে শিবাজীর বাল্যের শিক্ষা, দীক্ষা, প্রেরণা ; বীর মাতা জীজী যিনি শিশু শিবাজীর কাণে স্বাধীনতার মন্ত্র শুনাইয়াছিলেন—বালক শিবাজীকে বীর ব্রতে দিয়াছিলেন দীক্ষা' বিপদে দিয়াছেন আশ্বাস, আহবে দিয়াছেন উৎসাহ……. …..তারপর যৌবনের পণ......বিজয় অভিযান। একের পর একে কত দুর্গ বিজয়, কত দেশ জয়। কত সংকটের

মঘ ঘনাইয়াছে কত বাধা কত বিঘ্ন পথের দুর্গমতাকে কঠিনতর রিয়াছে..................কিন্তু বিজয়লক্ষ্মী তাহারই কপালে য়টিকা পরাইয়াছেন বারে বারে।............আজ কি সব ব্যর্থ ইবে !...... ..

হঠাৎ শিবাজীর কাছে কাহার ছায়া পড়িল। বিস্মিত হইয়া তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সেই দিকে চোখ রাখিয়া অসিতে হাত দিলেন। সে ব গ্রাহ্য না করিয়া ছায়া ধীরে ধীরে গবাক্ষ দিয়া ভিতরে প্রবেশ রিল। আগন্তুকের সন্ন্যাসীর বেশ। একি শিবাজীকে হত্যার ন্য সম্রাটের চর? কে এ সন্ন্যাসী?

সন্ন্যাসী সম্মুখে আসিয়া 'মহারাজের জয় হোক' বলিয়া অভিবাদন করিল।

শিবাজী কণ্ঠস্বরে চিনিলেন—এ সীতাপতি গোস্বামী। বিস্ময়ে আনন্দে তিনি দিশাহারা হইলেন। সীতাপতিকে আলিঙ্গন করিয়া দীপ জ্বালিলেন। তারপর জিজ্ঞাসা করিলেন—"রায়গড়ের সংবাদ কি বন্ধু! সেখানথেকে এতদূরে, তার ওপর এই গভীর রাতে চারের মত জানালা ডিঙ্গিয়ে এখানে আসার উদ্দেশ্যটা কি বলতো?

সীতাপতি বললেন—"রায়গড়ের সবই কুশল; যোগ্য পাত্রেই রাজ্যের ভার অর্পণ করে এসেছেন। তারপর এখানে আসা? ব্রতসাধনের জন্য আমাকে দেশে দেশে ঘুরতে হয় তাতো মহারাজের অজানা নাই। আমার পথই আমায় আজ এখানে নিয়ে এল। তারপর মহারাজের দর্শন যখনই লাভ করি তখনই আমার সৌভাগ্য. রাতই কি আর দিনই কি!

শিবাজী—"কিন্তু বন্ধু, খট্‌কা লাগছে। বিশেষ কারণ না থাকলে—"

সীতাপতি—"মহারাজ, আপনিই আগে বলুন, এখানে এসে কুশলে আছেন তো ?"

শিবাজী—"শরীরের কুশল আছে বৈকি ! কিন্তু শত্রুর ব্যূহের মধ্যে মনের কুশল কোথায় আর মেলে ?"

সীতাপতি—"সম্রাটের সঙ্গে তো মহারাজের সন্ধি হয়েছে তবে শত্রু কোথায় আর ?"

শিবাজী—"সর্পের সাথে ভেকের সন্ধি কতক্ষণ থাকে ? সীতাপতি ! তুমি জানো সব আর লজ্জা দিওনা। তখন তোমার কথা শুনলে আজ আর এ দশা হ'তনা।"

সীতাপতি—"সন্ধিবাক্যে বিশ্বাস করে আপনি এখানে এসেছেন সে বিশ্বাস যিনি ভেঙ্গেছেন অপরাধ তাঁর, আপনার নয়। খলতার জয় নেই প্রভু ! ঔরংজেব নিজের পাপের আগুনে পুড়ে মরবে আপনি রায়গড়ে যে কথা বলে এসেছেন তার প্রতি অক্ষর প্রতি মহারাষ্ট্রবাসীর বুকে জেগে আছে। সম্রাটের বিশ্বাসঘাতকতায় মহারাষ্ট্রে সমরানল জ্বলে উঠবে—মোগল সাম্রাজ্য তাতে বুঝি ভস্ম হয়ে যাবে, মহারাজ !"

চারিদিকে নৈরাশ্যের জমাট-বাঁধা আঁধারের মধ্যে আশার ফুলঝুরি খেলিয়া গেল। শিবাজী বলিলেন—

"সে আশা এখনও ছাড়িনি। আরংজেব দেখবে মহারাষ্ট্র বেঁচে আছে এখনও। কিন্তু ভাবছি আমার বীর সেনারা যখন আমা

জন্য হাসিমুখে সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়বে—আমি কি এমনি করে দিল্লীতে বসে থাকব? অতগুলো দরদ-ভরা প্রাণের বিনিময়ে নিজের আরাম কিনব?"

সীতাপতি—"বাতাসকে যেদিন সম্রাট জালে বাঁধতে পারবেন সেদিনই তাঁর পক্ষে আপনাকে বাঁধা সম্ভব হবে।"

শিবাজী ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন—"তবে বুঝি, বন্ধু, শিবাজীর মুক্তি-পথের নির্দেশ নিয়ে এসেছ?"

সীতাপতি—"প্রভুর তীক্ষ্ণদৃষ্টির কাছে কিছু গোপন রাখা সম্ভব নয়। সত্যি কিছু উপায় করে এসেছি। একটু ছদ্মবেশ ধরতে হবে মহারাজ! ছদ্মবেশ পরে এখান থেকে বের হ'তে হবে রাতে। দিল্লীর পূর্বদিকের প্রাচীরের গায়ে এক জায়গায় শলাকা-বিদ্ধ রয়েছে তার সাহায্যে প্রাচীর লঙ্ঘন করা অসম্ভব হবেনা আপনার পক্ষে প্রাচীরের বাইরে নদীর ঘাটে নৌকা বাঁধাই থাকবে। সেই নৌকা নিমিষে আপনাকে মথুরায় নিয়ে যাবে। সেখানে প্রভুর অনেক মিত্রই রয়েছেন —দেবালয়ের অনেক হিন্দু পুরোহিত আছেন। তাদের সাহায্যে মহারাষ্ট্রে ফিরে যাবেন।"

শিবাজী—"প্রাচীর লঙ্ঘনের সময় কেউ যদি আমায় দেখে ফেলে তবে প্রাণ নিয়ে পালানো যে ঘটে উঠবেনা"।

সীতাপতি—"সে ভয় নাই। কাছেই মহারাজের দশজন তীরন্দাজ গা ঢাকা দিয়ে আছে! কেউ যদি আপনাকে দেখতেই পায় বা বাধা দেয় তবে তারও প্রাণটা নিয়ে ফিরে যাওয়া ঠিক তেমন সুবিধার হবে না। তারপর নৌকার মাল্লারাও আপনারই

যোদ্ধা এবং তারাও ছদ্মবেশের তলায় বর্ম-তৃণে সজ্জিত হয়েই এসেছে।”

শিবাজী—“তা যেন হ’ল! আমার তো পালাবার পথ হ’ল। কিন্তু আমার পুত্র কোথায় থাকবে? তারপর আমার বিশ্বস্ত মন্ত্রী প্রিয় বন্ধু তন্নজী, সৈন্যদল এদের কার হাতে রেখে যাব? সম্রাটের কোপানল হ’তে এরা কি অব্যাহতি পাবে”?

সীতাপতি—“রঘুনাথ পন্থজী, তন্নজী ও শম্ভুজী আজ আপনার সাথেই যেতে পারবেন। আর আপনার সেনারা এখানে থাকলে কোন ক্ষতি হবে না। কেবল তাদের দিয়ে সম্রাটের লাভ হবে না, দুদিনেই তাদের বিদায় দেবেন।”

শিবাজী—“আরংজেবকে জানা নাই তোমার। ভুলে গেছ সিংহাসনের লোভে ভ্রাতৃবধও তার দ্বারা সম্ভব হয়েছিল।”

সীতাপতি—মহারাষ্ট্র বীরগণ তাদের প্রভুর জন্য কঠিনতম পীড়নও হাসিমুখে মাথা পেতে নেবে।”

শিবাজী খানিকক্ষণ নীরবে চিন্তা করিয়া তাহার পর শান্ত-ভাবে বলিলেন—“অনেক কষ্ট করেছ বন্ধু, তারজন্য কৃতজ্ঞ আমি। কিন্তু শিবাজী তার বিশ্বস্ত ও অনুগত সহচরদের বিপদে রেখে আপনার উদ্ধার চায়না। এ ভীরুতা তার দ্বারা কোন-মতে সম্ভব হবে না।”

সীতাপতি—“কিন্তু অন্য কোনো উপায় নাই।”

শিবাজী—“তবে সময় দাও, বন্ধু! শিবাজীর জীবনে বিপদ এই প্রথম নয়। বিপদ নিজেই শিবাজীকে পথের সন্ধান দিয়ে এসেছে বারে বারে! এবারও দেবে।”

সীতাপতি—"আর সময় নাই রাজা। আজ পালান নইলে কাল চারিদিকে বাধার যে প্রাচীর গড়ে উঠবে, তা দুর্লঙ্ঘ্য।"

শিবাজী—"জানিনা ভবিষ্যতের কি ইঙ্গিত পেয়েছ। কিন্তু তাও যদি হয়, শিবাজীর অন্য উত্তর নাই। আশ্রিতকে বিপদে ফেলে শিবাজী কোনমতে আত্মরক্ষার পথ খুঁজবে না। এ ক্ষাত্রধর্ম নয়, গোস্বামী।"

সীতাপতি—"বিশ্বাসঘাতককে শাস্তি দেওয়াও ক্ষাত্রধর্ম। প্রভু, ফিরে যান মহারাষ্ট্রে. সেখানে যুদ্ধের আগুন জ্বালিয়ে তুলুন—আরংজেবের পাপরাজ্য ধ্বংশ করুন"।

শিবাজী—"যিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের রাজা, বিশ্বাসঘাতকের শাস্তি তিনি দেবেন, সীতাপতি। কিন্তু শিবাজী আশ্রিতকে ত্যাগ করবে না।"

সীতাপতি—"ভেবে দেখুন, রাজা! কাল থেকে আপনি বন্দী।"

শিবাজী—"শিবাজীর প্রতিজ্ঞা তবু ভঙ্গ হবে না।"

সীতাপতি আর কি বলিবেন। শিবাজী তাকাইয়া দেখিলেন তাহার চক্ষে বিশ্বের বেদনা; তখন তাহার হাত ধরিয়া কোমলস্বরে বলিলেন, "অপরাধ মার্জনা করো, সীতাপতি! তোমার ভালো-বাসা, রায়গড়ে তোমার বীরবাণী, আমার প্রাণরক্ষার জন্য তোমার যত্ন, এ আমার হৃদয়ে চিরদিন আঁকা থাকবে। তুমি বরং আমার কাছে থাক। আমার বন্দিত্ব সহজ হয়ে উঠবে। তারপব দেখা যাক সকলের উদ্ধারের কোন পথ হয় কিনা।

সীতাপতি—"জগদীশ্বর জানেন আপনার সঙ্গই আমার বড়

তীর্থ। কিন্তু তবুও আমার ব্রতসিদ্ধির জন্যই আমায় দেশে দেশে ঘুরে বেড়াতে হবে।

শিবাজী—"কি অসাধারণ ব্রত তোমার জানিনা। কি তোমার ব্রত সীতাপতি ?"

সীতাপতি—"সব বলা এখন সম্ভব নয়। তবে ব্রতের একটি বিধানে দিনের আলোয় রাজদর্শন নিষিদ্ধ।"

শিবাজী—"কেন এ কঠোর ব্রত গ্রহণ করেছ ?"

সীতাপতি—"বিধির বিধান। বাল্য হতে দেবতা বলে জেনে যাঁর নাম জপেছি তাঁরই প্রসন্নদৃষ্টি হতে বঞ্চিত হয়েছি। এ দুর্ভাগ্য নিরসনের জন্যই এ ব্রত।"

শিবাজী—"এ ব্রতের বিধান তোমায় কে দিল ?"

সীতাপতি—"ঈশানী মন্দিরে একজন আমায় এ ব্রতে দীক্ষা দিয়াছেন। আজও সময় হয়নি রাজা। যদি আমার ব্রত পূর্ণ হয় তবে আপনার কাছে সব নিবেদন করব, নয়ত ব্রত-সাধনেই এ প্রাণ বিসর্জন দেব। এ ক্ষুদ্র জীবন দিয়ে যাঁর পূজার নৈবেদ্য সাজিয়েছিলাম তাঁর পূজাতেই যদি না লাগলাম তবে কি হবে এ জীবন দিয়ে ?"

শিবাজী—"সত্য কথা বলেছ, সীতাপতি। এর বাড়া বেদনা নাই।"

সীতাপতি—"প্রভু কি তাহলে এ যাতনা কখনও ভোগ করেছেন ?"

শিবাজী—"আমি একজন নির্দোষ বীর পুরুষকে এ যাতনা দিয়েছি। তার কথা আমায় বড় বেদনা দেয়।"

সীতাপতি—"সে হতভাগার নাম কি ?"

শিবাজী—"রঘুনাথজী হাবিলদার,।

সহসা দীপ নিভিয়া গেল। শিবাজী দীপ জ্বালাইতে গেলে সীতপতি নিষেধ করিয়া বলিলেন—"প্রয়োজন নাই দীপের, আপনি বলুন।,,

শিবাজী বলিয়া চলিলেন "তিন বৎসর আগে রঘুনাথ আমার কাছে এসে সৈনিকের কাজে নিযুক্ত হয়। বালক তখন সে, কিন্তু কি ঔদার্য, কি দীপ্তি মাখান ছিল সে মুখ-খানায়। তোমার মত তার উন্নত-ললাট, আয়ত উজ্জ্বল দুই চোখ। তোমার চেয়ে বয়স তার কম ছিল—কিন্তু ছোট বুকখানায় ছিল দুর্দমনীয় বীরত্ব, অসীম সাহস। সীতাপতি, তুমি যেন তারই ছবি। তোমায় দেখলে তারই কথা আমার মনে পড়ে। প্রথম দর্শনের দিনেই তার সত্যকার রূপ আমার কাছে ধরা দিয়েছিল। আমার নিজের একখানা অসি তাকে দিয়েছিলাম, রঘুনাথ সে অসির অবমাননা করেনি। ছায়ার মত আমার সাথে সাথে থেকেছে; যুদ্ধের সময় শত্রু-ব্যূহ ভেদ করতে সকলের আগে ছুটে গিয়েছে বীর বিক্রমে। নিজের প্রাণ তুচ্ছ করে এক যুদ্ধে আমার প্রাণ সে রক্ষা করেছিল; তারই শৌর্যে এক দুর্গম গিরি-দুর্গ জয় সম্ভব হয়েছিল। সেই বিশ্বাসী বীর বালককে আমি অপমান করে দূর করে দিলাম। সেদিন বুঝি আমি অন্ধ হয়েছিলাম। কিন্তু আমার অবিচার মাথা পেতে নিয়ে কথাটি না কয়ে সে ধীরে ধীরে চলে গেল।"

শিবাজীর কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল। দুই গাল বাহিয়া অশ্রু প্রবাহ নামিয়া আসিল। মুহূর্তের পর মুহূর্ত গড়াইয়া চলিল—দুজনই নীরব। তারপর সীতাপতি বলিলেন—"দোষীর দণ্ডবিধান করে রাজধর্ম পালন করেছেন।"

শিবজী—"রঘুনাথের উন্নত চরিত্রে দোষ স্পর্শ করে না, সীতাপতি। আমিই অন্ধ হয়েছিলাম। রঘুনাথের যুদ্ধ-স্থানে আসতে দেরী হয়েছিল, আমি বিদ্রোহের অপরাধে অপরাধী করলাম তাকে। রাজা জয়সিংহ পরে অনুসন্ধান করে জানলেন রঘুপতি তাঁর একজন পুরোহিতের কাছে আশীর্বাদ গ্রহণ করতে গিয়েছিল। শুনেছি সেই অপমান রঘুনাথ সইতে পারেনি, সে প্রাণ ত্যাগ করেছে। সে আমার প্রাণ রক্ষা করেছিল আর তার প্রতিদানে আমি তাকে হত্যা করলাম।"

অব্যক্ত বেদনায় শিবজীর ভাষা মূক হইয়া গেল। অনেকক্ষণ পরে ডাকিলেন—"সীতাপতি!" কোনও উত্তর পাইলেন না। প্রদীপ জ্বালিয়া দেখিলেন—ঘরে কেহ নাই।

সতের

পরদিন ঘুম ভাঙ্গিলেই শিবাজী দেখিলেন তাঁহাব গৃহ সশস্ত্র প্রহরী বেষ্টিত। কাহারও বাহির হইতে ভিতরে আসা এবং ভিতর হইতে বাহিরে যাওয়া নিষিদ্ধ। শিবাজী আরংজেবের বন্দী। তাঁহার সীতাপতির কথা স্মরণ হইল।

শিবাজী স্বদেশে ফিরিয়া যাইবার প্রার্থনা করা অবধি আরংজেবের মনে সন্দেহ হইয়াছে। সেই জন্যই তাহারই এ বন্দিত্ব ; সীতাপতি ইহা বুঝিতে পারিয়াই পলায়নের ব্যবস্থা করিয়াছিল।

একটার পর একটা ঘটনা শিবজীর মনে পড়িল। সম্রাট প্রথমে শিবাজীকে বহু সমাদর করিয়া দিল্লীতে নিমন্ত্রণ করেন। তারপর প্রকাশ্য দরবারে অপমান, রাজ-দর্শন নিষেধ, দেশে ফিরিয়া যাওয়ার প্রার্থনা প্রত্যাখ্যান, অবশেষে এই কারাগার। রোষে শিবাজী গর্জিয়া উঠিলেন—"আরংজেব, শিবাজীকে চেননি। চতুরতায় শিবজীও শিশু নয়। তোমার ঋণ সে পরিশোধ করবে।"

তাহার পর তিনি রঘুনাথ পন্থজীকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। তিনি আসিলে বলিলেন "মন্ত্রীবর, আরংজেবের খেলা আমাদেরও খেলতে হবে। আপনাদের আশীর্বাদে শিবজীর হাত এ খেলায় কাঁচা নয়।"

মন্ত্রীর সাথে আলোচনায় স্থির হইল সম্রাটের কাছে অনুচরদের দেশে ফিরিয়া হাইবার অনুমতি প্রার্থনা করা হইবে। শিবাজী

বন্দী, সুতরাং তাঁহার অনুচর সংখ্যা কমিলে সম্রাট অসন্তুষ্ট হইবেন না।

তাহাই হইল। আবেদন মঞ্জুর হইল। সম্রাট অতি সন্তুষ্ট মনে শিবাজীর প্রত্যেক অনুচরের নামে এক একখানা অনুমতি পত্র তাহার নিকট পাঠাইয়া দিলেন। শিবাজী মনে মনে বলিলেন—"মূর্খ ! এখন যদি ছদ্মবেশে একখানি অনুমতি পত্র নিয়ে দিল্লী ত্যাগ করি, কি করতে পারো। কিন্তু শিবাজী তা করবে না, আপনার পথ সে আপনিই করবে।"

নিমন্ত্রিত অতিথির উপর সম্রাটের এই ব্যবহারে জ্ঞানী ও সদাচারী মুসলমান সভাসদ্‌গণ সকলেই লজ্জিত হইয়াছেন। কিন্তু সম্রাট বড় সুখী—স্পর্ধিত শত্রু জালে বাঁধা পড়িয়াছে। জ্ঞান-বৃদ্ধ, বয়োবৃদ্ধ, সৌম্য, শান্ত, ধর্ম-প্রাণ দানেশ মন্দ্‌ আসিয়া বৃথাই সম্রাটের দুয়ারে শির হানিয়া গেলেন। বৃদ্ধের অসাধারণ পাণ্ডিত্যের জন্য রাজকর্মে তাঁহার পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিয়া সম্রাট তাঁহাকে মর্যাদা দেন বটে কিন্তু সত্যনিষ্ঠ বৃদ্ধের উপদেশ প্রায়ই তাঁহার মনোমত হয় না। সম্রাট শিবাজীকে সসম্মানে দেশে ফিরিয়া যাইবার অনুমতি দিন এই আবেদন লইয়া দানেশ মন্দ্‌ তাহার নিকটে আসিলেন। আরংজেব তাহাকে বলিলেন যে শিবাজী ধূর্ত হউক, বিদ্রোহী হউক, কিন্তু বীর। বীরের উপযুক্ত মর্যাদা তাহাকে দিবার জন্যই দিল্লীতে তাঁহার নিমন্ত্রণ। কিন্তু মূর্খ শিবাজী দরবারে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করিয়াছে। উদার সম্রাট তাহাকে শাস্তি না দিয়ে কেবলমাত্র রাজ-সভায় আগমন নিষেধ করিয়াছেন। কিন্তু এখন সে নাকি আবার দিল্লীর

কে বসিয়াই অনেক সাধু সন্ন্যাসীও বিদ্রোহীদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করিতছে. কোন অনিষ্ট করিতে না পাবে কেবল সেইদিকে দৃষ্টি রাখিবার জন্য প্রহরীব বন্দোবস্ত। কয়েকদিন পরেই খেলাৎ দিয়া তাহাকে বিদায় দেওয়া হইবে।

দানেশ মন্দ্ আরংজেবের কূটবুদ্ধি বুঝিতে পারিলেন। নম্রভাবে তাহাকে বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন শিবাজীকে বন্দী করিয়া রাখিলে নানা লোকে নানা কথা বলিবে। কিন্তু আরংজেব তাহাকে জানাইলেন যে মন্দ লোকের মন্দ কথায় দিল্লীশ্বরের ক্ষতিবৃদ্ধি হইবে না। শিবাজীকে তাহার ঔদ্ধত্যের জন্য সাবধান করিয়া দিয়া তিনি রাজকর্তব্য করিয়াছেন ইহার পর তাঁহাকে সম্মান প্রদর্শন করিয়া সম্রাটের উপযুক্ত দয়ার পরিচয় দিবেন।

দানেশ মন্দ্ বুঝিলেন আরংজেবকে বুঝাইয়া সৎপথে আনা সহজ নহে। তবুও তিনি আর একবার চেষ্টা করিয়া দেখিলেন।

বলিলেন—"জাঁহাপনার হৃদয় মহৎ. এমনি উদারতা ও মহত্ত্ব দিয়ে পরলোকগত সম্রাট আকবর শাহ তাঁর সম্রাজ্যের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেছিলেন। প্রথমে যখন তিনি সিংহাসনে আরোহণ করেন সমগ্র সাম্রাজ্য শত্রু-সংকুল ছিল; রাজস্থান, বিহার, দাক্ষিণাত্যে ছিল বিদ্রোহ। কিন্তু বিশ্বাস ও স্নেহের বাঁধনে তিনি পরম শত্রু রাজপুতদেরও বেঁধে ফেলেছিলেন। এই রাজপুতরাই অবশেষে মোগল সাম্রাজ্যের প্রধান স্তম্ভস্বরূপ হয়ে কাবুল হ'তে বঙ্গদেশ পর্যন্ত মোগলের বিজয়-পতাকা উড়িয়েছিলেন। মোগলের বাহুতে শক্তির

অভাব নেই, জাঁহাপানা। কিন্তু এ বিজয় কেবলবাহু বলেই সম্ভব হয়নি। আকবর-শাহ, প্রেম দিয়ে, ন্যায় দিয়ে শত্রু; মিত্র, হিন্দু, মুসলমান সকলেরই হৃদয় জয় করেছিলেন, তবেই না বিশাল সাম্রাজ্য-প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়েছিল। দাক্ষিণাত্যের যুদ্ধে শিবাজী অনেক সহায়তা করেছেন তাঁর প্রতি দাক্ষিণ্য দেখিয়ে সম্রাট ভালোই করেছেন। আজীবন শিবাজী মোগল সাম্রাজ্যের স্তম্ভ-স্বরূপ থাকবেন।"

আরংজেব—"দানেশ মন্দ! অপরাধ নেবেন না। রাজ্য-শাসনে আরংজেব পরের সাহায্য চায় না; কাকেও সে বিশ্বাস করে না।"

দানেশ মন্দ—"বিস্তীর্ণ রাজ্য শাসন সহায়তা ভিন্ন সম্ভব নয়, জাঁহাপনা। সর্ব স্থানে, সর্ব সময় আপনি উপস্থিত থাকতে পারবেন না. কাজেই প্রতিনিধির প্রয়োজন।"

আরংজেব—"প্রতিনিধি নিযুক্ত করতে হবে বৈকি। কিন্তু ভৃত্য থাকবে ভৃত্যের মত। ক্ষমতা থাকবে রাজার। আজ ক্ষমতা দিলে কাল তারা প্রভু হ'তে চাইবে; সে ক্ষমতা আরংজেব কাউকে দিতে চায় না। অসমুদ্র-হিমাচল সে একা শাসন করতে পারবে, কারো সাহায্য তার প্রয়োজন হবে না। আলমগীর তার নিজের নাম সার্থক করবে।"

আরংজেবের কোন কূটবুদ্ধি, কোন মন্ত্রণা কাহারও কাছে কোনদিন প্রকাশ হয় নাই। আজ কথায় কথায় তাহার মনের দ্বার খুলিয়া গেল। কিন্তু উদার-চরিত্র দানেশ মন্দের কাছে কিছু প্রকাশ হইলে কোন হানি নাই, ইহা আরংজেব জানিতেন। কিন্তু সেদি

যদি বৃদ্ধের উপদেশ গ্রহণ করিতেন তবে মোগল-সাম্রাজ্য বুঝি এত শীঘ্র ধ্বংস হইত না।

রামসিংহ আসিয়া সম্রাটের সম্মুখে দাঁড়াইল। জয়সিংহ দাক্ষিণাত্যের সমস্ত শত্রু পরাজিত করিয়া বিজয়পুর আক্রমণ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার সৈন্যসংখ্যা বড় অল্প, সেজন্য নগর এখনও হস্তগত হয় নাই। বিশেষ করিয়া গলখন্দের সুলতান বিজয়পুরের সাহায্যে বহু সৈন্য পাঠাইয়াছেন। জয়সিংহ শত্রুবেষ্টিতে। আরও সৈন্য প্রয়োজন। বিজয়পুর অধিকৃত হইলেই দাক্ষিণাত্যে মোগল-প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হইবে।

এমন অবস্থায় অন্য কোনো সম্রাট হইলে সৈন্য পাঠাইয়া দাক্ষিণাত্য বিজয় সম্পূর্ণ করিতেন। কিন্তু আরংজেবের রীতি অন্য প্রকার। জয়সিংহ প্রতাপান্বিত সেনাপতি, তাঁর যশের সৌরভ দেশে বিদেশে ছড়াইয়াছে, শক্তি তাঁর অসীম। আরংজেব তাঁর কোন সেনাপতিকে এত শক্তি দিয়া বিশ্বাস করিতে পারেন না। এ যুদ্ধে জয়সিংহের পরাজয় হইলে তাঁর যশঃ ম্লান হইয়া যাইবে। আর যদি বিজয়পুরের যুদ্ধে তাঁর মৃত্যু ঘটে তবে আরংজেবেরপথ হইতে একটি কাঁটা সহজেই সরিয়া যাইবে। তাই রামসিংহের কাতর মিনতিতে সম্রাট শুধু বলিলেন—"আপনার পিতার বিপদের সংবাদ আমায় মর্মাহত করেছে। কিন্তু বর্তমানে দিল্লীতে সৈন্যসংখ্যা বড় কম তাই এ সময় সাহায্য প্রেরণ সম্ভব নয়। আপন বাহুবলে তিনি জয়লাভ করেন সম্রাট এই কামনা করেন।"

রামসিংহের প্রার্থনা ব্যর্থ হইল। তাহার বুকখানা বেদনায় টন্

টন্ করিয়া উঠিল—বিপদের এই বেড়াজাল হইতে পিতার উদ্ধা নাই। অনেকক্ষণ নীরবতার পর গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া আবা বলিলেন, "প্রভু, আমার আর একটি প্রার্থনা আছে।"

আরংজেব—"নিবেদন করুন।"

রামসিংহ—"শিবাজী যখন দিল্লী আগমন করেন, পিতা তাঁ বাক্যদান করেছিলেন, এখানে তাঁর কোন বিপদ হবে না।"

আরংজেব কেবল বলিলেন—"জানি।"

রামসিংহ সকাতরে বলিলেন—রাজপুতের বাক্য লঙ্ঘন তা মরণের বাড়া। পিতার ও আমার প্রার্থনা শিবাজীর কোন অপরা হয়ে থাকলে নিজগুণে ক্ষমা করে তাকে বিদায় দিন।"

আরংজেব ক্রোধ সংবরণ করিয়া বলিলেন, সম্রাট তাঁর কর্তব্যা কর্তব্য জানেন রামসিংহ।"

দানেশ মন্দ্ ও রামসিংহ উভয়ের চেষ্টা ব্যর্থ হইল। শিবাজ ও জয়সিংহ উভয়েই প্রাণ দিয়া সম্রাটের কার্য করিলেন। কি তাঁহাদের উভয়ের বিপুল ক্ষমতা সেই অপরাধে সম্রাট তাহাদিগ বিশ্বাস করিলেন না। ফলে আরংজেব স্বহস্তে মোগল সাম্রাজ ধ্বংসের বীজ বপন করিলেন।

আঠার

শিবাজীর কঠিন পীড়া। সমস্ত দিল্লী এই সংবাদে ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে। দিনরাত শিবাজীর ঘরের দরজা জানালা বন্ধ বৈদ্য আসা যাওয়া করিতেছে। আজ তাহার অবস্থা আশঙ্কাজনক, কাল পর্যন্ত প্রাণের মেয়াদ থাকিবে কি না সন্দেহ। কখনও কখনও সংবাদ রাষ্ট্র হইতেছে শিবাজী ইহলোকে নাই। হাটে, ঘাটে, রাজপথে সকলের মুখে একই আলোচনা।

আরংজেব ঘন ঘন সংবাদ লইতেছেন, সকলের নিকট শিবাজীর জন্য গভীর উৎকণ্ঠা প্রকাশ করিতেছেন। কিন্তু তাঁহার অন্তরে উল্লাস সুযোগ বুঝি আসিয়াছে, বিনা আয়াসেই বোধহয় মুস্কিল আসান হইবে, মন্দলোকের মন্দ কথার ভাগী হইতে হইবে না।

সন্ধ্যাবেলা একজন বৃদ্ধ সৌম-দর্শন মুসলমান হাকিম শিবাজীর গৃহদ্বারে শিবিকা হইতে নামিয়া প্রহরীদের জানাইলেন সম্রাটের আদেশে তিনি শিবাজীর চিকিৎসা করিতে আসিয়াছেন। সসম্মানে প্রহরীগণ পথ ছাড়িয়া দিল।

শিবাজী শয্যায় শায়িত। ভৃত্য সংবাদ লইয়া আসিল সম্রাট হাকিম পাঠাইয়াছেন। তীক্ষ্ণ বুদ্ধি শিবাজী তৎক্ষণাৎ স্থির করিলেন বিষ-প্রয়োগের জন্যই সম্রাটের এ ছল। তিনি ভৃত্যকে আদেশ দিলেন—'হাকিম সাহেবকে আমার সেলাম জানিয়ে বলো হিন্দু কবিরাজ আমার চিকিৎসা করছে। সম্রাটের অনুগ্রহের জন্য আমার অশেষ ধন্যবাদ!"

ভৃত্য আদেশ লইয়া ঘর হইতে বাহির হইবার সঙ্গে সঙ্গেই হামিক সাহেব আসিয়া প্রবেশ করিলেন। শিবাজী ক্রোধ চাপিয়া ক্ষীণস্বরে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া শয্যার পাশে বসাইলেন।

আকৃতি দেখিয়া হাকিমের প্রতি কোনো প্রকার সন্দেহ হয় না। শুভ্র শ্মশ্রুর জালে তাঁহার বক্ষ আবৃত' শিরে প্রকাণ্ড উষ্ণীষ; হাকিমের স্বর স্থির গম্ভীর। হাকিম বলিলেন—"মহারাজ; ভৃত্যকে যে আদেশ দিয়েছেন শুনেছি। আপনি আমার চিকিৎসা চান না। কিন্তু মানব-জীবন রক্ষা করা আমাদের ধর্ম। আমি আমার কর্তব্য করব।"

শিবাজী ভিতরে ভিতরে ক্রোধে ফুলিতে লাগিলেন। কিন্তু মুখে কিছু বলিলেন না। হাকিম জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনার কি পীড়া?"

দুর্বল স্বরে শিবাজী উত্তর করিলেন, "কি পীড়া জানিনা। বুকে সর্ব শরীরে অসহ্য বেদনা। ভিতরে বাহিরে আগুনের মত সর্বক্ষণ জ্বলছে।"

হাকিম গম্ভীর স্বরে বলিলেন—"প্রতিহিংসার আগুনেই অন্তর বেশী জ্বলে আর দুশ্চিন্তার দরুণও বুকে ব্যথা হয়।"

বলে কি! বিস্মিত ও ভীত হইয়া শিবাজী হাকিমের দিকে তাকাইলেন। কিন্তু কৈ সেখানে তো কোনও ভাবের পরিবর্তন নাই। শিবাজী নিরুত্তর হইয়া রহিলেন। হাকিম তাঁহাকে পরীক্ষা করিতে চাহিলেন। সর্বনাশ! কিন্তু উপায় নাই। মনোযোগের সহিত রোগীকে অনেকক্ষণ পরীক্ষা করিয়া বলিলেন "গলার স্বর যেমন ক্ষীণ

কৈ আপনার নাড়ী তো তেমন ক্ষীণ নয়। আর পেশীগুলোও তো দেখছি লোহার মত শক্ত। তবে কি আপনার এসব ভান মাত্র?"

শিবাজী আরও অবাক হইয়া এই অদ্ভুত হাকিমের দিকে তাকাইয়া রহিলেন, কিন্তু তাঁহার মুখে কোন কপটতার চিহ্ন নাই, পূর্বের মতই মুখ সৌম্য, শান্ত গম্ভীর। ক্রোধে শিবাজীর রক্ত উত্তপ্ত হইয়া উঠিল। কিন্তু আপনাকে সংযত করিতেই হইল। ক্ষীণস্বরে তিনি বলিলেন—"অন্য চিকিৎসকেরাও ঐ কথাই বলেন। বাইরে কোন লক্ষণই নাই, অথচ ভিতরে ভিতরে তিলে তিলে আমি ক্ষয় হয়ে চলেছি।"

হাকিম কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া কহিলেন—"আলফ্ লায়লা ও লায়লুম্ নামে আমাদের একটি চিকিৎসা শাস্ত্র আছে। তাতে এক সহস্র পীড়ার বর্ণনা আছে। তার মধ্যে কয়েকটি বাহ্যলক্ষণ-শূন্য পীড়ারও উল্লেখ আছে। একটির চিকিৎসা 'বকস্তনে আসিরী ঈশারাৎ ফর্দ্দ'—অর্থাৎ কয়েদীগণ কাজ না করার জন্য অসুখের ছল করে, তার চিকিৎসা শিরশ্ছেদন। আরেকটি রোগ আছে তার নাম 'আয়েবহা বরগেরেকতা জেরেবগল'। অর্থাৎ প্রবঞ্চকগণ নিজের প্রবঞ্চনা গোপনের জন্য পীড়ার ভান করে। আপনাকে এই পীড়ারই চিকিৎসা করব।"

শিবাজী শাস্ত্রের কথা অতশত বুঝিলেননা। এইটুকু বুঝিলেন—ধরা পড়িয়াছেন। কোন পথ না পাইয়া অসহায় ভাবে শুধাইলেন—কি ওষুধ দেবেন?"

হাকিম বলিলেন "ওষুধ একদিকে ধন্বন্তরী, আর এক দিকে বিষ।

খোদার নাম নিয়ে ওষধ দিচ্ছি, যদি আপনার অসুখ সত্য হয়, আরোগ্য নিশ্চিত। আর যদি এর ভেতর কোনো রকম প্রতারণা থাকে তবে বিষে তৎক্ষণাৎ মৃত্যু।"

শিবাজীর বুক কাঁপিয়া উঠিল, কপালে ঘাম দেখা দিল। বড় বিপদ! ওষুধ খাইতে অস্বীকার করিলে প্রতারণা ধরা পড়িবে, আর খাইলে মৃত্যু! এ যে দুই দিকেই মরণ। হাকিম ওষুধ প্রস্তুত করিয়া আনিলেন। "মুসলমানের ছোঁয়া আমি খাবনা" বলে শিবাজী ওষুধের পাত্র দূরে ফেলিয়া দিলেন হাকিম বিন্দুমাত্র বিরক্ত না হইয়া বলিলেন "এত জোরে হাত নাড়া তো রোগীর লক্ষণ নয়।"

শিবাজী এতক্ষণ অতিকষ্টে আপনাকে দমন করিয়াছিলেন, আর পারিলেন না। হঠাৎ উঠিয়া বসিয়া "রোগীকে বিদ্রূপ করার এই শাস্তি" বলিয়া হাকিমের গালে বিরাশী সিক্কা ওজনের একটি চড় কসাইয়া দিলেন এবং তাহার শ্মশ্রু ধরিয়া সজোরে টানিলেন বিস্মিত হইয়া দেখিলেন সব কয়টি শ্মশ্রু তাঁহার মুঠিতে উঠিয়া আসিয়াছে; তন্নজী মালশ্রী খিল্ খিল করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। দুর্দমনীয় হাসির বেগ অনেক ক্ষণের চেষ্টায় সংবরণ করিয়া ঘরের দ্বার রুদ্ধ করিয়া শিবাজীর কাছে আসিয়া বলিলেন, "প্রভুর কি সর্বদাই চিকিৎসকদের জন্য এমনি পুরস্কারের বরাদ্দ নাকি? তাহ'লে যে রোগীর আগে তারাই নির্মূল হবে। উঃ কি বিপুল চড়টাই না মেরেছেন, মাথা এখনও ঘুরছে।"

শিবাজী হাসিয়া ফেলিয়া বলিলেন, "বাঘের সঙ্গে খেলা করতে

হ'লে একটু আধটু আঁচড় লাগে বৈকি বন্ধু! যাক্ তোমায় দেখে বড় আনন্দিত হ'লাম। এখন সংবাদ কি বল।"

তন্নজী জানাইলেন শিবাজীর আদেশ মত সমস্ত কাজ হইয়াছে। সম্রাটের অনুমতি পত্র লইয়া মহারাষ্ট্রীয় সৈন্যদল ও শিবাজীর অনুচরবর্গ নিরাপদে দিল্লী হইতে চলিয়া গিয়াছে। তাহারা এখন সকলে গোস্বামীর বেশে মথুরা ও বৃন্দাবনে আছে। মথুরার পথ তন্নজী ভাল করিয়া দেখিয়া আসিয়াছেন। শিবাজীর কথা মত পথে সৈন্য সন্নিবেশও করা হইয়াছে এবং তাঁহার নির্দেশমত দিল্লী প্রাচীরের বাহিরে সজ্জিত একটী ঘোড়া রাখিবার বন্দোবস্ত হইয়াছে। নির্দিষ্ট দিনে সব প্রস্তুত থাকিবে। তন্নজী রামসিংহের নিকটও গিয়াছিলেন। রামসিংহ স্বয়ং সম্রাটের নিকট শিবাজীর হইয়া আবেদন লইয়া গিয়াছিলেন কিন্তু কোন ফল হয় নাই। রামসিংহ পিতার প্রদত্ত বাক্য লঙ্ঘিত হইতে দিবেন না, তিনি প্রাণ দিয়াও শিবাজীর সহায়তা করিবেন। ইহা ছাড়া দানেশ মন্দ্ ও সম্রাটের অনেক সহচরকে—কাহাকেও বা মিষ্ট কথায় কাহাকেও বা অর্থ দিয়া শিবাজীর পক্ষে আনা হইয়াছে। শিবাজী বলিলেন—"সবতো প্রস্তুত। এবারে তাহ'লে আরোগ্য লাভ করতে পারা যায়।"

তন্নজী হাসিয়া উত্তর করিলেন, "আমার মত বিজ্ঞ হাকিমের হাতে যখন পড়েছেন তখন রোগ আর কতক্ষণ থাকবে? কিন্তু আপনার জন্য কি সুন্দর সরবৎ তৈরী করেছিলাম, সবটা ফেলে দিলেন।"

আর একপাত্র সরবৎ প্রস্তুত হইল। শিবাজী পান করিয়া

হাসিয়া কহিলেন--"চমৎকার ওষুধ, যেমন স্বাদ তেমনি তার গুণ। আমি একদম আরাম হ'য়ে গেছি।"

শিবাজীকে আলিঙ্গন করিয়া হাকিম তাহার পূর্বের বেশ পরিয়া বাহির হইলেন। প্রহরীগণ তাহার নিকট হইতে জানিল শিবাজী আরোগ্য-প্রায়; অল্পদিনের মধ্যেই তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ হইবেন। এত বৈদ্য মিলিয়া শিবাজীকে আরাম করিতে পারিল না, হাকিম এতবড় দুঃসাধ্য সাধন করিয়া গেল—প্রহরীগণ গর্বে ফুলিয়া উঠিল। একজন বলিল—"তা হবে না; খোদ সম্রাটের হাকিম যে!"

উনিশ

দুই দিন পরে নগরে প্রচারিত হইল যে শিবাজী কিছু সুস্থ হইয়াছেন। নগরে ধূম ধাম পড়িয়া গেল। সকলেই এ সংবাদে সন্তুষ্ট হইল।

তাঁহার আরোগ্য লাভ উপলক্ষে শিবাজী এইবারে চিকিৎসক ও ব্রাহ্মণদিগকে রাশি রাশি অর্থ বিতরণ করিতে লাগিলেন এবং দিল্লীর প্রধান প্রধান নাগরিকদিগের বাড়ীতে মিষ্টান্ন উপহার পাঠাইতে লাগিলেন। এমন কি মস্‌জীদে মস্‌জীদে ফকিরদের সেবার জন্য ভারে ভারে মিষ্টান্ন আসিতে লাগিল। সকলেই খুসী। শিবাজী একেবারে দানসাগর হইয়া উঠিয়াছেন। চারিদিকেই দিল্লীকা-লাড্ডুর ছড়াছড়ি। দিল্লীকা লাড্ডু আর কাহারও পস্তাইবার কারণ হউক বা না হউক, সম্রাটকে বড় শীঘ্র পস্তাইতে হইল।

শিবাজী মিষ্টি কিনিয়া নিজের বাড়ীতে আনিয়া প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ঝুড়িতে নিজের হাতে সাজাইয়া দিতেন। এক একটা ঝুড়ি তিন চার হাত পরিমাণ বড় হইত। আট দশজন লোকও এই ঝুড়ি বহিয়া লইয়া যাইতে হিমসিম খাইয়া যাইত। দিনের পর দিন এই মিষ্টি বিতরণ চলিতে লাগিল। একদিন সন্ধ্যার সময় এমনি দুইটি বিরাট ঝুড়ি বাহকেরা মাথায় লইয়া বাহিরে আসিল। প্রহরীরা জিজ্ঞাসা করিল—"এবার কার বাড়ী যাবে হে? আর কতদিন চলবে এ ব্যাপার?"

বাহকেরা উত্তর করিল—"রাজা জয়সিংহের বাড়ী যাচ্ছি। এ হ'লেই হ'য়ে গেল।" তাহারা ঝুড়ি লইয়া চলিয়া গেল। খানিক দূরে একটি গোপন স্থানে সন্ধ্যার অন্ধকারে তাহারা ঝুড়ি নামাইল। বাহকগণ চারিদিকে তাকাইয়া দেখিল কেহ নাই কেবল সাঁঝের বাতাস শির্ শির্ করিয়া বহিয়া যাইতেছে। তাহাদের ইঙ্গিতে ঝুড়ি হইতে শিবাজী ও শম্ভুজী বাহির হইয়া আসিলেন এবং বিলম্ব না করিয়া ছদ্মবেশে দিল্লীর প্রাচীরের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন পথে লোকজনের আনাগোনা কমিয়া আসিয়াছে, কিন্তু দুই একজন পথিক যখন নিকট দিয়া যায় শম্ভুজী কাঁপিয়া উঠেন। শিবাজী বিপদে চির অভ্যস্ত কিন্তু আজ তাঁহার হৃদয়ও উদ্বেগশূন্য নহে।

কম্পিতপদে তাঁহারা প্রাচীর পার হইয়া আসিলেন। প্রহরী জিজ্ঞাসা করিল—"কে যায়?"

শিবাজী—"গোস্বামী। হরের্নাম, হরের্নাম, হরের্নামৈব কেবলম্।"

প্রহরী আবার শুধাইল—"কোথায় চলেছ?"

শিবাজী—"মথুরাতীর্থে।"

প্রহরী রাস্তা ছাড়িয়া দিল। প্রাচীরের বাহিরে অনেক উচ্চ রাজকর্মচারীর বাস। শিবাজী ও শম্ভুজী দ্রুত হাঁটিয়া সে পথও পার হইলেন। দূরে একটি বৃক্ষের সাথে একটি অশ্ব বাঁধা রহিয়াছে সতর্ক দৃষ্টিতে পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন তন্নজী যে অশ্বের কথা বলিয়াছিলেন, এ সেই অশ্বই। অশ্বরক্ষকের নাম জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন তাহার নাম জানকীনাথ। শিবাজী অশ্বে আরোহণ করিয়

শম্ভূজীকে পশ্চাতে তুলিয়া লইলেন ; জানকীনাথ হাটিয়া সঙ্গে সঙ্গে চলিল।

ধূ ধূ প্রান্তর, অন্ধকারের আঁচল মুড়ি দিয়া পড়িয়া আছে। বর্ষার আকাশ, তারায় মেঘে লুকচুরি চলিয়াছে : পথ ঘাট কর্দমাক্ত।

দূর হইতে ঘোড়ার পায়ের শব্দ শোনা গেল। শিবাজী আত্ম-গোপন করিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু সেই সীমাহীন প্রান্তরে একটি গাছের আড়ালও নাই। কাজেই অগ্রসর হওয়া ভিন্ন পথ নাই।

তিনজন অশ্বারোহী সৈনিক দ্রুতবেগে দিল্লীর দিকে চলিয়াছে। দূর হইতে শিবাজীর অশ্ব দেখিতে পাইয়া তাহারা সেই দিকে ছুটিল। শিবাজী ভবানীর নাম জপিতে লাগিলেন। কিন্তু বিপদ যাহার পথের সাথী তাহার পথ নিরঙ্কুশ হইবে কেমন করিয়া ?

একজন অশ্বারোহী নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল "কে যায় ?"

—"গোস্বামী।"

—"কোথেকে আসছ ?"

—"দিল্লী থেকে।"

—"আমরা দিল্লী যাব। কিন্তু পথ হারিয়েছি! আগে আমাদের সঙ্গে এসে পথ দেখিয়ে দাও।"

শিবাজীর মাথায় বজ্রাঘাত হইল। দিল্লী যাইতে অস্বীকার করিলে সৈনিকগণ বল-প্রকাশ করিতে পারে। বিবাদ হইলে ইহারা হয়ত শিবাজীকে চিনিতে পারিবে, কেননা দিল্লীতে এমন সেনা নাই যে শিবাজীকে দেখে নাই। আবার এদিকে দিল্লীতে ফিরিয়া যাওয়া অর্থ বিপদ-সাগরে ঝাঁপাইয়া পড়া। কোনদিকে পথ নাই।

আরোহীদের মধ্যে দুইজন একটু দূরে দাঁড়াইয়া কথা কহিতেছিল।

প্রথম—"এ স্বর আমি চিনি। দক্ষিণদেশে সায়েস্তা খাঁর অধীনে অনেকদিন যুদ্ধ করেছি। আমি বলছি পথিক গোস্বামী নয়।"

দ্বিতীয়—"তবে কে?"

প্রথম—"আমার সন্দেহ এ স্বয়ং শিবাজী। দুজন মানুষের স্বর ঠিক এক রকম হয়না।"

দ্বিতীয়—"দূর মূর্খ! শিবাজী দিল্লীতে বন্দী যে।"

প্রথম—"আমরাও তো সেবার ভেবেছিলাম শিবাজী সিংহগড়ে। কিন্তু হঠাৎ একদিন রাতারাতি টপ্‌কে পড়ে পুণা ধ্বংশ করে দিয়ে গেল।"

হঠাৎ একজন অশ্বারোহী আসিয়া শিবাজীর উষ্ণীষ ফেলিয়া দিল। শিবাজী দেখিলেন সায়েস্তা খাঁর অধীনস্থ একজন প্রধান সোনানী। হাতে অস্ত্র থাকিলে শিবাজী অপরাজেয়। কিন্তু আজ তাঁহার শূন্য হাতের বলই ভরসা। চক্ষের নিমেষে তাঁহার এক মুষ্ট্যাঘাতে একজন সৈনিক অচেতন হইয়া পড়িয়া গেল। আর দুইজন অসিহস্তে ছুটিয়া আসিয়া শিবাজীকে ভূতলশায়ী করিল।

শিবাজী ইষ্টদেবতাকে স্মরণ করিলেন। এই হয়ত শেষ পৃথিবীর মুক্ত বায়ু নিশ্বাসের সাথে গ্রহণ করা—শিবাজী প্রাণ ভরিয়া নিশ্বাস লইলেন। ইহার পর অন্ধ কারাগারের রুদ্ধ বাতাস। কোথায় পড়িয়া থাকিবে উদার আকাশে প্রভাতে প্রথম রবির সোনার ছবি, সন্ধ্যায় তারার ঝিকিমিকি; কোথায় থাকিবে ধরণীর এই শ্যামশ্রী—

কোথায় থাকিবে সমস্ত আরাধনার ধন মহারাষ্ট্র। বাল্য হইতে অন্তরে যে দীপ জ্বালাইয়া রাখিয়াছিলেন তাহার অনির্বাণ শিখা আজ দমকা বাতাসে এমন করিয়া নিবিয়া যাইবে! তারপর দেশের মাটি হইতে কতদূরে—স্বজনের স্নেহ হইতে কতদূরে আরংজেবের ঘাতকের হাতে দেহখানি হইতে প্রাণটুকু বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবে। শম্ভুজীর দিকে দৃষ্টি পড়িয়া তাহার চোখ জলে ভরিয়া উঠিল।

হঠাৎ একটি শব্দ শুনিয়া সেইদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া শিবাজী দেখিলেন একজন অশ্বারোহী তীরবিদ্ধ হইয়া পড়িয়া গিয়াছে। তারপর পর পর কতগুলি তীরে তিনজন অশ্বারোহীই প্রাণ হারাইল।

বিস্মিত হইয়া শিবাজী উঠিয়া দেখিলেন তীরনিক্ষেপকারী তাঁহারই অশ্বরক্ষক জানকীনাথ। ধন্যবাদ দিবার জন্য নিকটে আসিয়া আরো বিস্মিত হইলেন—তাঁহার সম্মুখে জানকীনাথের ছদ্মবেশে সীতাপতি গোস্বামী। শিবাজী স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন। তারপর করজোড়ে বলিলেন, বন্ধু! বিপদের দিনে বারে বারেই আমার প্রাণ বাঁচিয়েছ। বল কি করে তোমার এ ঋণ শোধ করব। আর, না জেনে অশ্বরক্ষক ভেবে তুচ্ছ করেছি, সে অপরাধও নিজ গুণে ক্ষমা করো।"

সীতাপতি শিবাজীর সম্মুখে নতজানু হইয়া করজোড়ে কহিলেন, "রাজন্, ছদ্মবেশ ক্ষমা করুন' আমি আপনার পুরাতন ভৃত্য রঘুনাথ। জ্ঞান হয়ে অবধি আপনার সেবা করেছি' আজীবন আপনার সেবা করব' এ ছাড়া অন্য কামনা আমার নাই, পুরস্কার চাইনা। প্রভুর কাছে যদি না জেনে কখনও দোষ করে থাকি, আজ আমার সে দোষ ক্ষমা করুন।"

শিবাজী চকিত হইয়া রঘুনাথের দিকে চাহিলেন। আপনাকে আর সংবরণ করিতে পারিলেন না; সজল নয়নে রঘুনাথকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া কহিলেন "রঘুনাথ! রঘুনাথ! তোমার কাছে শিবাজী শত অপরাধে অপরাধী। কিন্তু তোমার মহত্ত্ব দিয়ে তুমি আমার অপরাধের দণ্ড দিয়েছ। তোমাকে সন্দেহ করেছি, অপমান করেছি, সে কথা ভেবে আজ আমি স্থির থাকতে পারছিনা। যদি ভালোবাসা দিয়ে, মর্যাদা দিয়ে তোমার এ মহৎ ঋণ শোধ করা যায়, শিবাজী যতদিন বাঁচবে তারই চেষ্টা করবে।"

রঘুনাথের ব্রত আজ তাহা শেষ হইল, শিবাজী যে বেদনা অন্তরে চাপিয়ে রাখিয়াছিলেন আজ তাহা দূর হইল। উভয়ের নয়ন প্লাবিত করিয়া নীরবে অশ্রু ঝরিতে লাগিল।